চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 178 Monday, 29 May, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৭৮ সংখ্যা ✱ ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, সোমবার, ২৯ মে, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

এক ব্যবসায়ীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনার নাম জড়ায় শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

পুলিশ অফিসারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য নদিয়ার নাকাশিপাড়ায়। বেথুয়াড হরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

দীর্ঘদিনের হাঁটুর যন্ত্রণা বা কোমরের ব্যথার সমস্যার নিরাময় জানাতে পেইন স্পেশালিস্ট ডাঃ মনীশ দে-র সাথে কথা বলুন। ...বিস্তারিত পাতা ৬

আইপিএলে ক্রিকেটের নন্দন কাননের মুকুটে যোগ হলো আরও এক পালক। ম্যাচ শেষে হয় ঘোষনা সেরা মাঠের পুরস্কার পায় ইডেন গার্ডেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

‘আত্মনির্ভর ভারতের সূর্যোদয়ের সাক্ষী’, বিরোধী সুর উড়িয়ে স্বমেজাজে মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ সংসদ ভবন নিয়ে তুমুল বিতর্কের মাঝেই এদিন তা উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রকল্প নিয়ে এবার পুনরায় তাঁর মুখে শোনা গেল আত্মনির্ভর ভারতের সুর। এদিন নতুন ভবনে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই ভবন আত্মনির্ভর ভারতের সূর্যোদয়ের সাক্ষী হয়ে রইল। ২০১৪ সালে দিল্লির মসনদে আসীন হয়ে আত্মনির্ভর ভারতের বার্তা দিয়েছিলেন মোদি। প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি থেকে শুরু করে সবক্ষেত্রে আত্মনির্ভর হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। এদিন নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনেও একই সুর শোনা গেল তাঁর মুখে। এদিন নতুন সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, এই নতুন ভবন শুধুমাত্র একটি স্থাপত্য নয়। এই ভবন ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্খা। এটা বিশ্বের কাছে ভারতের দৃঢ়চিত্তের বার্তা। ২০২০ সালে মোদি সরকার ৯৭১ কোটি টাকা খরচ নতুন সংসদ ভবন তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করতেই এই প্রশ্নে বিদ্ধ করেছিল বিরোধীরা। তাদের জবাব দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দিল্লিতে নতুন সেন্ট্রাল ভিস্তা প্রজেক্টের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে বলেছিলেন, পুরাতন সংসদ ভবন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের এবং

গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে ভারতের আত্মপ্রকাশের সাক্ষী ছিল। আর এই নতুন সংসদ ভবন দেশের ‘আত্মনির্ভর’ হয়ে ওঠার সাক্ষী থাকবে। দ্রুত বাড়তে চলেছে দেশের সাংসদ সংখ্যা! নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের মঞ্চে এমনই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নতুন লোকসভায় প্রথম ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেই দিলেন, আগামী দিনে সংসদের আসন বাড়লে যাতে স্থান সংকট না হয়, সেটা নিশ্চিত করার জন্য সংসদ আয়তনে বাড়ানো দরকার ছিল। প্রধানমন্ত্রী এদিন নিজের ভাষণে বলেন, নতুন সংসদ বানানো নিয়ে দীর্ঘদিন আলোচনা চলছিল। কয়েক দশক ধরে পরিকল্পনা হচ্ছিল। সময়ের দাবি মেনেই সংসদ ভবনের উদ্বোধনের পরিকল্পনা করেছি আমরা। এরপরই প্রধানমন্ত্রী বলেন, আগামী দিনে যখন সংসদের সদস্যসংখ্যা সংখ্যা বাড়বে, তখন স্থান সংকুলান হবে না। তখন সাংসদরা বসবেন কোথায়? সেসব ভেবেই এই নয়া ভবন তৈরি। প্রায় ৯৭০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১২২৪ আসন বিশিষ্ট সংসদ ভবনটি তৈরি হয়েছে। ৮৮৮টি আসন বিশিষ্ট লোকসভার অন্দরসজ্জার থিম জাতীয় পাখি ময়ূর। আবার ৩৮৪টি আসন বিশিষ্ট রাজ্যসভার অন্দরসজ্জা করা হয়েছে পদ্ম থিমের উপরে। অর্থাৎ বিজেপি চাইলে লোকসভায় ৮৮৮টি পর্যন্ত আসন বাড়তে পারে। আবার রাজ্যসভার আসন বেড়ে হতে পারে ৩৮৪টি। বস্তুত, লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি নতুন কিছু নয়। এর আগেও বার দু'য়েক সংসদের নিম্নকক্ষের আসন সংখ্যা বেড়েছে। আসলে সংবিধানের ৮১ নম্বর ধারা অনুযায়ী লোকসভার আসন সংখ্যা ঠিক করা হয়। এবং এটা ঠিক হয় দেশের জনসংখ্যার ভিত্তিতে। তাই লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়াতে সংবিধানের ৮১ ধারা সংশোধন করতে হবে। শেষবার ১৯৭৩ সালে লোকসভার আসনসংখ্যা বেড়েছিল।

‘নতুন সংসদ ভবন বহুত্ববাদী গণতন্ত্রের প্রতীক’,বার্তা রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ নতুন সংসদ ভবনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ভারতীয় গণতন্ত্রের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন না ১৯টি বিরোধী রাজনৈতিক দল। ঐতিহাসিক ভবনের উদ্বোধক হিসেবে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে চেয়েছিলেন তাঁরা। এদিন রাষ্ট্রপতি সশরীরে উপস্থিত না থাকলেও তাঁর বার্তা পাঠ করে শোনান রাজ্যসভার চেয়ারম্যান হরিবংশ। সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বার্তা দেন, নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধনের মহান দিনটি ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। এমন দিনে বার্তা দিতে পেরে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন বোধ করছি। আমাদের বিশাল বহুত্ববাদী দেশের পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ তটরেখার বাসিন্দা সমস্ত ভারতবাসীর কাছে আজকের দিনটি গৌরবের এবং আনন্দের। নিজের বার্তায় তিনি আরও বলেন, সংসদ আমাদের সমৃদ্ধ গণতন্ত্রের প্রকাশস্তম্ভ। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাভাব আমাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরম্পরার মূল সত্য। ভারতীয় গণতন্ত্রই সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষকে শক্তিশালী করেছে। এটা গণতন্ত্রের সুফল যে সামাজিক যুদ্ধে জয় করে গরিব শীর্ষস্থানে পৌঁছেছে। নতুন সংসদ ভবন আমাদের গণতন্ত্রের এক নয়া অধ্যায়ের সূচনা করবে। স্বাধীনতার অমৃতউৎসবে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন গণতন্ত্রের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতার প্রতীক। উল্লেখ্য, ২০২০ সালে মোদি সরকার ৯৭১ কোটি টাকা খরচ নতুন সংসদ ভবন তৈরির পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করতেই বিরোধীরা প্রশ্ন তুলেছিল, ঐতিহ্যশালী সংসদ ভবন ভেঙ্গে নতুন করে সংসদ ভবন তৈরির প্রয়োজনীয়তা কী রয়েছে। যদিও সেই সময় বিরোধীদের দাবি উড়িয়ে দিয়েছিল বিজেপি সরকার।এদিন নতুন সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে মোদি বলেন, এই নতুন ভবন শুধুমাত্র একটি স্থাপত্য নয়। এই ভবন ১৪০ কোটি ভারতবাসীর আকাঙ্খা। এটা বিশ্বের কাছে ভারতের দৃঢ়চিত্তের বার্তা।

ভয়াবহ ধসের কবলে গিলগিট-বাল্টিস্তান, মৃত অন্তত ১০

শ্রীনগর, ২৮ মে ঃ ভয়াবহ ধসের কবলে পাক অধিকৃত কাশ্মীর। গিলগিট-বাল্টিস্তানে ধস নেমে মৃত্যু হল অন্তত ১০ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন তিনজন মহিলা। আহত ২৫ জন। প্রাথমিক ভাবে স্থানীয়রা উদ্ধারকাজ শুরু করলেও পরে পাক সেনা এসে কাজে হাত লাগিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধসের পরই দ্রুত উদ্ধারকাজ হয়। প্রথমেই স্থানীয়রা এসে তা শুরু করে। পরে যোগ দেয় পাক সেনা। সেনা ও স্থানীয় যুবকদের যৌথ প্রচেষ্টায় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়। উদ্ধার করা হয় মৃতদেহগুলি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলছে বলে জানা গিয়েছে। গিলগিট-বাল্টিস্তানের প্রধান সচিব মইনুদ্দিন ওয়ানি দুর্ঘটনাটি সম্পর্কে নিশ্চিত করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার পর উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে উপদ্রুত এলাকায়। মুখ্যমন্ত্রী খালিদ খুরশিদ দুর্ঘটনায় মৃতদের প্রতি শোকপ্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে স্থানীয় প্রশাসনকে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন দ্রুত উদ্ধারকাজ সম্পন্ন করতে।

আফ্রিকান অপরাধীদের প্রবেশ ঘটেছে রাজ্যে, সতর্ক করছে কলকাতা পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ চোরাপথে আফ্রিকানদের প্রবেশ ঘটেছে এই দেশে। জানা গিয়েছে, তারা কেউ কেউ জড়িয়ে পড়ছে বিদেশি মাদক কারবারে। কেউ বা জালিয়াতির কারবারও। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, এক বছরে মুম্বইয়ে বেশ কয়েকজন

আফ্রিকান অপরাধী গ্রেপ্তার হওয়ার পর এবার সতর্ক হয়েছে কলকাতা পুলিশও। কলকাতায় নাই জেরীয়দের সঙ্গে মিশে থেকে আফ্রিকার অন্য কোনও দেশ থেকে অনুপ্রবেশ করে আসা কোনও অপরাধী অপরাধ করছে কি না, খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে লালবাজার বলে খবর মিলেছে। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, নাইজেরীয়দের জালিয়াতি ও কোকেনের মতো বিদেশি মাদকের ঘটনা আগেই সামনে এসেছে। কিছুদিন আগেও বিধাননগর পুলিশের হাতে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছে নাইজেরীয়। মুম্বইয়ে গত মাসেও গ্রেপ্তার হয় এক আফ্রিকার বাসিন্দা। উদ্ধার হয় একশো গ্রাম মেথাকুয়োলোন নামে বিদেশি মাদক, যার দাম দশ লক্ষ টাকা। ওই যুবকের বাড়ি পশ্চিম আফ্রিকার গিনি বিসাউয়ে। তারও কয়েক মাস আগে দক্ষিণ আফ্রিকার তিন যুবককে দশ কোটি টাকা দামের দু'কিলো বিদেশি মাদক কোকেন-সহ গ্রেপ্তার করা হয়। গত এক বছরে একাধিক আফ্রিকান মাদক-সহ গ্রেপ্তার হয় মুম্বইয়ে। নাইজেরীয়দের আদলে চাকরি দেওয়ার নামে বা সাইবার জালিয়াতিতে আফ্রিকার অন্য দেশের অনুপ্রবেশকারীরা হাত পাকিয়েছে বলে খবর পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মুম্বই পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে ধৃত আফ্রিকান ও তাদের অপরাধের ‘মোডাস অপারেন্ডি’বা পদ্ধতির ব্যাপারে বেশ কিছু তথ্যও সংগ্রহ করেছে লালবাজার পুলিশ। মুম্বইয়ে ধৃত আফ্রিকানদের কারও কাছেই পাসপোর্ট, ভিসার মতো কোনও বৈধ নথিপত্র নেই। তাদের কেউ কেনিয়া, কেউ বা উগান্ডার বাসিন্দা বলে জানতে পারা গিযেছে। গোয়েন্দারা জানতে পেরেছেন, ওই আফ্রিকার অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে বেশিরভাগই জাহাজের খোলের ভিতর লুকিয়ে থেকে মুম্বই বন্দরে এসে পৌঁছয়। সেখান থেকে নেমে তারা চোরাপথে মুদ্রা পরিবর্তন করে। এরপর ঘর ভাড়া নিয়ে থেকে যায় তারা। আবার কয়েকজন সঙ্গে করে বিদেশি মাদক নিয়ে এসে সেগুলি বিক্রি করেও নিজেদের থাকাখাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। গোয়েন্দারা জানান, দক্ষিণ কলকাতার গল্ফগ্রিন, যাদবপুর, নেতাজিনগর, পাটুলি-সহ কয়েকটি জায়গায় বহু নাইজেরীয় ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করেন। অনেক সময়ই দেখা যায়, নথিপত্রের বৈধতা পেরিয়ে যাওয়ার পরও কলকাতায় রয়েছেন তাঁরা। ওই জায়গাগুলিতে বসে জালিয়াতি বা মাদক পাচার করার জন্য চোরাপথে আসা আফ্রিকানরা আশ্রয় নিয়েছে কি না, সেদিকে এবার রয়েছে গোয়েন্দাদের নজর। থানাগুলির সহায়তায় বাড়িওয়ালাদের সতর্ক করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, যে কোনও বাড়ির মালিক যেন পরিচয়পত্র যথাসম্ভব যাচাই করে ঘর বা ফ্ল্যাট ভাড়া দেন। সেই বিদেশি ভাড়াটেদের তথ্য যাতে সংশ্লিষ্ট থানাগুলিকে অবশ্যই জানানো হয়।

কুস্তিগীরদের গ্রেপ্তারে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ নতুন দিল্লিতে আন্দোলনরত কুস্তিগীরদের গ্রেপ্তারের ঘটনা তৃণমূল কংগ্রেস প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি কড়া সমালোচনা করেছেন। আজ এক টুইট বার্তায় তিনি দিল্লী পুলিশ যেভাবে সাক্ষী মালিক, বিদেশ ফোগত দের আটক করেছে তার তীব্র নিন্দা করে চ্যাম্পিয়নদের যেভাবে হয়রান করা হচ্ছে তা দেশের লজ্জা বলে উল্লেখ করেছেন। গণতন্ত্রের ভিত্তি হল সহনশীলতা একনায়কতান্ত্রিক শক্তি বিরুদ্ধ মতকে সহ্য করতে পারে না বলেও তিনি জানিয়েছেন। কুস্তিগীরদের দ্রুত মুক্তি দেওয়ার দাবি জানিয়ে তিনি ওদের পাশে রয়েছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

স্বল্প সঞ্চয়ে গতি আনতে তৎপর রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ বেআইনি আর্থিক লগ্নি সংস্থার কার্যকলাপ আটকে স্বল্প সঞ্চয়ে গতি আনতে রাজ্য সরকার ৪৯টি ব্লকে স্মল সেভিংস ডেভেলপমেন্ট অফিসার নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। খুব শীঘ্রই ওই আধিকারিকেরা কাজে যোগ দেবেন। রাজ্য অর্থ দফতরের অধীন স্বল্প সঞ্চয় বিভাগের ডিরেক্টর মনোজ চক্রবর্তী বলেন, নতুন নিয়োগের ফলে স্বল্প সঞ্চয়ে গতি আসবে। ওই আধিকারিকদের দায়িত্ব, প্রচারের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করা।

নতুন সংসদ ভবনের সঙ্গে কফিনের তুলনা! আরজেডির টুইট ঘিরে তুঙ্গে উঠল বিতর্ক

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ রবিবার সকাল থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে দেশের নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনের আয়োজন। সংসদের সচিবালয়ে শুরু হয়ে যায় নানা অনুষ্ঠান ও প্রার্থনা। নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। উদ্বোধন নিয়ে বিতর্কের রেশও রয়েছে। বিরোধীরা নানা ভাবে কটাক্ষ করেছে নতুন সংসদ ভবন নিয়ে। কিন্তু রবিবারের সকালে আরজেডির খোঁচা ঘিরে বিতর্ক ঘনিয়েছে সবচেয়ে বেশি। নতুন সংসদ ভবনকে কফিনের সঙ্গে তুলনা করতে দেখা গিয়েছে লালুপ্রসাদ যাদব, তেজস্বী যাদবের দলকে। টুইটারে নতুন সংসদ ভবন ও কফিনের ছবি পাশাপাশি দিয়ে খোঁচা দেওয়া হয় বলে খবর মিলেছে। তার পর থেকে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, এপ্রসঙ্গে দলের বর্ষীয়ান নেতা শক্তি সিং

যাদব বলেছেন, আমাদের টুইটে কফিনের ছবি আসলে গণতন্ত্রের কবরের প্রতীক। আমরা শুরু থেকে বলে এসেছি সংসদ গণতন্ত্রের মন্দির। সেই স্থানকে এখন যেদিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেশ সেটা মেনে নেবে না। সংবিধান ও পরম্পরা, দুইয়ের উল্লঙ্ঘন করা হচ্ছে বলে তারা মনে করেন। রাষ্ট্রপতি সংসদের সর্বেসর্বা। সংবিধানই এই মান্যতা দিয়েছে। কিন্তু এই স্থানকে গণতন্ত্রের কবর করে তুললে প্রশ্ন তো উঠতেই পারে। তারা তাই প্রধানমন্ত্রী কাছে অনুরোধ করেছেন, দয়া করে গণতন্ত্রকে কবরে পাঠাবেন না। সংসদের উদ্বোধন নিয়ে কটাক্ষ করেছে শরদ পাওয়ারের কন্যা ও সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে। তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় জানিয়েছেন, বিরোধীদের ছাড়া নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন অসম্পূর্ণ। এর থেকেই পরিষ্কার দেশে কোনও গণতন্ত্র নেই। এদিকে এই ধরনের সমালোচনায় পালটা দিতে ছাড় দেয়নি বিজেপিও। পদ্ম শিবিরের নেতা দুষ্মন্ত গৌতম ‘কফিন’ টুইটের খোঁচার উত্তরে জানিয়েছেন, এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আজ ওরা এটাকে কফিনের সঙ্গে তুলনা করছে। পুরনো সংসদ ভবনকেও কি তাহলে জিরো বলা হবে? আমরা এর আগে জিরোয় বসতাম। আসলে এদের মানসিকতাই ঠিক নেই।

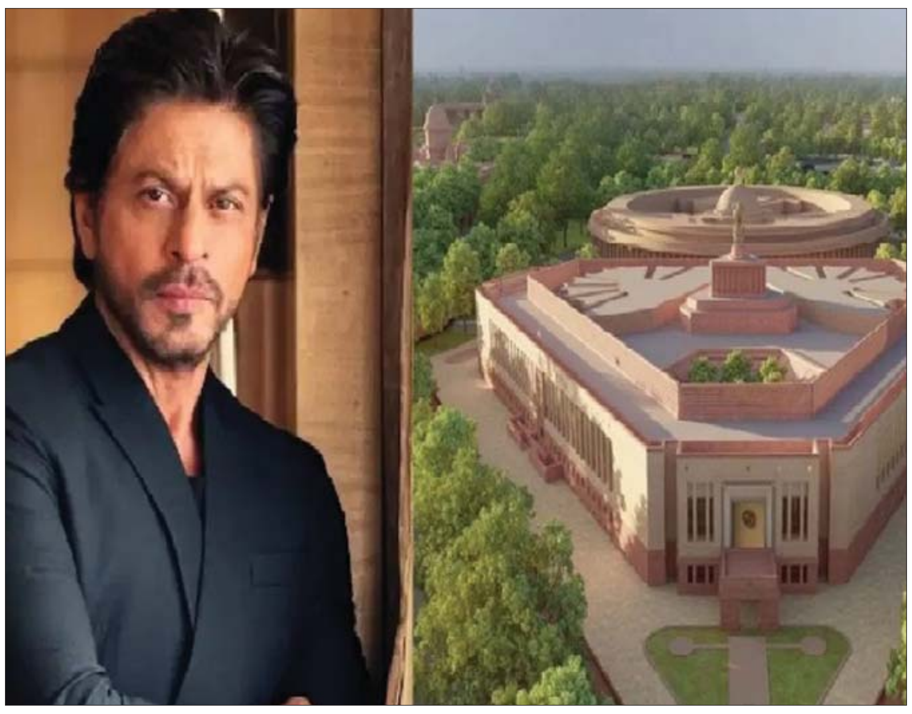

শাহরুখ খানের কণ্ঠে শোনা গেল নতুন সংসদ ভবনের কাহিনি, প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

বিরোধী দলের বৈঠক পাটনায়, একমঞ্চে দেখা যাবে তৃণমূল, আপ, কংগ্রেসকে

পাটনা, ২৮ মে ঃ ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচন। বর্তমানে তারই কাউন্ট ডাউন কার্যত শুরু হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে রয়েছে বলে খবর মিলেছে। জানা গিয়েছে, আগামী ১২ জুন পাটনায় বিরোধীদের প্রথম সম্মিলিত বৈঠক হতে চলেছে নীতীশ কুমারের ডাকে। বৈঠকে থাকবে কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, আপ-সহ ২১টি বিরোধী দল। বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, নীতীশ-তেজস্বীকে আগেই এই বৈঠক ডাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেই অনুরোধ মেনেই জুনের তৃতীয় সপ্তাহে বৈঠক ডাকলেন বিহারের মুখ্যমন্ত্রী। জেডিইউ, এনসিপি, আরজেডি, ডিএমকে-সহ অধিকাংশ বিরোধী দলই থাকছে বৈঠকে। শেষ পর্যন্ত এই বৈঠকে কারা থাকেন সেদিকে নজর থাকবে রাজনৈতিক মহলের। আগামী নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য কোন পথে, তারই হদিশ মিলবে ওইদিন, এমনটাই মনে করা হচ্ছে। কয়েকদিন আগেই নীতীশের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে ও কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। জানা যাচ্ছে, ওই বৈঠকের পরই ঠিক হয় বৈঠকের দিনক্ষণ। জানা যাচ্ছে, মহারাষ্ট্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও ফারুক আবদুল্লা, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও, এনসিপি প্রধান শরদ পাওয়ার, সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব সকলেই থাকতে পারেন বৈঠকে। স্বাভাবিক ভাবেই আলাদা করে নজর থাকবে তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। কেননা পূর্বাঞ্চলীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব ও প্রতিপত্তি কতটা তা দিল্লি ভালভাবেই জানে। এই পরিস্থিতিতে তাই নীতীশের ডাকা বৈঠককে ঘিরে জোর জল্পনা।

‘রাজ্যাভিষেক ভেবেছেন মোদি’, কটাক্ষ রাহুলের ‘ভাগ্যিস যাইনি’, তোপ পাওয়ারেরও

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ ২১টি রাজনৈতিক দল বয়কট করেছিল এই সংসদ ভবন উদ্বোধন। বিরোধিদের তোয়াক্কা না করে সাভারকরের জন্মদিনে ঘটা করেই উদ্বোধন হল। বেদমন্ত্র পাঠ করে, পুজো এবং যজ্ঞে অংশ নিয়ে নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সর্বধর্ম প্রার্থনাতেও অংশ নেন তিনি। পাশাপাশি সংসদ ভবনের স্থাপন করেন সোনার রাজদণ্ড সেঙ্গল। গোটা অনুষ্ঠান নিয়ে কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর কটাক্ষ, অনুষ্ঠানটিকে মোদির ‘রাজ্যাভিষেক’ বলে মনে হয়েছে। রবিবার টুইট করে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন নিয়ে মোদিকে কটাক্ষ করেন রাহুল। টুইটারে তিনি লেখেন, সংসদ গোটা দেশের মানুষের কণ্ঠস্বর। আরও লেখেন, প্রধানমন্ত্রী সংসদ ভবনের উদ্বোধনকে রাজ্যাভিষেক মনে করেছেন। ঘুরিয়ে নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন নিয়ে কটাক্ষ করেছেন এনসিপি প্রধান শরৎ পাওয়ারও। বর্ষীয়ান নেতা টুইট করেন, সকালে অনুষ্ঠান দেখলাম। আমি খুশি যে উপস্থিত ছিলাম না। ওখানে যা ঘটেছে তা দেখে চিন্তিত। আমরা কি দেশকে পিছিয়ে দিচ্ছি? এই অনুষ্ঠান কি শুধুমাত্র কয়েক

জন মানুষের? নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধনে রাষ্ট্রপতির অনুপস্থিতির প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূল সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কেন্দ্রের যে কোনও প্রকল্পে হাজার কোটি খরচ হচ্ছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গের পাওনা ১০০ কোটি মেটানো হচ্ছে না। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সংসদীয় কমিটির সুপারিশ ছিল নতুন সংসদ ভবনের বিষয়ে। এই বিষয়ে বিরোধিতা নেই কারওই। কিন্তু ওঁর (মোদি) একটি ব্যাপার আছে, কাউকে কিছু বলেন না। তাছাড়া আমন্ত্রণ না জানিয়ে রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদাকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। একটাই বার্তা দেওয়া হল, মোদিজিই সব। সংসদ ভবনের উদ্বোধন নিয়ে বিতর্ক দানা বেঁধেছিল প্রথম থেকেই। তৃণমূল, কংগ্রেস-সহ ২১টি রাজনৈতিক দলের দাবি ছিল, প্রধানমন্ত্রী নন, সাংবিধানিক পদমর্যাদা বলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর হাতে উদ্বোধন হোক ঐতিহাসিক ভবনের। রাজনৈতিক বিতর্ক গড়ায় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। প্রথম থেকেই বিরোধীদের দাবিকে আমল দেয়নি বিজেপি সরকার। তা মেনে নিতে পারছেন না রাহুল-পাওয়ার-সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী নেতৃত্বরা।

নতুন সংসদ ভবন অভিযানে আটক কুস্তিগিরেরা

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি সাংসদ ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ তুলে মহিলা কুস্তিগিররা নতুন সংসদ ভবনে ঢোকার চেষ্টা করলেন। যন্তরমন্তর থেকে নতুন সংসদ ভবনে যাওয়ার চেষ্টা করলে রবিবার দিল্লি পুলিশ তাদের আটকে করে বাসে তুলে নিয়ে যায়। বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিক সহ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন কুস্তিগিররা ছিলেন। দিল্লি পুলিশের হাতে আটক হয়ে কুস্তিগির বীনেশ ফোগত বলেন, নতুন দেশ স্বাগত জানায়। যখন নতুন সংসদ ভবন উদ্বোধন হচ্ছিল কীভাবে মহিলা কুস্তিগিরদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়েক দমন করা হয়েছিল। এদিন মধ্য দিল্লিতে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়।

গোটা দিল্লি কার্যত নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়। ব্যারিকেড করে চেকিং চলে বিভিন্ন জায়গায়। যন্তরমন্তরে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। তাঁরা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন নতুন সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখাবেন। এদিকে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিল্লি পুরসভাকে অস্থায়ী জেল তৈরি করতে অনুরোধ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, নতুন সংসদ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখানোর কর্মসূচি ঘোষণা করেছিলেন কুস্তিগীরেরা। তার আগে যন্তরমন্তরে পুলিশের সঙ্গে বচসা শুরু হয় বিক্ষোভকারীদের। তার জেরে আটক হলেন বিনেশ ফোগত, সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া-সহ কয়েক জন কুস্তিগীর। ভারতীয় কুস্তি সংস্থার সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংহকে গ্রেফতারের দাবিতে বেশ কিছু দিন ধরে ধর্না দিচ্ছেন তাঁরা।

রবিবারও অপরিবর্তিত রয়েছে জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও রবিবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। অপরিশোধিত তেল রফতানি ও ডলারের কারণে প্রতি ব্যারেল ৭৬ ডলারের চেয়ে সামান্য কম। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছর ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।রবিবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে আজ।

অবশেষে গ্রেফতার ছাত্রীর যৌন নির্যাতনে অভিযুক্ত ভাঙ্গা এইচএস স্কুলের সদ্য বরখাস্ত অধ্যক্ষ আসার উদ্দিন

করিমগঞ্জ (অসম), ২৮ মেঃ অবশেষে গ্রেফতার করা হয়েছে নাবালিকা ছাত্রীর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত ভাঙ্গা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সদ্য বরখাস্ত অধ্যক্ষ আসার উদ্দিন। গত শনিবার দুপুরের দিকে করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত নিলামবাজারে জনৈক রাজনৈতিক নেতার বাড়ি থেকে ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্ত শিক্ষককে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে এক সূত্রের খবর।জানা গেছে, আজ গত শনিবার দুপুরে নিলামবাজারে আটক করে কড়া নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে আসার উদ্দিনকে নিয়ে আসা হয় করিমগঞ্জে। এখানে কিছু জিজ্ঞাসাবাদের পর বদরপুর থানায় রুজুকৃত ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩৫৪, দ্য প্রটেকশন অব চিল্ড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেনসেস অ্যাক্ট (পোকসো)-র আরডব্লিউর ৮, আইপিসি-র যুক্ত ৩৭৬, পোকসোর আরডব্লিউর ৬ ধারায় ১৩৬২৩ নম্বরে মামলায় আসার উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। গ্রেফতারের পর তাকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়। আদালতের নির্দেশে তাকে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে পাঠানো হয়েছে।উল্লেখ্য, আসাদ উদ্দিনকে গ্রেফতারের দাবিতে আজ শনিবার দুপুরে ব্যাপক প্রতিবাদ সংগঠিত করেছিল ছাত্র সংগঠন এবিভিপি। করিমগঞ্জ

টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাইজমানি ঘোষণা

দুবাই,২৮ মে ঃআগামী ৭ জুন ওভালে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ। ফাইনালে মুখোমুখি হবে ভারত এবং অস্ট্রেলিয়া। তার আগেই টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রাইজমানি ঘোষণা করেছে আইসিসি। অংশগ্রহণকারী নয়টি দলকে ৩৮ লাখ ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। ফাইনালে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১৬ লাখ ডলার পুরস্কার। রানার্সআপ দলকে দেওয়া হবে ৮ লাখ ডলার।আর ম্যাচ ড্র হলে দুই দল ২৪ লাখ ডলার ভাগ করে নেবে। শুধু চ্যাম্পিয়ন আর রানার্সআপই নয় এই চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নেওয়া সব দলের জন্যই থাকছে প্রাইজমানি। এবারের টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তৃতীয় হওয়া দক্ষিণ আফ্রিকা পাবে সাড়ে ৪ লাখ ডলার। টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের চতুর্থ হয়েছে ইংল্যান্ড। তারা পাবে সাড়ে ৩ লাখ ডলার।পঞ্চম স্থানে থাকা শ্রীলঙ্কা ২ লাখ ডলার পুরস্কার পাবে। এছাড়া নিউজিল্যান্ড (ষষ্ঠ), পাকিস্তান (সপ্তম), ওয়েস্ট ইন্ডিজ (অষ্টম) ও বাংলাদেশ (নবম) পাবে ১ লাখ ডলার করে।

ভারতের ইতিহাসে রচিত হল নতুন অধ্যায়, নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ ভারতের ইতিহাসে রচিত হল এক নতুন অধ্যায়। ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকল দেশ। বিশেষ পুজোপাঠের মাধ্যমে নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লাকে পাশে নিয়ে নয়া সংসদ ভবনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ৬৪,৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে তৈরি হয়েছে। ভবনটি চারতলা।রবিবার একেবারে নির্ধারিত সময়ে নয়া সংসদ ভবনে পৌঁছে যান প্রধানমন্ত্রী। আর সেখানে তাঁকে স্বাগত জানান লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। এরপর দুজনেই গান্ধী মূর্তির পাদদেশে পৌঁছে যান। আর সেখানেই বিশেষ পুজোর ব্যবস্থা করা হয়। যদিও পুজোতে বসার আগে গান্ধী মুর্তিতে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী। এরপর স্পিকার ওম বিড়লাকে পাশে নিয়েই পুজোতে বসেন।সেখানে দীর্ঘ পুজো শেষে ঐতিহাসিক 'সেঙ্গল' প্রধানমন্ত্রী মোদীর হাতে তুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। বিভিন্ন মঠ থেকে অনুষ্ঠানে আসা স্বামীজিরা 'সেঙ্গল' তুলে দেন। যদিও তা হাতে নেওয়ার আগে একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ে রাজদণ্ডকে প্রণাম জানান প্রধানমন্ত্রী।

এরপর সেটিকে হাতে তুলে নেন তিনি। যা খুবই তাপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। এরপর নয়া সংসদ ভবনের দিকে 'সেঙ্গল' নিয়ে এগিয়ে যান প্রধানমন্ত্রী মোদী। তাঁর চারপাশে ছিলেন সাধু বেষ্টিত। সংসদ ভবনে সেই সময় বাজছে বন্দেমাতারমের ধুন। একেবারে ঐতিহাসিক মুহূর্ত! সবার আশির্বাদ নিয়েই একেবারে স্পিকারের আসনের পাশেই 'সেঙ্গল' প্রতিষ্ঠা করলেন নরেন্দ্র মোদী। আর সেই সময় উচ্চরিত হচ্ছে বৈদিক মন্ত্র।স্পিকারের আসনের পাশে 'সেঙ্গল' প্রতিষ্ঠ করে ফের একবার সবার আশির্বাদ নিলেন প্রধানমন্ত্রী। শুধু বৈদিক উচ্চারণেই নয়, নয়া সংসদ ভবনে সর্বধর্মের মিল দেখল দেশের বাসী। সমস্ত ধর্মের মানুষের তরফে বিশেষ প্রার্থনার আওজন করা হয়। আর তাতে সামিল হন প্রধানমন্ত্রী।অন্যদিকে নয়া সংসদ ভবনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের সঙ্গেও এদিন কথা বলেন তিনি। বিভিন্ন রাজ্য থেকে গত কয়েক বছর ধরে কাজ করেছেন একাধিক শ্রমিক। এদিন তাদের বিশেষ সম্মান প্রধানমন্ত্রী। বলে রাখা প্রয়োজন, শনিবারই 'সেঙ্গল' প্রধানমন্ত্রীর হাতে তুলে দেওয়া হয়।এদিকে, নতুন এই সংসদ ভবনটি আত্মনির্ভর ভারতের চেতনার প্রতীক (আত্মনির্ভর ভারত)। সংসদের বর্তমান ভবনটি ১৯২৭ সালে উন্মুক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় ১০০ বছর বয়স হতে চলেছে। বর্তমান চাহিদা অনুযায়ী এই ভবনে জায়গার অভাব অনুভূত হচ্ছিল। উভয় কক্ষেই সংসদ সদস্যদের বসার সুবিধাজনক ব্যবস্থার অভাব ছিল, যা সদস্যদের কাজের দক্ষতাকে প্রভাবিত করছে। লোকসভা ও রাজ্যসভা, উভয় কক্ষই সংসদের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের জন্য সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে প্রস্তাব পাস করেছিল। ফলস্বরূপ, ২০২০ সালের ১০ ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সংসদের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। নবনির্মিত সংসদ ভবনটি রেকর্ড সময়ে গুণমানের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে। নতুন সংসদ ভবনে লোকসভায় ৮৮৮ জন এবং রাজ্যসভায় ৩০০ জন সদস্য বসতে পারবেন। উভয় কক্ষের যৌথ সভার ক্ষেত্রে, মোট ১ হাজার ২৮০ জন সদস্যকে স্থান দেওয়া যাবে লোকসভাতেই। অবশেষে রবিবার সেই নতুন সংসদ ভবনটি দেশকে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

প্রমাণ লোপাটে জোড়া মোবাইল নষ্ট করেছেন সিসোদিয়া, চার্জশিটে চাঞ্চল্যকর সিবিআইয়ের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ! আর তাতেই সিলমোহর দিল দিল্লির রাউস অ্যাভিনিউ আদালত। আবগারি দুর্নীতি-কাণ্ডে সিবিআই চার্জশিটে অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী মনীশ সিসোদিয়ার। চার্জশিটে কেন্দ্রীয় সংস্থার তরফে দাবি করা হয়েছে, যে মনীশ সিসোদিয়া দুটি মোবাইল ফোন নষ্ট করার কথা স্বীকার করেছেন।জানা গিয়েছে, দিল্লির প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ২০২০ সাল থেকে ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট পর্যন্ত তিনটি মোবাইল ব্যবহার করতেন। তার মধ্যে দুটি ফোন ২২ জুলাই, ২০২২ সালের আগে নিজের ইচ্ছেতেই নষ্ট করে দিয়েছেন তিনি। মনীশ সিসোদিয়া জেরায় তা স্বীকারও করেছেন বলে দাবি করেছে সিবিআই। প্রমাণ লোপাট করতেই এই দুটি ফোন নষ্ট করা হয়েছে বলে দাবি কেন্দ্রীয় সংস্থার। চার্জশিটের এই তথ্যে গত শনিবার মান্যতা দিল আদালত। উল্লেখ্য, মনীশের এই ঘটনার সঙ্গে এ রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি-কাণ্ডে তৃণমূল বিধায়ক জীবন সাহার কর্মকাণ্ডের মিল খুঁজে পাচ্ছে সিবিআই।

অসুস্থ রাজ্যপাল, মিলেনি সাক্ষাৎতের সময়, প্রতিবাদে প্রদ্যুতের নেতৃত্বে রাজভবনের বাইরে ধর্ণা তিপরা মথার

আগরতলা, ২৮মেঃত্রিপুরার রাজ্যপাল সত্যদেও নারায়ণ আর্য অসুস্থ। তাই, ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের তিপরা মথার সদস্যদের রাজ্যপালের সাক্ষাত মিলেনি। প্রতিবাদে রাজভবনের বাইরে প্রদ্যুতের নেতৃত্বে ধর্ণায় বসলেন তিপরা মথার নির্বাচিত সদস্যরা।ত্রিপুরায় জনজাতি অংশের মানুষের ভাবাবেগ নিয়ে রাজ্য সরকার ছিনিমিনি খেলছে। তিপরা মথার সুপ্রিমো তথা ত্রিপুরা জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (টিটিএএডিসি) নির্বাচিত সদস্য প্রদ্যু কিশোর দেববর্মণ এমনই অভিযোগ তুলেছেন।তিনি এদিন হতাশা প্রকাশ করে বলেন, টিটিএএডিসি-র অনুমোদিত বেশ কয়েকটি বিল আইনে পরিণত হওয়ার জন্য রাজ্যপালের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সম্মতি পায়নি। তিনি এই দীর্ঘ বিলম্বকে একটি বৈষম্যমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বলে সুর চায়েছেন।তাঁর দাবি, টিটিএএডিসি এলাকায় বসবাসকারী মানুষ অসংখ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন। কিছু এলাকা তীব্র জলের অভাবে মধ্যে ভুগছে। স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষার মতো মৌলিক প্রয়োজনীয়তাগুলিও অনিশ্চিত অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষিত যুবকরা অক্লান্তভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সন্ধান করছেন। এই সব গুরুত্বপূর্ণ দাবি রাজ্যপালের কাছে পেশ করার জন্য তাঁর সাথে সাক্ষাতের আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে, আক্ষেপ করে বলেন তিনি।প্রসঙ্গত, টিটিএএডিসি-এর নির্বাচিত সদস্যদের সমন্বয়ে একটি প্রতিনিধি দল জনজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ানো সমস্যাগুলির রূপরেখা দিয়ে একটি লিখিত স্মারকলিপি জমা দেওয়ার জন্য রাজভবনে রাজ্যপালের সাথে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু, অসুস্থতার কারণে রাজ্যপাল ওই প্রতিনিধি দলের সাথে দেখা করতে অস্বীকার করেন।এর ফলে, তিপরা মথার বিধায়কগণ এবং জেলা পরিষদের সদস্যরা রাজ্যপালের পদক্ষেপে তাঁদের অসন্তোষ প্রকাশে রাজভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। ফিরে যাওয়ার আগে তাঁরা রাজ্যপালের কার্যালয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছেন।এদিন শ্রী দেববর্মণ অভিযোগ করেন, রাজ্যপালের খারাপ স্বাস্থ্য সম্পর্কে আমাদের অবহিত করা হয়েছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, তিনি কলকাতা বা দিল্লি থেকে আগতদের সাথে দেখা করেন। কিন্তু টিটিএএডিসি-এর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে দেখা করতে রাজি নন। এটি চরম বৈষম্যমূলক আচরণ, ক্ষোভের সুরে বলেন তিনি।এদিন স্মারকলিপিতে রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য ঝুলে থাকা টিটিএএডিসির বিলগুলি এবং ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত তহবিল হ্রাসের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। স্মারকলিপি অনুসারে, ২০২২-২৩ অর্থবছরেটিটিএএডিসি-এর মোট বাজেটের পরিমাণ ছিল ৬১৯.২৮ কোটি টাকা। যার মধ্যে ১২৬.৫৯ কোটি টাকা এখনও ত্রিপুরা সরকার প্রদান করেনি। চলতি অর্থ বছরে টিটিএএডিসি এলাকায় উন্নয়ন কাজের জন্য মাত্র ৪.২৪ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে। অতিরিক্তভাবে, পাঁচটি বিভাগের ১০টি বিল এবং বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের ১৬টি প্রথাগত আইন রাজ্যপালের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।এদিন তিনি আরও জানিয়েছেন, চিঠিতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকার আমাদের দাবিগুলি অবিলম্বে সমাধান করতে ব্যর্থ হলে আমরা রাজ্য জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ শুরু করব।সাথে তিনি আবারও জোর দিয়ে বলেন, আমাদের বিক্ষোভ কোনও নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে নিশানা করে নয়। যাঁরা আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে তাঁরা বিক্ষোভের কেন্দ্রবিন্দু হবে। প্রতিটি প্রতিবাদকে সাম্প্রদায়িক বলে চিহ্নিত করা একটি সাধারণ অভ্যাস। কিন্তু আমাদের অন্য কোন বিকল্প নেই।

সংক্রমণ আবারও কমল ভারতে সক্রিয় রোগী কমে ৪,৯৭২, ভারতে করোনায় মৃত্যু ২ জনের

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, নিয়ন্ত্রণে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ৪০০জন, এই সময়ে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,৯৭২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২ জনের মৃত্যুর পর রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৬৪ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন

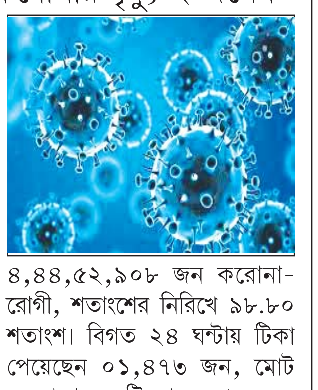

৪,৪৪,৫২,৯০৮ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮০ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০১,৪৭৩ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,০৭,০৯১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২৭ মে সারা দিনে ভারতে ১,০৫,৯৮৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার মূর্তি উন্মোচন লাটাগুড়িতে

লাটাগুড়ি, ২৮ মে ঃ রবিবার মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সুউচ্চ মূর্তি উন্মোচন হল লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ি পঞ্চানন সড়ক সমিতির উদ্যোগে ও লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই মূর্তি উন্মোচন হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় সাত ফুটের এই মূর্তিটি তৈরি করেছেন শীতলকুচির শিল্পী পরেশচন্দ্র বর্মন। এদিন এই মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা গোটা লাটাগুড়ি পরিক্রমা করে। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক এদিন এই মূর্তির উন্মোচন করেন। মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষ্যে সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন বৈরাগী নৃত্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হয়।পাশাপাশি মনীষীর জীবনে নিয়ে আলোচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বলে জানান লাটাগুড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতির সম্পাদক অবিনাশ রায়। এদিন মঞ্চ থেকেই দাবি ওঠে লাটাগুড়ি ক্রান্তি মোড়ের নাম মনীষীর নামে করার। লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জগবন্ধু সেন জানান, দাবি মেনে এই ক্রান্তি মোড়ের নাম পঞ্চানন বর্মা মোড় করার প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু করা হবে।

বেটিংয়ের অভিযোগে থানে থেকে গ্রেফতার ৫

থানে, ২৮ মেঃএবারের আইপিএল-এর ফাইনাল ম্যাচ রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। ম্যাচটি হবে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়ামে। তার দুদিন আগে মুম্বইয়ের থানের একটি চায়ের দোকান থেকে ৫ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করল মুম্বই পুলিশ।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত শুক্রবার গোপন সূত্রে থানে পুলিশের কাছে খবর যায়, থানের মিরা রোডের কাছে একটি চায়ের

নীতি আয়োগের বৈঠক বয়কটে আদতে সত্যিই কতটা ক্ষতি রাজ্যের

কলকাতা, ২৮মে ঃ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরীওয়াল, ভগবন্ত মানের পরে নীতীশ কুমার এবং কে চন্দ্রশেখর রাও। সঙ্গে এম কে স্ট্যালিন, পিনারাই বিজয়ন, অশোক গহলৌতও। দিল্লিতে নীতি আয়োগের শনিবারের বৈঠকে ক্রমশই দীর্ঘতর হয়েছে ' মুখ্যমন্ত্রীদের তালিকা। এই প্রবণতাকে দিল্লিতে ' দখলের' জন্য নরেন্দ্র মোদী সরকারের জারি করা বিতর্কিত অধ্যাদেশ (অর্ডিন্যান্স) ঘিরে বিরোধীদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। বৈঠক বয়কটে আদতে ক্ষতি হল এ রাজ্যেরই। অন্তত এ রকমই মনে করেন এই ক্ষেত্রের কিছু বিশেষজ্ঞ।বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকবেন না, গত ১৫ মে নবান্নে একটি সাংবাদিক বৈঠকে নিজেই সে কথা জানিয়েছিলেন। কিন্তু জানা গিয়েছিল রাজ্য প্রশাসনের প্রতিনিধি হিসাবে বৈঠকে যোগ দেবেন কোনও মন্ত্রী কিংবা শীর্ষ আমলা। কিন্তু নির্দিষ্ট যুক্তি দেখিয়ে কেঃদ্র এই বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ছা।। অন্য কারও অংশগ্রহণে আপত্তি জানিয়েছে।এটা একটা খুব ব। ভুল, মন্তব্য করলেন বিজনেস ম্যানেজমেন্টে পিএইচডি, দক্ষিণ কলকাতার একটি সুপরিচিত কলেজের অধ্যক্ষ তথা বিজেপি-র অর্থনীতি শাখার যুগ্ম আহ্বায়ক ডঃ পঙ্কজ রায়। শনিবার তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, মাননীয়া এবং তাঁর দলের নেতৃবৃন্দ বছরভর তাঁর পাওনার হিসেব তুলে ধরে ' দিচ্ছে না' বলে চেঁচান। বিষয়টা নিয়ে রাজনীতি করেন। মানুষ বিভ্রান্ত হয়। এটাই তো ওঁর কাছে মস্ত একটা সুযোগ ছিল যাঁরা এই বরাদ্দের নীতি-নির্ধারক, তাঁদের সামনে যুক্তিসহ তথ্য পেশ করা। এর উত্তরে গোটা দেশের মুখ্যমন্ত্রীদের সামনে নীতি-নির্ধারকরা কী বলেন, সেটা সবাই কাছে থেকে শুনতেন। কিন্তু তাতে তো সত্যটা প্রকাশ হয়ে যাবে!বিষয়টি নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি অর্থনীতিবিদ তথা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডঃ অজিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বৈঠক বয়কট নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রীয় সরকারকে কটাক্ষ করে বলেছেন, সবার শেষে, সূর্যাস্তের পর আমায় বলতে দেবে। ওদের কাছে সূর্যোদয়ের আগে আমার মুখ দেখা যায় না। তবে ডঃ পঙ্কজ রায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে এক হাত নিয়ে এই প্রতিবেদককে বলেন, উনি অর্থনীতি চান না। বাজার গরম করা রাজনীতি চান।নয়াদিল্লির ' অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেম ফর ডেভলপমেন্ট কান্ট্রিজ' (আরআইএস)- এর অর্থনীতির অধ্যাপক ডঃ প্রবীর দে-র মতে, পশ্চিমবঙ্গ যদি নীতি আযোগের আজকের বৈঠকে যোগ না দেয়, তবে এটি পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিকভাবে প্রভাবিত করবে না। কিন্তু, পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিত্ব না করার অর্থ রাজ্য এবং কেন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য আরও প্রসারিত হয়, যা অবশ্যই একটি ভাল লক্ষণ নয়। আজকের বৈঠকে, ভারত সরকার 'বিকাশিত

নীতি আয়োগের বৈঠকে আট মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি দুর্ভাগ্যজনক, জনবিরোধীঃবিজেপি

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ নীতি আয়োগের অষ্টম বৈঠকে বিরোধী শাসিত আটটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের অনুপস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক, দায়িত্বজ্ঞানহীন এবং জনবিরোধী বলে কটাক্ষ করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। গত শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে চলছে নীতি আয়োগের বৈঠক। তিনি বলেন, বিরোধী দলগুলো যে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানকে অসম্মান করে, এটাই প্রমাণ।এদিন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আট মুখ্যমন্ত্রী আজ নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেননি। দেশের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য নীতি আযগে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বৈঠকের জন্য ১০০টি বিষয় ঠিক করা হয়েছে, এখন যে মুখ্যমন্ত্রী আসেননি, তিনি তাঁর রাজ্যের মানুষের কথা এখানে আনছেন না। তাদের কাছে প্রশ্ন, মোদীর বিরোধিতা করতে তারা কতদূর যাবে?তিনি আরও বলেন, বিজেপি প্রতিষ্ঠানকে সম্মান করে না বলে অভিযোগ করা হয়, তবে এই আচরণটি দেখায় যে বিরোধী দলগুলি নীতি আয়োগের মতো প্রতিষ্ঠানকে কতটা সম্মান করে। তারা সুপ্রিম কোর্ট নিয়ে মন্তব্য করে, তারা নির্বাচন কমিশন নিয়ে মন্তব্য করে। অর্থা তাদের ইচ্ছা অনুযায়ী না হলে তারা সবার সমালোচনা করবে।তিনি বলেন, বিরোধীরা নতুন সংসদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান বর্জন করে এখন উদ্বোধন বয়কট করেছে। তিনি যখন মোদী সরকারের প্রতিটি উদ্যোগের কৃতিত্ব নিতে ব্যর্থ হন না, তখন তিনি নতুন সংসদের ক্ষেত্রেও তাই করতে পারতেন।

ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি, কম্পন অনুভূত জম্মু-কাশ্মীরেও

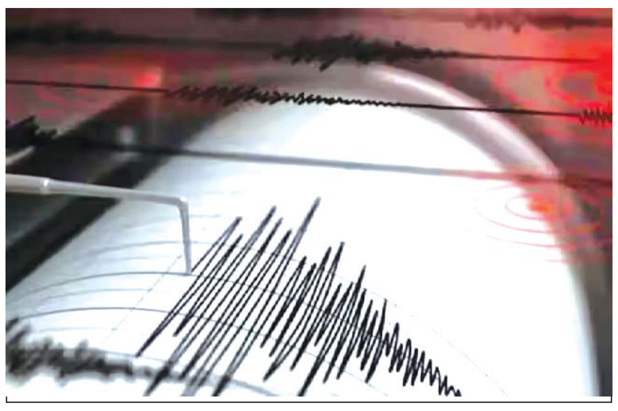

নয়াদিল্লি, ২৮ মে ঃ ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল দিল্লি। রবিবার দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। একই সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ৫.২। কম্পনের উৎসস্থল আফগানিস্থান বলে জানা গয়েছে। তাৎক্ষণিকভাবে কোনো আহত বা ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি অনুসারে, রবিবার সকালে আফগানিস্তানের ফয়জাবাদের কাছে ৫.২ মাত্রার ভূমিকম্পের খবর পাওয়া গেছে। এদিন সকাল ১১ টা ২৩ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছিল , যা কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী হয়েছিল বলে ভূমিকম্পবিদরা জানিয়েছেন। যার জেরে রবিবার দিল্লি এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। একই সঙ্গে কম্পন অনুভূত হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরেও। চণ্ডীগড় সহ পাঞ্জাব ও হরিয়ানার অনেক জায়গায়ও কম্পন অনুভূত হয়েছে।ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল আফগানিস্তানের ফয়জাবাদ থেকে ৭৯ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে, সংস্থাটি জানিয়েছে। ভূমিকম্পটি ১১টা ১৯ মিনিট নাগাদ ভূপৃষ্ঠ থেকে ২২০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে।

আদিবাসী উন্নয়ন পর্ষদ তৈরি করব, চেয়ারম্যান থাকব আমি নিজেঃমমতা

শালবনি, ২৮ মে ঃ শনিবার শালবনিতে ' নবজোয়ার' কর্মসূচির মঞ্চে মমতা বললেন, 'শালবনিতে জ্যোতিবাবুরা জমি দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কিছু হয়েছিল? হয়নি। জিন্দালদের এই কারখানা আমি এসে উদ্বোধন করেছিলাম। আপনাদের জন্য একটা সুখবর দিই। জিন্দালদের কারখানার পর যে জমিটুকু ওদের কাজে লাগেনি, সেটা ওরা আমাদের ফেরত দিচ্ছে। এখানে আমরা একটি বড় শিল্পকেন্দ্র তৈরি করছি। মেদিনীপুরে কী হয়নি? ছয়টি মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল, বিশ্ববিদ্যালয়, স্টেডিয়াম, অলচিকি ভাষার কোর্স করা হয়েছে। আমি ঠিক করেছি, আগামী দিনে আমি নিজে একটি ট্রাইবাল ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তৈরি করব। আমি নিজে চেয়ারম্যান থাকব। আমার সঙ্গে বীরবাহা হাঁসদা ও অন্যান্য আদিবাসী ভাইবোনরা থাকবেন।'এদিন দলের কাজ ঠিক মতো না করার জন্য জঙ্গলমহলের নেতাদের সতর্ক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার শালবনির জনসভা থেকে সুজয়, অজিত মাইতি, শ্রীকান্ত মাহাতো, উত্তরা-সহ একাধিক নেতাকে সতর্ক করেন তৃণমূল সুপ্রিমো।

বর্ণবাদের দায়ে ব্যালেন্স-ব্রেসনানদের নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানা ঘোষণা করেছে ইসিবি

লন্ডন, ২৮ মে ঃকাউন্টি ক্লাব ইয়র্কশায়ারে আজিম রফিককে উদ্দেশ্য করে যে বর্ণবাদী ঘটনা ঘটেছিল সেই ঘটনায় শুনানির পর রায় দিয়েছে ইসিবির ক্রিকেট ডিসিপ্লিনারি কমিটি (সিডিসি)। বর্ণবাদী ও বৈষম্যমূলক আচরণের জন্য গ্যারি ব্যালান্স ও টিম ব্রেসনানসহ ক্লাবটির প্রাক্তন ছয় ক্রিকেটার-কোচ নিষেধাজ্ঞা ও জরিমানার শাস্তি পেয়েছেন। সম্প্রতি অবসর নেওয়া ব্যালান্সকে ৩ হাজার পাউন্ড জরিমানার পাশাপাশি ৬ ম্যাচের জন্য নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে শুনানির আগেই ব্যালান্স নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়েছিলেন।ইংল্যান্ডের দুই প্রাক্তন ক্রিকেটার ম্যাথু হগার্ড ও ব্রেসনানকে ৪ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি ৪ ম্যাচ নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে ব্রেসনানকে। এছাড়া ইয়র্কশায়ারের প্রাক্তন অধিনায়ক ও কোচ অ্যান্ড্রু গলকে ৬ হাজার পাউন্ড জরিমানা করা হয়েছে। আর এর পাশাপাশি কোচিং থেকে ৬ সপ্তাহের জন্য নিষিদ্ধও করা হয়েছে। এদিকে শাস্তি পাওয়া সব ক্রিকেটার ও কোচকে তিরস্কৃত করেছে ইসিবি। সেই সঙ্গে তাদেরকে নিজ নিজ খরচে ইসিবির বর্ণবাদ ও বৈষম্যবিরোধী প্রোগ্রামের কোর্স করার আহ্বান জানিয়েছে ইসিবি।

২৯-৩১ মে জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টির পূর্বাভাস, মনোরম আবহাওয়ায় শ্রীনগরের তাপমাত্রা ৯ ডিগি

শ্রীনগর, ২৮ মে ঃ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েই চলেছে, এরইমধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের ২৯-৩১ মে সময়কালের মধ্যে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানাল উপত্যকার আবহাওয়া দফতর। ২৯-৩১ মে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ২৯ মে পর্যন্ত কৃষকদের জমির কাজ চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।এদিকে, বৃষ্টির সৌজন্যে কাশ্মীরের আবহাওয়া এখন মনোরম। শনিবার শ্রীনগরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, পহেলগামে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, গুলমার্গে ১.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, জম্মুতে ২০.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং লাদাখের লেহ-তে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৯মে সোমবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ২৯মেঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৩.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৩.০১এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯৫শতকরা এবং ৬৫শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার । জোয়ার- সকাল ৭ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ০২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ১৬ মিনিটে পরিবর্ত হতেপারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে।। **বৃষভ রাশিঃ**অনাকাঙ্খিত চিন্তাগুলি আপনার মন দখল করে রাখতে পারে। নিজেকে শারীরিক কসরতে ব্যস্ত রাখতে চেষ্টা করুন কারণ খালি মস্তিস্কই হল শয়তানের কর্মশালা। শুভ **মিথুন রাশিঃ**আপনার মধ্যে শক্তির প্রাচুর্যতা থাকবে- কিন্তু কাজের চাপ আপনার বিরক্তের কারণ হবে। এমন জিনিস কেনার পক্ষে আদর্শ দিন যার দাম বাড়বে। সংসারে শান্তি হবে আজ **কর্কট রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। শুভ **সিংহ রাশিঃ**জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। আপনি আনন্দ উপভোগের জন্য এই খুশি বন্ধুদের সাথে ভাগ করে নিতে পারেন। বিবাহের যোগ হবে **কন্যা রাশিঃ**হতাশাপূর্ণ মনোভাব উপেক্ষা করা উচিত কারণ এটি শুধু যে আপনার সম্ভাবনা হ্রাস করবে তাই নয়, তার পাশাপাশি শারীরিক সমন্বয়কেও নষ্ট করবে। **তুলা রাশিঃ**আঘাত এড়ানোর জন্য বসে থাকার সময় বিশেষ যত্ন নিন। উপরন্তু ভালো ভঙ্গিমা যে শুধু একজনের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায় তাই নয়, বরং হবে **বৃশ্চিক রাশিঃ**বিদেশযাত্রা শুভ দিন হবে আজ। অর্থ ব্যয় হবে **ধনু রাশিঃ**আপনার বাচ্চার কৃতিত্ব আপনাকে প্রচুর আনন্দ দিতে পারে। সংসারে শান্তি হবে আজ **মকর রাশিঃ**বহিরাঙ্গণ খেলাধূলা আপনাকে আকর্ষণ করবে- ধ্যান এবং যোগ লাভজনক হবে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে **মীন রাশিঃ**পরিবার বা ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথে জমায়েতের ফলে একটি সেরা দিন হয়ে উঠবে। প্রচুর দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও আজ আপনার প্রেমের জীবনটি ভাল থাকবে এবং আপনি আপনার সঙ্গীকে

তৃণমূলের হাতিয়ার ‘নবজোয়ার রেডিও’

দুরন্ত বার্তা, ২৮ মে ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তথা তৃণমূলের বার্তা পৌঁছে দেওয়াই লক্ষ্য। সেই কারণেই শুরু হতে চলেছে নবজোয়ার রেডিও। এবার রেডিওতেও নবজোয়ার কর্মসূচির যাবতীয় বক্তব্য শোনা যাবে বলেই খবর মিলেছে। পঞ্চায়েত ভোটকে পাখির চোখ করে জেলায় জেলায় জনসংযোগে নেমেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জেলায় জেলায় ঘুরে আমজনতার সমস্যার কথা শুনছেন তিনি। যথাসাধ্য সমাধান করছেন। তাঁর বার্তা বহু মানুষের কাছে পৌঁছলেও, অনেকের কাছে পৌঁছয়না কারণ প্রত্যন্ত এলাকায় সবার কাছে টিভি নেই। সেই কারণেই ‘নবজোয়ার রেডিও’ কর্মসূচির ভাবনা। তৃণমূল সূত্রে খবর, এবার থেকে নবজোয়ার কর্মসূচির সমস্ত বার্তাই শোনা যাবে রেডিওতে। ফলে আরও বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছনো যাবে বলেই মনে করছে তৃণমূল কংগ্রেস। প্রসঙ্গত, ২৫ এপ্রিল কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থেকে নবজোয়ার কর্মসূচি শুরু করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্থাৎ ইতিমধ্যেই পেরিয়েছে একমাস। রাতের পর রাত তাঁবুতে থাকছেন, সকাল হতেই ছুটছেন জনতার মাঝে। উদ্দেশ্য সকলের কাছে মা-মাটিমানুষের বার্তা পৌঁছে দেওয়া। মানুষের পাশে দাঁড়ানো। অভিষেকের এই কর্মসূচির ব্যাপক সাড়াও যে মিলেছে তা বলাই বাহুল্য। নবজোয়ার পরিণত হয়েছে জনজোয়ারে। অভিষেকের বার্তা শুনতে প্রতিদিন হাজার মানুষের ঢল নেমেছে বলে দেখতে পাওয়া গিয়েছে।

হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,২৮ মে ঃ তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি সফল করার জন্য হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হলো শ্যামপুরের সিদ্ধেশ্বরী মহাবিদ্যালয়ের হলে। রবিবার বর্ধিত সভায় আগামী ৩রা জুন শ্যামপুরে ও ৪ঠা জুন উলুবেড়িয়ায় তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচি সফল করার জন্য আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়, আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান তথা বাগনানের বিধায়ক অরুনাভ সেন, শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, উদয়নারায়নপুরের বিধায়ক সমীর পাঁজা, আমতার বিধায়ক সুকান্ত পাল, সাঁকরাইলের বিধায়ক প্রীয়া পাল, উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক ডা, নির্মল মাজী, উলুবেড়িয়া পূর্বের বিধায়ক বিদেশ রঞ্জন বসু, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নদেবাসী জানা, জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস, শ্রীধর মন্ডল, জুলফিকার আলী মোল্লা, হাওড়া জেলা গ্রামীন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

দেওয়ালে ধাক্কা গাড়ির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ সাত সকালে কলকাতায় পথ দুর্ঘটনা। রবিবার ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা মারে একটি গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় অক্ষত আছেন গাড়ির পাঁচ সওয়ারি। খিদিরপুরের দিক থেকে রেড রোড ধরে রাজভবনের দিকে যাচ্ছিল একটি গাড়ি। গাড়িতে ছিলেন পাঁচ সওয়ারি। সকলেরই বয়স আনুমানিক ২৫ থেকে ৩০ বছর। হঠাৎ গাড়িটি ফোর্ট উইলিয়ামের দেওয়ালে ধাক্কা মারে। সেই রাস্তায় ছিল প্রাতর্ভ্রমণকারীরা। তারা অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচে। অক্ষত রয়েছেন গাড়ির পাঁচ সওয়ারিও।

নামখানা ব্লকে অনুষ্ঠিত হলো ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মহিলাদের নিয়ে সচেতনতা শিবির

দুরন্ত বার্তা, নামখানা,২৮ মে ঃ দক্ষিণ চন্দনপিড়ি বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি ও এস্ক্যাগ ফার্মা লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে আজ নামখানা নারায়ণপুর বিদ্যানিকেতন ও দক্ষিণ চন্দনপিড়িতে অনুষ্ঠিত হল নারী স্বাস্থ্য সচেতনীকরণ শিবির। নামখানাতে প্রায় ৮০ জন ও চন্দন পিড়িতে ১১০ জনের মতো ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মহিলারা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। নামখানাতে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সুব্রত পাত্র, সুশান্ত গিরি, সংগঠনের সভাপতি অনুপ মাইতি ও সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা। এস্ক্যাগ ফার্মা লিমিটেড এর পক্ষ থেকে বিশ্বজিৎ সরদার ও নিমাই সাহু উপস্থিত ছিলেন।এই প্রসঙ্গে সুব্রত বাবু বলেন, বিবেকানন্দ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি কিভাবে বিভিন্ন এলাকায় কাজ করছে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তিনি নারী স্বাস্থ্য সচেতনীকরণ আজকের দিনে কেন প্রয়োজন সেটা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেন। অন্যদিকে ড. বেরা বলেন, সারা বছর ধরে শিক্ষা স্বাস্থ্য জীবন জীবিকা ইত্যাদি নিয়ে তাদের সংগঠন অবিরাম কাজ করে চলেছে। এবং আগামী দিনেও আরো বেশি বেশি করে সমাজে এই সচেতনতা শিবির আমরা করবো। সকালের মত বিকেলেও দক্ষিণ চন্দনপিড়ি ফ্লাট সেঃটারেও আরেকটি সচেতনীকরণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ অতনু দাস, দক্ষিণ চন্দনপিড়িঅবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক কমল কৃষ্ণ মাইতি, সমাজসেবী সরোজ মন্ডল সহ প্রমূখ ব্যক্তিবর্গ। সংগঠনের পক্ষে সম্পাদক ও সভাপতি ছাড়াও সহসম্পাদক বিদ্যুৎ তিয়ারি, কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ বর্মন, পঞ্চায়েত সদস্য অতনু বেরা, দীপক মাইতি, নবকুমার গায়েন, প্রদীপ ওঝা, রিতা মানিক মাইতি ও মমতা মাইতি উপস্থিত ছিলেন। এস্ক্যাগ ফার্মা লিমিটেডের পক্ষে বিশ্বজিৎ সরদার বলেন, বর্তমান সময়ে আমাদের পরিবার পরিকল্পনা কতটা প্রয়োজন রয়েছে সেই বিষয়ে তিনি পুঙ্খনা পুঙ্খন ভাবে আলোচনা করেন। ফার্মা লিমিটেডের পক্ষে নিতাই শাহু নারী স্বাস্থ্য সচেতনী করণের বিষয়েও আলোচনা করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সচেতনতা শিবিরে এক মহিলা বলেন, এই ধরনের সচেতনতা শিবির আমাদের গ্রামে গঞ্জে আরও বেশি বেশি করে বাড়ানো উচিত। যার ফলে আমাদের মতো গ্রামের অনেক মহিলারাও এই বিষয়ে আরো বেশি জানবে এবং উপকৃত হবে।

বিমানবন্দরে ‘হেনস্থা’ মৈনাকের, পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ টলি অভিনেতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ কলকাতা বিমানবন্দরে হেনস্থার শিকার হলেন ছোটপর্দার অভিনেতা মৈনাক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি স্ত্রীকে বিমানবন্দর থেকে আনতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে তর্কাতর্কি ও বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পুলিশের সঙ্গে বচসা চলাকালীনই ফেসবুক লাইভে এসে ঘটনার কথা জানান মৈনাক। সেই ভিডিয়োয় মৈনাক জানান, বিমানবন্দরে স্ত্রীকে নিতে এসে ১বি গেটের সামনে দাঁড়ান তিনি। তাঁর স্ত্রী ব্যাগপত্র নিয়ে গাড়ির দিকে এগোতে শুরু করলে বাধা দেন কিছু পুলিশকর্মী। মৈনাকের অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা শুরু করেন তাঁরা। পরিস্থিতি সামলাতে গেলে তাঁর সঙ্গেও অত্যন্ত খারাপ আচরণ করা শুরু করেন ওই পুলিশকর্মীরা। তার পরে নাকি গাড়ি নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে বেরিয়ে যেতে চাইলেও বাধা দেওয়া হয় তাঁদের। অন্য একটি ভিডিয়োয় মৈনাকের দাবি, তাঁর গাড়ি আটকে নাকি তাঁকে থানায় নিয়ে যাওয়ারও হুমকি দেওয়া হয় ওই পুলিশকর্মীর তরফে। ওই পুলিশকর্মীর নামও ফেসবুক লাইভের ভিডিয়োয় উল্লেখ করেছেন মৈনাক। মৈনাক বলেন, ‘‘আমার স্ত্রী চেন্নাই থেকে কলকাতায় ফিরেছে। আমি ওকে আনতে বিমানবন্দরে গিয়েছিলাম। ও আমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিল ১বি গেটের সামনে আছে, আমিও গাড়ি নিয়ে সেখানেই যাই। তখনও আমাকে এক জন বলেন, ‘এখান থেকে চলে যান’। এ বার আমি আমার স্ত্রীকে খোঁজার জন্য ধীরে ধীরে এগোচ্ছিলাম। তখনই হঠাৎ করে তিনি আমার গাড়ির উপরে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েন।’’ মৈনাকের দাবি, ওই সময় সেখানে অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করেননি ওই পুলিশকর্মী। মৈনাক বলেন, ‘‘আমার স্ত্রীর সঙ্গে তিনি খারাপ ব্যবহার শুরু করলে আমি গাড়ি থেকে নামতে বাধ্য হই। তখনই চেঁচামেচি শুরু হয়। ওই পুলিশকর্মী আমাকে বলেন, ওখানে গাড়ি রাখায় নাকি হুইলচেয়ার নিয়ে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। অথচ ওখানে তখন হুইলচেয়ারে কেউ ছিলও না।’’ অভিযোগ, তর্কাতর্কির পরে মৈনাক ও তাঁর স্ত্রীকে সেখান থেকে গাড়ি নিয়ে বেরোতেও বাধা দেন পুলিশকর্মীরা। গাড়ি ছাড়াতে থানা পর্যন্ত যেতে হয় সস্ত্রীক অভিনেতাকে। মৈনাকের অভিযোগ, ‘‘বেশ কিছু পুলিশকর্মী আমাকে বলেন, ‘সিরিয়াল সিনেমায় অভিনয় করেন, আপনার ফুটুনি বার করে দেব, আপনাকে এক রাত লকআপে ঢুকিয়ে দেব, এফআইআর করে দেব, তার পর দেখবেন আপনার জীবন বরবাদ হয়ে যাবে’। এই অপমান তো আমার প্রাপ্য নয়।’’

রবিবারও আংশিক মেঘলা তিলোত্তমার আকাশ, দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ গত কয়েকদিনের ঝড়বৃষ্টিতে কলকাতা সহ জেলায় জেলায় 'ফুরফুরে' আবহাওয়া। শহর কলকাতার তাপমাত্রা একধাক্কায় নেমেছে অনেকটাই। রবিবারও আংশিক মেঘলা তিলোত্তমার আকাশ। বিকেলের দিকে রয়েছে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, গতকাল শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৩.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১ ডিগ্রি কম এবং রবিবার সকালে শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এদিন বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ছিল সর্বাধিক ৯০ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৬৯ শতাংশ। রবিবার ছুটির দিনে দিনেও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রয়েছে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এই জেলাগুলি হল উত্তর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব এবং পশ্চিম মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পূর্ব এবং পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া। শুধু বৃষ্টিপাতই নয়, এই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। সোমবার অর্থাৎ সপ্তাহের প্রথম দিনও কিছুটা এক থাকবে পরিস্থিতি। জেলায় জেলায় রয়েছে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। কিন্তু, মঙ্গলবার থেকেই বদলাতে পারে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলির আবহাওয়া। তাপমাত্রার পারদ বাড়তে পারে জেলাগুলিতে। ফের একবার ভ্যাপসা গরমের কারণে বাড়তে পারে অস্বস্তি। রবিবার দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও রয়েছে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এদিন দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদাতে হতে পারে বৃষ্টিপাত। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি, কালিম্পং এবং আলিপুরদুয়ার এই তিন জেলায় অপেক্ষাকৃত ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

পরিবেশ বান্ধব সবুজ আতশবাজির প্রশিক্ষণ দেবে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ মে ঃ এগরার বেআইনি আতশবাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর একগুচ্ছ পদক্ষেপ নিয়েছে রাজ্য সরকার। সেই পদক্ষেপের অন্যতম সিদ্ধান্ত রাজ্যে পরিবেশবান্ধব আতশবাজি ‘ক্লাস্টার’ করা। ইতিমধ্যে সেই কাজ শুরু করে দিয়েছে রাজ্য সরকার। ঠিক হয়েছে, নাগপুর থেকে পরিবেশবান্ধব আতশবাজি তৈরির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষকদের নিয়ে আসা হবে। তাঁরাই আগামী দু'মাস জেলায় জেলায় গিয়ে সরকারি তত্ত্বাবধানে পরিবেশবান্ধব সবুজ আতশবাজি তৈরির প্রশিক্ষণ দেবেন। প্রসঙ্গত, শনিবার এগরায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ‘‘গ্রিন ক্র্যাকার, যা মানুষের কাজে লাগে, অথচ জীবনে ক্ষতিকারক নয়, সেই রকম ক্লাস্টার তৈরি করা হবে। জনবসতি থেকে একটু দূরে আমরা করে দেব।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘বেআইনি বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ আমাদের চোখ খুলে দিয়েছে। আমরা মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে কমিটি গড়েছি। বেআইনি বাজি কারখানা রুখতে তৈরি হবে পরিবেশবান্ধব বাজি তৈরির ক্লাস্টার।’’ তার আগে গত সপ্তাহে এই বিষয়ে উদ্যোগী হতে নির্দেশ দেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে। বিভিন্ন দফতরের প্রধান সচিবদের নিয়ে একটি কমিটিও গঠন করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

পথ দূর্ঘটনায় যুক্ত থাকা ধৃত ১

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ মে ঃ গোচরন এলাকায় একটি পথ দূর্ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে ধৃত এক জনকে রবিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠালো পুলিশ।গত ১৭ ই মের রাতে জয়নগর থানার গোচরন রাধাবল্লভ তলায় মোটরবাইক ও একটি ছোট হাতি গাড়ির সংঘর্ষে দুজন মোটরবাইক আরোহী গুরুতর জখম হন। হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা জখম দুজনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেন।

নাবালিকাকে খুনের হুমকি দিয়ে ধর্ষণ, অভিযুক্ত যুবক

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ২৮ মে ঃ নাবালিকাকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক যুবকের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার অন্তর্গত খরুয়া রাজাপুরে। বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ দায়ের হয়েছে বনগাঁ থানায়। তদন্তে নেমেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, নির্যাতিতার পরিবারের অভিযোগ নাবালিকা একাই থাকত বাড়িতে। সেই সুযোগে প্রতিবেশী মৃন্ময় শিকদার নামে এক যুবক তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ করেছে বলে অভিযোগ। বিষয়টি নাবালিকা প্রথমে তার পরিবারকে জানায়নি। পরবর্তীতে মেয়েটির শারীরিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় বিষয়টি বাড়িতে জানায়। নাবালিকার মা বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এবং নাবালিকাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তার মায়ের অভিযোগ, মৃন্ময়ের বাবা বিজেপি নেতা তাই বিজেপি প্রভাব খাটাচ্ছে। সূত্রের খবর অভিযুক্ত যুবকও বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। বিষয়টি নিয়ে আতঙ্কে রয়েছে নাবালিকার পরিবার। অভিযুক্ত যুবক এবং তাঁর বাবা পলাতক। অবিলম্বে পুলিশ তাদেরকে গ্রেপ্তার করুক, এমনটাই দাবি নাবালিকার মায়ের। এ বিষয়ে বনগাঁ উত্তরের বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া জানান, যদি এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে তবে অপরাধীর শাস্তি হোক। তবে ওই যুবক বিজেপি করে কি না সেটাও দেখবার বিষয়। কেউ ইচ্ছাকৃত বিজেপিকে কালিমালিপ্ত করার জন্যই এ কথা বলতে পারে। এ বিষয়ে তৃণমূল নেতা রতন দাস বলেন,বিষয়টি নিন্দনীয়, আমরা পুলিশ, প্রশাসনকে বলব অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হোক। এ বিষয়ে অবশ্য বিজেপির স্থানীয় কোনও নেতার বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

মনোজ তিওয়ারির বিরুদ্ধে ‘তোলাবাজির’ অভিযোগ তুলে পথে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মে ঃ এক ব্যবসায়ীকে হুমকি দেওয়ার ঘটনার নাম জড়ায় শিবপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক মনোজ তিওয়ারি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। যদিও পরে সাংবাদিক বৈঠক করে মনোজ তিওয়ারি সেই ঘটনা অস্বীকার করেন। তবে বিষয়টি নিয়ে যে জল ধীরেধীরে ঘোলা হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এবার মনোজের বিরুদ্ধে বেআইনি কার্যকলাপ ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে পথে নামল বিজেপি। রবিবার বিজেপির পক্ষ থেকে শিবপুর বিধানসভা এলাকার কদমতলা বাসস্ট্যান্ডে মনোজের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সরব হন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব। পোস্টার বুকে ঝুলিয়ে কর্মসূচিও পালিত হয়। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, তৃণমূল বিধায়ক অনৈতিক কাজকর্ম করছেন। এরপরও পুলিশ প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ করছে না। হাওড়া সদর বিজেপি সম্পাদক অজয় মান্না বলেন, বিধায়ক ব্যবসায়ীকে হুমকি দিচ্ছেন। এটা ওনার কাজ নয়। আইনআদালত রয়েছে। সেজন্য বিজেপির পক্ষ থেকে আমরা পথে নেমেছি। বিধায়ক নিজেই ঠিক করতে পারেন না কোথায় থাকবেন। অথচ কোথা থেকে টাকা কামাবেন সেটা ভালই বোঝেন। আজ উনি অপরাধীদের নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শিবপুর বিধানসভায় অনৈতিক কাজ করছেন। পুকুর ভরাট হচ্ছে বেআইনিভাবে। বেআইনি নির্মাণ হচ্ছে। আর সেই রেট উনি ঠিক করে দিয়েছেন। সাধারণ মানুষ খেলোয়াড় হিসাবে ভেবেছিল আর এখন মনোজ বলছেন যে যত বড় মন্ত্রী হোক ওনার এলাকায় ঢুকতে পারবেন না।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধার করে যাত্রীকে ফিরিয়ে দিল মেট্রো আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৮ মে ঃ ২৬.০৫.২০২৩ তারিখে প্রায় ১৪,০৫ টায়, ফুলবাগান থেকে যাত্রা করা এক মহিলা যাত্রী সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশনে নামল। নামার পর, তিনি বুঝতে পারলেন যে তিনি তার মোবাইল ফোনটি ট্রেনের ভিতরে রেখে গেছেন। তিনি সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের সাথে যোগাযোগ করেন। স্টেশন মাস্টার অবিলম্বে সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তা পৌঁছে দেন। সল্টলেক সেক্টর পাঁচ স্টেশনের কর্তব্যরত আরপিএফ কর্মীরা অবিলম্বে অ্যাকশনে চলে আসেন এবং কঠোর অনুসন্ধানের পরে তিনি উক্ত মোবাইল ফোনটি খুঁজে পান এবং এটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। সল্টলেক সেক্টর পাঁচ-এর স্টেশন মাস্টার সল্টলেক স্টেডিয়ামের স্টেশন মাস্টারকে এই পুনরুদ্ধারের কথা জানিয়েছেন। প্রায় ১৪,১৬ টায়, মহিলা কমিউটার সল্টলেক স্টেডিয়াম স্টেশন থেকে সল্টলেক সেক্টরপাঁচ-এ পৌঁছেছিল। যথাযথ যাচাইকরণ এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিক আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে, ফোনটি তার হাতে দেওয়া হয়েছিল। হারানো ফোন পুনরুদ্ধার করতে সাহায্য করার জন্য তিনি মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

হাওড়ায় অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচির প্রচারে জনসংযোগ করলেন দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ মে ঃ আগামী রবিবার হাওড়ায় অভিষেকের নবজোয়ার কর্মসূচির প্রচারে সাইকেলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে জনসংযোগ করলেন দক্ষিণ হাওড়া তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। আগামী সপ্তাহেই দলের নবজোয়ার কর্মসূচি উপলক্ষে হাওড়ায় আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এই উপলক্ষে এদিন রবিবার সকালে সাইকেলে বাড়ি বাড়ি প্রচার সারলেন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীরা। এদিন দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্রের বিভিন্ন অঞ্চলে পাড়ায় পাড়ায় সাইকেলে চড়ে ও বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যান তাঁরা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচিতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের যোগদানের আহবান জানান তারা। এবং এই কর্মসূচিকে সর্মথনের উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণপত্র হাতে তুলে দেন যুব কর্মীরা। ডাক দেন এই কর্মসূচিকে জনপ্লাবনে পরিণত করার। দক্ষিণ হাওড়া কেন্দ্র তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি প্রিতম দাস সহ যুব সদস্যরা এদিন এই সাইকেলে জনসংযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রিতম দাস বলেন, দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরীর নির্দেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নবজোয়ার কর্মসূচিকে সামনে রেখে দক্ষিণ হাওড়ার থানামাকুয়া সহ বিভিন্ন অঞ্চলে আজ থেকে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছি। আগামী রবিবার হাওড়ায় যে নবজোয়ার কর্মসূচি রয়েছে সেই কর্মসূচীকে সফল করার উদ্দেশ্যে সকল শ্রেণীর মানুষের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি।

পুলিশের তৎপরতায় কাশ্মীর থেকে বিক্রি হয়ে যাওয়া এক বধূ উদ্ধার বকুলতলায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৮ মে ঃ আবার পুলিশের বড়সড় সাফল্য। জয়নগরের পর এবার বকুলতলায়। অভিযোগের এক মাসের মধ্যে বকুলতলা থানার পুলিশ কাশ্মীরের শ্রীনগরের কুপাওয়াড়া থেকে উদ্ধার করে বিক্রি হয়ে যাওয়া বকুলতলা থানা এলাকার এক বধূকে। তাঁকে নিয়ে কাশ্মীর থেকে ফিরছে বকুলতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই মেয়েটির মায়ের সঙ্গে বাবার পারিবারিক বিবাদ ছিল। তার জেরে কয়েক বছর আগে তাঁর মা বাবাকে ছেড়ে কাশ্মীরে চলে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি বিয়েও করেন। এরপর গত ৬ মাস আগে মেয়েটিকে তাঁর দাদু কাশ্মীরে নিয়ে যায়। সেখানে দাদু ও মা মেয়েটিকে অন্যত্র বিয়ে দেওয়ার নাম করে বিক্রি করে দেয়। বিয়ের পরে মেয়েটির উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করছিল স্বামী। তিনি অন্তঃসত্তা হয়েও পড়েন। দীর্ঘদিন ধরে এই অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কোনও ক্রমে পালিয়ে যায় মেয়েটি।এবং বকুলতলা থানা এলাকায় থাকা তার বাবাকে সব ঘটনা বলে। এর পরে তার বাবা বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, গত ২৭ এপ্রিল বকুলতলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিল মেয়েটির বাবা। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে বকুলতলা থানার ওসি তাপস মন্ডলের নির্দেশে এস আই সোয়েল ইকবাল তদন্ত নেমে মেয়েটির দাদু ও তার সহযোগীকে বকুলতলা হাট এলাকা থেকে গ্রেফতার করে। আর তাদের জেরা করেই কাশ্মীরে ওই বধূর সন্ধান পায় পুলিশ। পুলিশের ওই গৃহবধূ উদ্ধারের ঘটনাকে পরিবারের পক্ষ থেকে বকুলতলা পুলিশকে সাধুবাদ জানিয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গৃহবধূকে উদ্ধার করে আনার পর আইনি পর্যায়ে তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই সপ্তাহের মধ্যেই তাকে নিয়ে কাশ্মীর থেকে বকুলতলা ফিরছে তদন্ত কারী এস আই সোয়েল ইকবাল। তবে এই ঘটনায় ঐ গৃহবধূর মার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি এখনো বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

বেলুড়ে অষ্টম সারা বাংলা আমন্ত্রণ মূলক শোতোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ

বনস্পতি দে, ২৮ শে মে ঃ অষ্টম অল বেঙ্গল শোতোকান ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ হাওড়া জেলার বেলুড় শক্তি সংঘ ক্লাবের রবিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সারাদিনব্যাপী চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনায় শতোকান ক্যারাটে ডু অ্যাসোসিয়েশন,(অ্যাফিলেটেড বাই মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল)। উপস্থিত ছিলেন সভাপতি রঞ্জন মন্ডল এবং সুব্রত মন্ডল এবং অমিতাভ ঘোষ ও সুশান্ত ঘোষ মহাশয়। সারা রাজ্যব্যাপী ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ এর উদ্বোধন করলেন স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জী। বেলুড় শক্তি সংঘ বেলুড় স্টেশন রোড বেলুড় হাওড়া। ১০টি জেলার প্রতিযোগীরা এখানে অংশগ্রহণ করতে এসেছিলেন বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতা হয়। বালক বালিকা বিভাগ, জুনিয়র বিভাগ সহ বিভিন্ন বিভাগে এই চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হয়। মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের সভাপতি সুব্রত মন্ডল, কোশি, সুব্রত মন্ডল ব্ল্যাক বেল্ট শোতোকান ৭তম সভাপতি। মার্শাল আর্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলর রঞ্জন কুমার মন্ডল, অমিতাভ ঘোষ, সুশান্ত ঘোষ,এখানে উপস্থিত ছিলেন বক্তব্য রাখতে গিয়ে সভাপতি সুব্রত মন্ডল বলেন এখানে সারাদিনব্যাপী রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে রাজ্যে দশটি জেলা থেকে প্রতিযোগিরা এসেছে। উত্তরবঙ্গ থেকেও প্রতিযোগিরা এসেছে এখান থেকে চ্যাম্পিয়ন হলে তারা অল ইন্ডিয়া ও ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে যাবে। অনেক সংস্থা তারা ছেলেমেয়েদের থেকে কিছু গ্রহণ করে, আমরা গ্রহণ করি না আমরা উল্টে তাদের সাহায্য করি। ক্যারাটে সবার শেখা উচিত এতে ইমিউনিটি বাড়ে। এছাড়া আত্মরক্ষার কাজেও সাহায্য করে। সভাপতি সুব্রত মন্ডল বলেন রাজ্য ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ বেলুড় শক্তি সংঘ হচ্ছে দশটি জেলার প্রতিযোগিতারা এখানে এসেছে ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছে। এই চ্যাম্পিয়নশিপ নানা বিভাগে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই চ্যাম্পিয়নশিপ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হয়, স্থানীয় বিধায়ক ডাঃ রানা চ্যাটার্জি উদ্বোধন করেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন পৌর প্রধান অন্যান্য কাউন্সিলররা। মা বোনেদের আমরা ক্যারাটে শিখতে আহ্বান জানাচ্ছি। আত্মরক্ষার কাজে এই ক্যারাটে খুবই জরুরী। জেলায় জেলায় আমরা কমিটি করছি সবাইকে ক্যারাটে শিখতে অনুরোধ করছি। শরীরের ইমিউনিটি শক্তি বাড়ে। ক্যারাটে দেশের প্রতিনিধিত্ব করে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে এই সব ছাত্রছাত্রীরা।

অসম থেকে প্রথম বন্দেভারত এক্সপ্রেসের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

মালিগাঁও, ২৮ মেঃ অসম ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের জনসাধারণের জন্য ২৯মে, ২০২৩ তারিখটি একঐতিহাসিক দিন হয়ে উঠবে। আজ অন্যান্য প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে দেশের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি অসম থেকে প্রথম বন্দেভারত এক্সপ্রেসের যাত্রার সূচনা করবেন। এছাড়াও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নতুন করে ১৮২কিমি বৈদ্যুতিকীকরণ সেকশন উৎসর্গের পাশাপাশি অসমের লামডিঙে নবনির্মিত ডেমু মেমুশেডেরও উদ্বোধন করবেন।

অসমে অত্যাধুনিক বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের আগমনের সাথেসাথে উত্তরপূর্বাঞ্চল তথা নির্দিষ্ট ভাবে অসমের জনগণ দ্রুত ও আরামদায়ক রেলের মাধ্যমে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লাভ করতে সক্ষম হবেন। যেহেতু এই সেমিহাইস্পিড ট্রেনটি সমস্ত ধরনের আধুনিক সুযোগ সুবিধাযুক্ত, তাই উত্তরপূর্বাঞ্চলের জনগণ ভ্রমণের সময় পার্থক্য ভালো ভাবেই বুঝতে পারবেন। ট্রেনটি অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটান, কামরূপ রুরাল, নলবাড়ি, বরপেটা, চিরাং, কোকরাঝাড়জেলাওউত্তরবঙ্গরেআলিপুরদুয়ার, নিউকোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলা হয়ে অতিক্রম করবে। এইবৃহৎ অঞ্চলের সাধারণমানুষ আরামদায়ক ভাবে আধুনিক রেলভ্রমণের সুবিধার লাভ উঠাতে পারবেন। নিউজলপাইগুড়ি গুয়াহাটি সেকশনের দ্রুততম ট্রেনের মাধ্যমে বিদ্যমান ভ্রমণের সময় প্রায় একঘণ্টা কম হবে। বিভিন্নগোষ্ঠীর মানুষ এই সুবিধা লাভ করবেন। এইঅঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য, পর্যটন ও ভ্রমণের মতো খণ্ডগুলি বিশাল ভাবে উপকৃত হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৭৮ সংখ্যা, সোমবার, ১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

ইমরান খানের সঙ্গে সন্ধি

সম্পাদকীয়

পাকিস্তানের বর্তমান শাহবাজ সরকার ইমরান খানের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হলো। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ইমরান খানের জনপ্রিয়তা। যেভাবে ইমরান খান পাকিস্তানের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল শাহবাজ সরকার। পাকিস্তানের আর্থিক অবস্থা মোটেই ভালো নয়। পাকিস্তানকে এখন অর্থ ভিক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে আরব দেশগুলির কাছে। তারাই এখন পাকিস্তানকে টিকেয়ে রাখার ব্যাপারে অনড়। ভারতের পাক বিরোধিতাকে ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারছে না চিন এবং আরব দেশগুলি। তারা এবারে ভারতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলন বয়কট করেছে কাশ্মীরে অনুষ্ঠান হওয়ার ফলে। আরব দেশগুলি এখনও পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতিকে সমর্থন করে চলেছে সেটা পরিস্কার। চিনও এ ব্যাপারে পাকিস্তানের পাশে রয়েছে। ফলে ভারতকে এখন সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হচ্ছে। এদিকে পাকিস্তান আগে থেকেই বলতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানের অভ্যন্তরে যে অশান্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছে তার পিছনে ভারতের মদত রয়েছে। ভারতের উস্কানিতে পাকিস্তানে এত বড় ধরনের গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়েছে। যদিও ভারত পাকিস্তানের এই কথার কোনও উত্তর দেয়নি। ভারত পাকিস্তানের এই কথার কোনও গুরুত্ব নেই বলে জানিয়ে দিয়েছে। ভারত থেকে বলা হয়েছে কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান যদি কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তাহলে কিন্ত ভারত তা অগ্রাহ্য করবে। কিন্তু চিন যেভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত বেশ একটু অসুবিধায় পড়ে গিয়েছে। ভারত চাইছে যে পাক অধিকৃত কাশ্মীরটা দখল করে নিতে। কিন্তু সে ব্যাপারে চিন বাধা দেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। চিন সেখানে আবার আর্থিক করিডর তৈরি করেছে। চিন চাইছে আর্থিক করিডর তৈরি করে বিতর্কিত কাশ্মীরের ওপরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে। চিন এখনও লাদাখ ছেড়ে চলে যায়নি। তারা ভারতের যেসব অঞ্চল দখল করে রেখে দিয়েছিল সেখান থেকে সেনা সরানোর কথা হলেও বাস্তবে তা পরিণত এখন হয়নি। তার ফলে ভারত বেশ চাপে রয়েছে। এদিকে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ভারত সম্পর্কে ভালো বক্তব্য রাখতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি যদিও একটি সময়ে ভারত বিরোধী কথা বলে পাকিস্তানের গদি দখল করেছিলেন। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল যে ইমরান ক্রমশ ভারতের পক্ষে হয়ে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। আর তাতেই সেনারা অসুবিধা বোধ করতে থাকে। পাক সেনারা বেশ কয়েকবার ভারত আক্রমণ করেছিল। কিন্তু সুবিধা করতে পারেনি। বাংলাদেশের মুক্তি যুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনারা একেবারে ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশটা পাকিস্তান ছাড়া হয়ে যায়। বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার ফলে পাকিস্তানের আর্থিক শক্তি ক্রমশ দুর্বল হয়ে যেতে থাকে। বাংলাদেশের পণ্য বিদেশে বিক্রি করে পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা আসতো। সেই পথটা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল বাংলাদেশ স্বাধীন হয়ে আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার ফলে। তার ফলে পাকিস্তান এই সব অপমানকে এখন ভুলে যেতে পারেনি।

পাকিস্তানের ক্ষিপ্ত জনগণ নির্বাচন চায়

জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে বর্তমান শাহবাজ সরকারের ওপরে। তারা এখনই বলতে শুরু করে দিয়েছে তদারকি সরকার পদত্যাগ করে নির্বচনে করে ইমরানকে প্রধানমন্ত্রী পদে বাসানো হোক। এদিকে ইমরান খান যেভাবে ভারতের প্রশংসা করতে শুরু করে দিয়েছে এবং পাক সেনাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিপদের আঁচ পেতে শুরু করেছে পাক প্রশাসন। ভারতের দিকে তাক করে সেখানকার উপ পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছিলেন ভারত যেন মনে রাখে যে পাকস্তান একটি পরমানু শক্তিধর রাষ্ট্র। পাকিস্তানের হাতে পরমানু অস্ত্র রয়েছে সেটা প্রমানিত। পাকিস্তান এই সব পরমানু অস্ত্র সংরক্ষিত করছে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য। ভারত এ ব্যাপারে সতর্ক রয়েছে। ভারত এখন কোয়াড এংব ইজরায়েলের সঙ্গে মৈত্রী রাখার চেষ্টা করছে। প্রয়োজন হলে ইজরায়েলের সঙ্গে সামরিক চুক্তিও করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তান যত বেশি করে ভারত বিদ্বেষী হবে ততই ভারত ইজরায়েলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করে দেবে সেটা পরিস্কার। এদিকে কাশ্মীরের উচ্চ ফলনের জন্য ইজয়ালের কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে বলে জানতে পারা গিয়েছে। পাকিস্তান যেমন চিনকে কাশ্মীরে প্রবেশ করেছে ভারত প্রয়োজন হলে ইজরায়েলের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে দ্বিদাবোধ করবে না এটা পরিস্কার। সেই কারণে জি-২০ সম্মেলনের পরে ইজরায়েলের বিদেশ মন্ত্রী ভারত সফর করে গিয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে ভারত তাদের বন্ধু রাষ্ট্র। বিপদের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে বদ্ধ পরিকর ইজরায়েল। এদিকে পাকিস্তান সহ প্রায় সমস্ত আরব দেশগুলি যেভাবে পাকিস্তানের কাশ্মীর নীতিকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে মনে করা হচ্ছে যে ভারতকে কাশ্মীর উদ্ধার করতে বহু সময় অপেক্ষা করে থাকতে হবে। ভারতও কাশ্মীর অধিগ্রহণ হঠাৎ করে করতে চাইছে না। এদিকে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনগণ ভারতের পতাকা উড়িয়ে তারা নিজেদের ভারতবাসী বলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে কিন্তু পাকিস্তান সেনারা কড়া নজরদারি ব্যবস্থা করেছে। পাক বিরোধী কাশ্মীরে গ্রেফতার করে তাদেরকে সাজা দেওয়া হচ্ছে বলে খবর আসতে শুরু করেছে। পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বাসিন্দারা ভারতে পক্ষে জয়গান গাইতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সফর করতে চাইছেন না পাক প্রধানমন্ত্রী সাহবাজ শরিফ। এদিকে পাক অফগান সীমান্ত এলাকা অস্থির হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে পাকিস্তান সেনারা কোনও সুবিধা করতে পারছে না। তালিবান সেনারা সেখানে রাজ করতে শুরু করেছে। তার ফলে পাকিস্তান এখন বেশ বিপদের মুখে পড়ে রয়েছে। আগামি নভেম্বর মাসে জি-২০ সম্মেলনে রাষ্ট্র প্রধানদের বৈঠক। সেই দিকে নজর রাখতে শুরু করেছে বিদেশ মন্ত্রক। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এংব চিনের চেয়ারম্যান শি জিন পিং এর দিল্লিতে আসার কথা।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

যার কাছ থেকে সকল ধরনের সহযোগীতা পেয়ে, পালন পোষণ পেয়ে আজ আমি পূর্ণ, তার শরীর হতে আমার শরীর আর এই মহান মানুষটিকেই আমরা পিতা বলি

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ আধ্যাত্বিকতা

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই।

বাংলার নবজাগরণে বাংলা সাহিত্যের নব উত্থান

শ্যামল সান্যাল

বাংলার রেনেসাঁসের মূল তত্ত্বই ছিল প্রাচীনত্ব থেকে বের হয়ে আসার পথ প্রস্তুত করা। প্রাচীনত্বের খোলস থেকে বাংলাকে মুক্ত করে নতুন ভাবে তাকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা। বিলাতে শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে কাচা মালের প্রয়োজনে উপনিবেশ স্থাপন করাটা জরুরী হয়ে পড়তে শুরু করলো। ইংরেজদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ইউরোপের ডাচ, পর্তুগিজ, ফরাসি দেশগুলি ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করার দিকে ঝুঁকতে শুরু করলো।। ফরাসি, পর্তুগীজ, ডাচ এবং ইংরেজরা বহির্বিশ্বের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করাকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে। তার ফলে ইউরোপীয় দেশগুলি ভারতের ওপরে প্রভাব বিস্তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। ভারতীয় সংস্কৃতি সঙ্গে ইউরোপীয় সংস্কৃতি মেলবন্ধন হতে থাকে। নতুন চেতনা শক্তি প্রসারিত হতে শুরু করলো বাংলায়। পাশ্চ্যাত্য সংস্পর্শে বাংলায় নবজাগরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকলো। বাংলা তখন প্রচলিত প্রাচীন সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসার চেষ্টা করছে। নবাবী আমল থেকে বের হয়ে এসে নতুন করে নিঃশ্বাস নেওয়ার চেষ্টা করছে। ঠিক সেই সময়ে বাংলার দোরগোড়ায় এসে উপস্থিত হয়েছে ইংরেজ শক্তি। বাংলা তাকেই আঁকড়ে ধরলো। তাকে অবলম্বন করেই বাংলা তখন জাগতে শুরু করেছে। ইংরেজ রাজশক্তি সেই চিত্রটা পরিস্কার করে ধরে ফেলেছে। বাংলার দুর্বল দিকটাকে বুঝতে সক্ষম হয়েছে। সেই দুর্বলকে অবলম্বন করেই ইংরেজ শক্তি বাংলা.য় প্রসার লাভ করতে থাকে। বাংলাকে রক্ষা করতে ইংরেজ সরকার তৎপর। তারা আগাম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল বাংলার হাত ধরে ভারত জয় করতে হবে। বাংলা তখন ইংরেজদের স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। মিশ্র সংস্কৃতির দেশ। তখন বাংলায় রাজনৈতিক চিন্তাটা শক্তিশালী ছিল না। ধর্ম তখন সারা বাংলাকে গ্রাস করে ফেলে রেখে দিয়েছে। একটি সময়ে সমাজে সতীদাহ প্রথা, বিধবা প্রথা এবং বহু বিবাহ প্রথা চালু ছিল। বহু বিবাহ এবং সতীদাহ প্রথার হাত থেকে বের হয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল বাংলা। কিন্তু পারছিল না। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে শাস্ত্র তখন গোটা বাংলার শ্বাসরুদ্ধ করে রেখে দিয়েছিল। প্রতিবাদ করার কোনও ভাষা তখন ছিল না। সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন শক্তিশালী জর্ব চার্নক। তিনি স্বয়ং একজন সতী মহিলাকে শশ্মান থেকে উদ্ধার করে নিজের স্ত্রী হিসাবে মর্যাদা দিলেন। তখন জব চার্নকের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে সাহস পেল না সমাজ। পুরো ব্যাপারাটকে তারা তখন হজম করে নিয়েছিল। ইংরেজদের আধিপত্য বিস্তার হওয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলা নবাবী শাসন থেকে বের হয়ে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে বাংলা। তার ফলে পলাশির যুদ্ধ ১৭৫৭ সালে। বাংলা তখন ইংরেজদের পক্ষে। নবাব সিরাজ পরাজয় স্বীকার করে পালিয়ে গেল বাংলা। নবাবী শাসনের পতন ঘটল। বাংলা প্রাচীন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক পদ্ধতিকে বিদায় জানাতে প্রস্তুতি নিল। সব দিক দিয়ে নতুনত্বকে প্রতিষ্ঠা করার একটি প্রবণতা বাংলায় প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে বাংলায় এসে উপস্থিত হয়েছেন উদারপন্থী মতবাদের বিশ্বাসী সাহেব হিকি, উইলিয়াম কেরি, উইলিয়াম জোন্স, ডেভিড হেয়ার, বেথুন, শ্রীরামপুরের মিশনরারীরা। বাংলাকে সমৃদ্ধ হতে শুরু করেছে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা চর্চার পীঠস্থান। মানবতাবাদের জয়গান শুরু হয়ে গিয়েছে।

ধর্ম বড় নয়। মানুষ বড় সেটা প্রমাণ করতে উপস্থিত হয়েছেন রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তে এসে উপস্থিত হলেন কবি মাইকেল মধুসুদন দত্ত। তিনি হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে শুরু করে দিলেন পাশ্চাত্য চর্চা। হিন্দু কলেজ তখন সাহেবি চর্চার ওপরে বেশি করে জোর দেওয়া শুরু হয়েছে। তার আগে ডিরোজিও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ বোপন করে গিয়েছিলেন। ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর পথ ধরে পরবর্তীকালে ইয়ং বেঙ্গলের সদস্যরা আর বেশি করে বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পথ ধরে পাশ্চাত্য চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটাল। বাংলা জড়ে নয়া কর্মযজ্ঞ শুরু হল। গোটা বাংলার পরিস্থিতি ওলোটপালট। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের সামাজিক প্রথা থেকে বের হয়ে ধর্ম ও সাহিত্য নতুন পথ ধরে প্রতিষ্ঠা হওয়ার প্রবনতা প্রবলতর হতে থাকলো। ভারতীয় পুরাণ, শাস্ত্র এবং মহাকাব্যগুলি নতুন দৃষ্টির আলোকে বিচার উপস্থাপিত হতে থাকে। বাংলার কবি সাহিত্যেকেরা, ধর্মীয় নেতারা এই নতুন কর্মযজ্ঞে সামিল হতে থাকলেন। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের রীতিনীতি থেকে ধর্ম এবং সাহিত্যকে বের করে নিয়ে আসতে সংগ্রাম করতে শুরু করলেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়েছিলেন রামকৃষ্ণ, রাজা রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, প্রিন্স দ্বরাকনাথ ঠাকুর, ডেভিড হেয়ার সহ আরও অনেকে। এদের সংগ্রামে দেবদেবী তুচ্ছ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠা পেল মানবতাবাদ এবং যুক্তিবাদ। মানবতাবাদকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সেই সময়ে রামকৃষ্ণ এর মূল লক্ষ্য। রাজা রামমোহন রায় যে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠা সেখানে হিন্দু ধর্মের আধুনিক রূপ দেখতে পাওয়া গেল। ব্রাহ্ম ধর্মকে অবলম্বন করেই বাংলার মেয়েরা শিক্ষিত হতে শুরু করে। তারপরে বহু সংগ্রাম করে হিন্দু মে.রো স্কুলে যাওয়ার অধিকার অর্জন করে। আধুনিক শিক্ষার বিকাশ এবং প্রসার ঘটতে শুরু করলো। ইংরেজ মিশনারীরা যখন ইংরেজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইংরেজি স্কুল তৈরি করতে ব্যস্ত তখন বিদ্যাসাগর বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাংলা ভাষায় শিক্ষা দেওয়ার ওপরে জোর দিতে শুরু করেছেন। জেলায় জেলায় বাংলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। ঠিক সেই সময়েই মাইকেল বাংলায় আর্বিভূত হলেন। মাইকেল একেবারে বিপরীত দিকে পা চালাতে শুরু করে দিলেন। প্রাচ্য সভ্যতাকে ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন। প্রাচীন ধর্মীয় খোলস থেকে বের হয়ে এসে নতুন ভাবে জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তাঁর মূল লক্ষ্য। তার জন্য তিনি বহু কষ্ট ভোগ করেছেন। রামায়ণের বহমান চিন্তার ধারাকে একেবারে নতুন দৃষ্টিকোন দিয়ে বিচার করলেন। ‘মেঘনাদ বধ’ কাব্য রচনা করলেন। সেখানে তিনি দেখালেন যে রাম, রাবণ রাজা মহারাজ হয়েও প্রকৃত অর্থে তাঁরা কিন্তু বীর নন। প্রকৃত বীর এবং শক্তির আধার হলেন মেঘনাদ। তিনি শক্তিশালী ধনুধর। মহান রাম, রাবণ চরিত্র মাইকেলের মনে কোনও রেখাপাত করতে পারেনি। ‘মেঘনাদ’কেই তিনি রামায়ণের মহান বীর বলে উপস্থিত করলেন। প্রাচীন কাল থেকে রামায়ণ বা মহাভারতে এবং হিন্দু পুরাণ গ্রন্থে যে সব চরিত্রগুলি অবহেলিত হয়েছিল সেগুলিই মাইকেলের হাতে মহান হতে শুরু করলো। যুক্তি দিয়ে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের চরিত্রগুলিকে বিচার বিশ্লেষণ করতে শুরু করলেন। মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে সাহেব হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে সেই সময়ে হিন্দু বলে গ্রহণ করতে একেবারে প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁর গায়ে হিন্দুদের কোনও রক্ত প্রবাহিত হবে না বলে তিনি খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করে ঘাঁটি সাহেবে পরিণত হলেন। লিখে ফেলেন ‘ক্যাপটিভ লেডি’ মহাকাব্য। বাইরনের ‘দ্য লেডি অব স্যালোট’ মতো মহাকাব্য রচনা করলেন ইরেজি ভাষাতে।

ইংরেজি প্রতিষ্ঠিত কবি বাইরনকে অতিক্রম করার প্রবল ইচ্ছা থেকেই তিনি ক্যাপটিভ লেডি মহাকাব্য রচনা করেছিলেন যার পাঠককূল বাঙালি ছাড়া আর কোনও ইংরেজ ছিল না। ইংরেজরা কিন্তু মাইকেলকে ইংরেজ কবি বাইরনের আসনে বসায় নি। বিদেশে থাকাকালীনই মাইকেল তাঁর নিজস্ব কবি সত্ত্বা এবং নিজের অবস্থান দেখে তা অনুভব করতে পেরেছিলেন। হিন্দু কলেজে পড়ার সময়ে যে মাইকেল সাহেব ইংরেজি কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন বিদেশে গিয়ে সেই মাইকেল আবার বাংলার কবি জগতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। বিদ্যাসাগর এই সময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন। তিনি মাইকেল সাহায্য করলেন। বিদ্যাসাগর তখন মাতৃভাষায় শিক্ষা অন্দোলন শুরু করে দিয়েছেন জোর কদমে। ইংরেজি শিক্ষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার চর্চার শ্রীবৃদ্ধির দিকে মনসংযোগ করতে শুরু করেছেন বিদ্যাসাগর। এবারে সেই আন্দোলনে সামীল হলেন মাইকেল। তিনি আবার বিদ্যাসাগরের নারী শিক্ষা আন্দোলনকে সমর্থন করে বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করলেন। বিদ্যাসাগরের নারী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন দিলেন। বীরাঙ্গনা কাব্য এর পাশাপাশি লিখলেন ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’। বিদ্যাসাগরে দেখানো পথ ধরে মাইকেল এবারে চলতে শুরু করলেন। ‘মেঘনাদ বধ কাব্য’ প্রথম প্রকাশ অনুষ্ঠানে মাইকেল সম্বর্ধনা বিদ্যাসাগর উপস্থিত ছিলেন না। তবুও বিদ্যাসাগর মাইকেল বন্ধুত্বের কোনও চিড় ধরে নি। মাইকেলের বন্ধু মহল তখন তৈরি হয়েছিল প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগম্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দেশের তৎকালীন গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। কিন্তু এই সব বন্ধুরা তাঁর দুর্দিনের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে মাইকেলের পরিচয় খুব বেশি হলে ছয় বছর মাত্র। দুই জনের সামাজিক ভিন্নতা থাকলেও কিন্তু নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হতে পেরেছিল। সেখানে কোনও স্বার্থ কাজ করেনি। শুধু বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন মাইকে বাংলার চর্চায় বিশেষ মনোযোগী হোক। এই চাওয়াটা বিদ্যাসাগর নিজ স্বার্থে নয়, সমগ্র বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করতে চাওয়া। তিনি বাংলা ভাষা রত্নভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করতে মাইকেলকে সহযোগিতা করেছিলেন। বাংলা ভাষার বৃহৎ স্বার্থের দিকে তাকিয়ে একের পর এক মাইকেলের আবদারকে নীরবে সহ্য করে নিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। এখানেই বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের জয় হল বলা যেতে পারে। যে ঈশ্বরচন্দ্র ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি লাভ করেছিলেন সেই বিদ্যাসাগর ‘সীতার বনবাস’ বিধবা বিবাহ প্রচলন করে স্বাধীনতা তথা নারী মুক্তির কথাকে ব্যক্ত করলেন। আর মাইকেল ‘বীরঙ্গানা কাব্য’ এবং ‘ব্রজাঙ্গনা’ কাব্য রচনা করে প্রাচীন ভারতের নারী আত্মত্যাগকে স্বীকৃতি দিলেন। মাইকেল আধুনিক নাচক বাংলা ভাষায় সূচনা করলেন। মাইকেলের পাশাপাশি বাংলা সাহিত্যে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন দীনবন্ধু মিত্র। তিনি ‘নীলদর্পন’ নাটক লিখে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন।

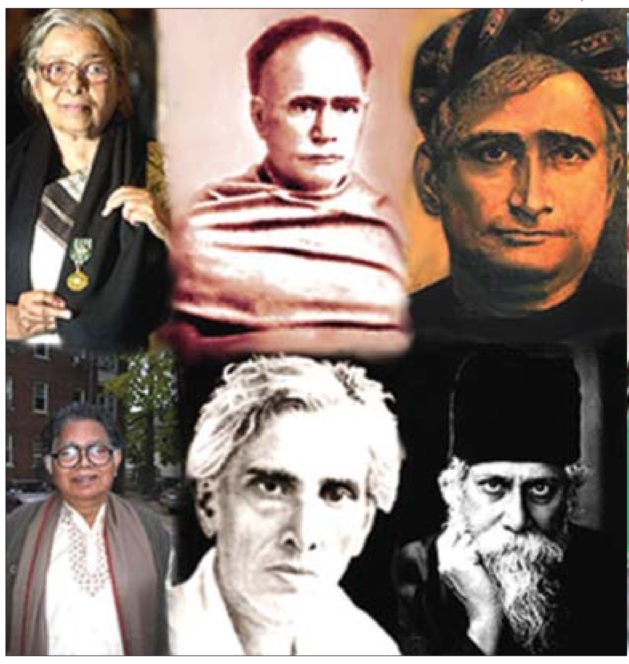

‘মন কি বাত’ সবাইকে এক জায়গায় আনার কাজ করেছে ঃ মোদী

নয়াদিল্লি, ২৮শে মেঃ আমার প্রিয় দেশবাসী, নমস্কার। ‘মন কি বাত’-এ আবার একবার আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। এবার ‘মন কি বাত’-এর এই পর্ব দ্বিতীয় শতকের শুরু। গত মাসে আমরা সবাই এর বিশেষ শতকপূর্তি উদযাপন করেছি। আপনাদের অংশগ্রহণই এই অনুষ্ঠানের সবথেকে বড় শক্তি। শততম পর্বের সম্প্রচারের সময় এক অর্থে গোটা দেশ এক সূত্রে বাঁধা পড়েছিল। আমাদের সাফাইকর্মী ভাইবোন হোন বা বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ, ‘মন কি বাত’ সবাইকে এক জায়গায় আনার কাজ করেছে। আপনারা সবাই যে আত্মীয়তা আর স্নেহ, মন কি বাতের জন্য দেখিয়েছেন, সেটা অভূতপূর্ব, আবেগে পূর্ণ করে দেওয়ার মত। যখন মন কি বাতের সম্প্রচার হয় তখন পৃথিবীর আলাদা আলাদা দেশে, ভিন্ন ভিন্ন টাইম জোনে, কোথাও সন্ধ্যা হচ্ছিল তো কোথাও গভীর রাত ছিল , তা সত্ত্বেও প্রচুর সংখ্যক মানুষ ‘মন কি বাত’-এর শততম পর্ব শোনার জন্য সময় বের করেছিলেন। হাজার হাজার মাইল দূরে নিউজিল্যাণ্ডের ওই ভিডিও-ও দেখেছি, যেখানে একশো বছর বয়সী এক মা আমাকে তাঁর আশীর্বাদ দিচ্ছেন। ‘মন কি বাত’ নিয়ে দেশবিদেশের মানুষজন তাঁদের ভাবনা ব্যক্ত করেছেন। অনেকে গঠনমূলক বিশ্লেষণও করেছেন। মানুষজন এই ব্যাপারটার প্রশংসা করেছেন যে ‘মন কি বাত’-এ কেবলমাত্র দেশ আর দেশবাসীর উপলব্ধি নিয়ে আলোচনা হয়। আবার একবার এই আশীর্বাদের জন্য আমি সম্পূর্ণ সমাদরে আপনাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমার প্রিয় দেশবাসী, অতীতে আমি ‘মন কি বাতে’ কাশী তামিল সঙ্গমমের কথা বলেছি, সৌরাষ্ট্র তামিল সঙ্গমমের কথা উল্লেখ করেছি। কিছুদিন আগে বারাণসীতে, কাশী তেলুগু সঙ্গমমও অনুষ্ঠিত হল। এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনাকে শক্তিশালী করার এমনই আর এক অনন্য প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে দেশে। এই প্রয়াস যুব সঙ্গমের। আমি ভাবলাম, এই ব্যাপারে বিস্তারে তাঁদের কাছ থেকেই জেনে নিই না কেন, যাঁরা এই অনন্য প্রয়াসের অংশীদার। এই জন্য এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে ফোনে রয়েছেন দুই তরুণ - একজন অরুণাচল প্রদেশের গ্যামর নৌকুমজী আর দ্বিতীয় জন হল বিহারের কন্যা বিশাখা সিংজী। আসুন প্রথমে আমরা গ্যামর নৌকুমের সঙ্গে কথা বলি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ গ্যামরজী নমস্কার। গ্যামর জীঃ নমস্কার মোদীজী। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আচ্ছা গ্যামরজী, সবার আগে আমি আপনার বিষয়ে একটু জানতে চাই। গ্যামর জীঃ মোদীজী, সবার আগে তো আমি আপনার এবং ভারত সরকারের প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনি খুব মূল্যবান সময় বের করে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দিয়েছেন আমাকে। অরুণাচল প্রদেশের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে প্রথম বর্ষে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং নিয়ে পড়ছি আমি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আর পরিবারে পিতা এবং অন্যান্যরা কী করেন? গ্যামর জীঃ আমার বাবা ছোটখাটো ব্যাবসা আর তার পরে কিছু চাষবাস সহ নানা কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আপনি যুব সঙ্গমের খোঁজ পেলেন কিভাবে? যুব সঙ্গমে কোথায় গেলেন, কিভাবে গেলেন, কী হলো সেখানে? গ্যামর জীঃ মোদীজি, যুব সঙ্গমের আমাদের যে ইনস্টিটিউশন আছে NIT , ওরা আমায় জানিয়েছিল যে আপনি এটাতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তো আমি তখন ইন্টারনেটে একটু খোঁজখবর করি এবং তখনই জানতে পারি যে এটা খুবই ভালো একটি কর্মসূচী যা কিনা এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের আমাদের যে পরিকল্পনা আছে সেখানে সংযোজন করতে পারে এবং আমাকে কিছু নতুন বিষয় শেখার সুযোগ করে দেবে। তখনই আমি ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম নথিভুক্ত করি। আমার খুবই মজার অভিজ্ঞতা হয়েছে, এটা খুবই ভালো ছিল। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আপনাকে কিভাবে বাছাই করতে হয়েছে? গ্যামর জীঃ মোদীজি,

যখন ওয়েবসাইট খুলে ছিলাম তখন অরুণাচল বাসীদের জন্য দুটো অপশন পেলাম। প্রথমটি, অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি আইআইটি । আর, দ্বিতীয়টি ছিল সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, রাজস্থান। আমার প্রথম পছন্দ ছিল রাজস্থান আর দ্বিতীয় পছন্দে রেখেছিলাম তিরুপতি আইআইটিকে। আমি রাজস্থানের জন্য সিলেক্ট হয়েছিলাম। তারপর আমি রাজস্থান গিয়েছিলাম। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আপনার রাজস্থান যাত্রা কেমন ছিল? আপনি এই প্রথমবার রাজস্থান গেলেন? গ্যামর জীঃ হ্যাঁ আমি এই প্রথম অরুণাচল প্রদেশের বাইরে কোথাও গেলাম। রাজস্থানের সব দুর্গ আমি শুধুই সিনেমা আর ফোনে দেখেছিলাম, তো আমি যখন প্রথমবার রাজস্থানে গেলাম তো আমার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো ছিল, ওখানকার মানুষ খুবই ভাল ছিলেন আর তারা আমাদের যেভাবে আপ্যায়ন করেছিলেন, তা খুবই ভালো ছিল। নতুন নতুন জিনিস শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। রাজস্থানের বড় ঝিল এবং সেখানকার মানুষ যেভাবে বৃষ্টির জল সঞ্চয় করে, তা দেখে অনেক নতুন কিছু শিখলাম, যা এর আগে আমার একেবারেই জানা ছিল না, তো রাজস্থান ভ্রমণের এই আয়োজন খুবই ভালো ছিল। প্রধানমন্ত্রী জীঃ দেখুন, আপনার সব থেকে বড় লাভ হল যে, অরুণাচল বীরদের ভূমি, রাজস্থানও বীরদের ভূমি এবং রাজস্থান থেকে সেনাবাহিনীতেও প্রচুর পরিমাণে সেনা যোগদান করেন, আর অরুণাচলের সীমান্তে যে সৈনিকেরা আছেন, সেখানে রাজস্থানের মানুষের খোঁজ পাবেন তখন আপনি অবশ্যই তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন, দেখুন আমি রাজস্থানে গিয়েছিলাম, সেখানকার অভিজ্ঞতা ভাগ করলে আপনার সঙ্গে তাদের বন্ধুত্ব আরো গাঢ় হবে। আচ্ছা ওখানে আপনি নিশ্চয়ই কোন সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন যা দেখে আপনার মনে হয়েছে যে অরুনাচলেও এমনটা আছে? গ্যামর জীঃ মোদীজি, আমি যে এক সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলাম সেটা ছিল দেশপ্রেম। এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা এবং অনুভূতি আমি দেখেছি। কারণ, অরুণাচলেও মানুষ নিজেদের নিয়ে খুবই গর্বিত যে তারা ভারতীয় আর রাজস্থানেও মানুষ তার মাতৃভূমির জন্য যথেষ্ট গর্বিত। এই বিষয়টা আমার খুবই নজরে এসেছে এবং বিশেষত যুব সম্প্রদায়, কারণ আমি ওখানে অনেক যুবকের সঙ্গে মতবিনিময় করেছি এবং কথাবার্তা বলেছি, এসবের মধ্যে একটা মিল আমার নজরে এসেছে। ওরা চায় ভারতের জন্য কিছু করতে, ওদের মনে নিজের দেশের জন্য ভালোবাসা আছে, তো এই জিনিসটা দুই রাজ্যের ক্ষেত্রেই আমার এক বলে মনে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জীঃ ওখানে যাদের সাথে পরিচয় হল, তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলেন না ফিরে এসে ভুলে গেলেন? গ্যামর জীঃ না না, আমরা কথা বলেছি, যোগাযোগ রেখেছি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আপনি স্যোশাল মিডিয়াতে আক্টিভ? গ্যামর জীঃ হ্যাঁ মোদিজী, আমি স্যোশাল মিডিয়াতে আক্টিভ। প্রধানমন্ত্রী জীঃ তাহলেতো আপনার ব্লগ লেখা উচিৎ। আপনার এই যুব সংগমে কি অভিজ্ঞতা হল, আপনি এতে কিকরে নাম নথিভুক্ত করলেন, রাজস্থানে আপনার কিরকম লাগলো-এই সব কথা লিখুন, যাতে সারা দেশের যুবরা জানতে পারে 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' যোজনাটি কি, এর মাহাত্ম্য কি এবং যুবসম্প্রদায় এর থেকে কিভাবে লাভবান হতে পারে- আপনার গোটা অভিজ্ঞতার ব্লগ লিখুন, যাতে লোকে পড়ে সব জানতে পারে। গ্যামর জীঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নিশ্চয়ই করব। প্রধানমন্ত্রী জীঃ গ্যামরজী খুব ভাল লাগলো আপনার সাথে কথা বলে। আপনি, আপনার মত যুবরা, দেশের জন্য, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য অন্তত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ২৫ বছর বয়সটাও খুব মূল্যবান, আপনাদের নিজেদের জীবনেও এবং দেশের জন্যও। আমার অনেক শুভকামনা রইল আপনার জন্য।গ্যামর জীঃ ধন্যবাদ মোদিজী আপনাকে। প্রধানমন্ত্রী জীঃ নমস্কার ভাই।বন্ধুরা, অরুণাচলের মানুষজন এত অতিথিবৎসল হন, ওদের সাথে কথা বলতে আমার খুব ভাল লাগে। যুব সংগমে গ্যামরজির অভিজ্ঞতা তো খুব ভাল ছিল। আসুন, এবারে বিহারের কন্যা বিশাখা সিংএর সঙ্গে কথা বলি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ বিশাখা সিংজী নমস্কার। বিশাখাজীঃ সর্বপ্রথম ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমার সাদর প্রণাম। আমার সাথে আসা সমস্ত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকেও আপনাকে জানাই সাদর প্রণাম। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আচ্ছা বিশাখাজি, আগে আমাকে আপনার ব্যাপারে কিছু বলুন। তারপর আমি যুব সংগমের ব্যাপারেও জানতে চাই। বিশাখাজীঃ আমি বিহারের সাসারাম শহরের বাসিন্দা। আমি যুব সংগমের ব্যাপারে সবার আগে জানতে পারি কলেজের হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ থেকে। তারপর আমি এই ব্যাপারে আরও খোঁজ খবর নিই, বিস্তারিত তথ্য বের করি। তখন আমি জানতে পারি যে এটা প্রধানমন্ত্রীজির একটি কর্মসূচী - ‘এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত’-এর অন্তর্ভুক্ত যুবসঙ্গম। আমি এতে আবেদন করি এবং আমি এটাতে যোগ দেবার জন্য আগ্রহী ছিলাম খুবই। কিন্তু এই যে তামিলনাড়ু থেকে আমি ঘুরে এলাম , অনেক কিছু জানতে পারলাম, এটা অমূল্য। এটা আমার কাছে খুবই গর্বের বিষয় যে আমি এই যুব সংগমের একজন অংশগ্রহণকারী ছিলাম। আমি খুবই আনন্দিত। আমি আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই, আপনি আমার মত যুবক যুবতীদের জন্য এত ভাল একটা কর্মসূচী বানিয়েছেন যাতে আমরা ভারতের বিভিন্ন ভাগের সংস্কৃতিক বৈচিত্রের সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারি। প্রধানমন্ত্রী জীঃ বিশাখাজী আপনি কী পড়াশুনা করেন? বিশাখাজীঃ আমি কম্পিউটার সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংএর দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। প্রধানমন্ত্রী জীঃ আচ্ছা বিশাখাজী, আপনাকে কোন রাজ্যে যেতে হবে, কোথায় যোগ দিতে হবে, সেটা কীভাবে ঠিক করলেন? (ক্রমশ)

উদ্ধার প্রচুর বোমা

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ২৮ মে ঃ বীরভূমের কাঁকড়তলা, দুবরাজপুর, খয়রাশোলের পর এবার সাঁইথিয়া ও মল্লারপুর থেকে প্রচুর বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। রবিবার জেলার দুপ্রান্ত থেকে প্রায় ১০০টি বোমা উদ্ধার হয়। এর মধ্যে ৭০টি বোমা নিষ্ক্রিয় করা গিয়েছে। সাঁইথিয়ার চাঁদপাড়ায় একটি ঝোপের আড়ালে বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। স্থানীয়রা দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে ঝোপের আড়াল থেকে ৭০টি হাতবোমা উদ্ধার করে। সূত্রের খবর, ঝোপের আড়ালে দু'টি ড্রাম ও একটি ঝোলায় বোমাগুলি রাখা ছিল। কে বা কারা, কী উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক মজুত করেছিল তা এখনও জানা যায়নি। মল্লারপুরের জোমুনি গ্রামের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতেও প্রচুর বোমা উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা জানায়, মন্টু শেখের বাড়িতে শতাধিক বোমা মজুত করা রয়েছে। খবর পেয়ে পুলিশ অভিযান চালায়। তবে তারা ১৫টি বোমা উদ্ধার করেছে। বাকিগুলির খোঁজে তল্লাশি চলছে। জানা গিয়েছে, মন্টু শেখ নামে জনৈক ব্যক্তি বাড়িটি কিনেছিলেন, কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রে থাকেন। তাই বাড়িটি ফাঁকাই পড়ে থাকে। ফলে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কে বা কারা কী উদ্দেশ্যে বোমা মজুত করেছিল তা এখনও অজানা।

হাতির হামলায়

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৮ মে ঃ রবিবার ভোরবেলায় মাল ব্লকের বাগরাকোট বিডিআর বস্তি এলাকায় একটি বন্য হাতি ঢুকে পড়ার পর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এদিন ভোর ৬টার দিকে হাতিটি প্রথমে বিডিআর বস্তি এলাকার কৃষকদের ভুট্টা ক্ষেতে হানা দেয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই হাতিটিকে তাড়াতে প্রচুর লোক জড়ো হয়ে যান। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কুইক রেসপন্স টিম। হাতির আক্রমণে ভুট্টার ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বনবিভাগের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা। কুইক রেসপন্স টিমের পক্ষ থেকে ওম নারায়ণ খেস বলেন, কৃষকদের কাছ থেকে খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সবাই ঘটনাস্থলে যাই। ভুট্টা খেয়ে হাতিটি বাগরাকোট আবাসিক এলাকার দিকে মোড় নেয়। পরে জানা যায়, বাগরাকোট পোস্ট অফিস এবং মেন রাস্তা ধরে হাতিটি জঙ্গলের দিকে চলে যায়। কুইক রেসপন্স টিমের উপস্থিতির কারণে হাতির আক্রমণ থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। পরে স্থানীয় জনগণের সহায়তায় হাতিটিকে বাগরাকোট সংলগ্ন কালিম্পং জঙ্গলে পাঠানো হয়। এর পরেই স্থানীয় মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

রবীন্দ্র-নজরুল

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ মে ঃ স্মরণে রবীন্দ্র ও চেতনায় নজরুল, সর্বত্রই এই মন্ত্রেই যেন পালিত হচ্ছে রবীন্দ্র-নজরুল জন্মজয়ন্তী। রবিবার একই ভাবে রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতির নবদ্বীপ আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে। এদিন শহরের তেঘড়ী পাড়া বাজার এলাকায় এক বেসরকারি লজে সকাল থেকে দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সম্পাদক রমাপ্রিয় ভট্টাচার্য জানান, এদিন সংগঠনপর পতাকা উত্তোলন ও রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, ও নজরুল ইসলামের প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর বিভিন্ন বয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের অঙ্কন, আবৃত্তি সহ রবীন্দ্র, নজরুলগীতি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০২০ বিষয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তিনি বলেন, এই জাতীয় শিক্ষা নীতি একটা যে সর্বনাশের ঈঙ্গিত নিয়ে আসছে আর থেকে কিভাবে আমরা বাচতে পারি সে বিষয়ে এদিনের আলোচনা।

সাতসকালে সাব ইন্সপেক্টরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল নদীয়ায়

দুরন্ত বার্তা, নাকাশিপাড়া, ২৮ মে ঃ সাতসকালে এক পুলিশ অফিসারের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য নদিয়ার নাকাশিপাড়ায়। রবিবার সকালে থানার সামনে একটি বাড়ি থেকে ওই পুলিশ কর্মীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে বেথুয়াডহরি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। সূত্রের খবর, যে বাড়ি থেকে ওই পুলিশ কর্মীর মৃতদেহ তিনি উদ্ধার হয়েছে সেখানেই তিনি ভাড়া থাকতেন। একদিন আগে নাকাশিপাড়ায় মহম্মদ সেলিমের কর্মসূচিতে নিরাপত্তার দায়িত্বেও ছিলেন। এরমধ্যে আজ সকালে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধারে ঘনাচ্ছে রহস্য। কী কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন তা নিয়ে বাড়তে থাকে ধোঁয়াশা। মৃত পুলিশ কর্মীর নাম গৌরগোপাল গাঙ্গুলী। তিনি নাকাশিপাড়া থানায় সাব ইন্সপেক্টর পদে কর্মরত ছিলেন। বয়স ৫৬ বছর। বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গা এলাকায়। তবে তাঁর ঘর থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। যা নিয়ে আরও বাড়ছে রহস্য। ওই সুইসাইড নোটে তিনি দাবি করেছেন, সম্প্রতি নাকাশিপাড়া থানায় একটি বধূ নির্যাতনের অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন তিনি বেশ কিছু সমস্যার মুখে পড়েন। এমনকী সুইসাইড নোটে বেশ কিছু মিথ্যা জবানবন্দীর কথাও উল্লেখ করেছেন। এমনকী তাঁর ঊর্ধ্বতন অফিসার এই কেসের তদন্ত চলাকালীন তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন বলেও ওই সুইসাইড নোটে তিনি লিখেছেন। সে কারণেই তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। শেষে বেছে নিয়েছেন আত্মহত্যার পথ। এদিকে এ ঘটনায় ব্যাপক শোরগোল পড়ে গিয়েছে জেলার পুলিশ মহলে। তবে এখনই এ নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছেন নাকাশিপাড়া থানার পুলিশ আধিকারিকরা।

গেম খেলা নিয়ে বিবাদে আত্মঘাতী

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ মে ঃ কে খেলবে মোবাইলে গেম, তা নিয়ে ভাই ও দিদির মধ্যে বচসা। অবশেষে মায়ের কাছে বকা খেয়ে নিজেকে ঘরে আটকে ফেলে মেয়ে। অনেকক্ষণ দরজা না খোলায় ঘরের টালি খুলে ভিতরে ঢুকে মা দেখেন, অভিমানে আত্মঘাতী হয়েছে তাঁর মেয়ে। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচকের নাবাদিয়াটোলা এলাকায়। এই ঘটনা ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়। মৃত নাবালিকার নাম মঙ্গলি মণ্ডল, বয়স ১৩ বছর, সপ্তম শ্রেনীর ছাত্রী। রবিবার সকালে মোবাইলে গেম খেলা নিয়ে ভাই কারান মন্ডলের সঙ্গে তার দিদি মঙ্গলির বচসা শুরু হয়। ভাইয়ের বয়স ৫ আর দিদির বয়স ১৩। এমন বচসার জেরে বিরক্ত হয়ে তাদের মা উর্মিলা মন্ডল মোবাইলটি কেড়ে নেন এবং বড় মেয়েকে বকুনিও দেন মঙ্গলির মা। মায়ের কাছে বকা খেয়ে অভিমানে দরজা বন্ধ করে ঘরে ঢুকে যায় মঙ্গলি। দীর্ঘক্ষণ দরজা না খোলায়, মা উর্মিলা ছেলে কারানকে ঘরের চালা খুলে ঘরের ভিতরে ঢোকায়। তখনই ভাই দেখে দিদি গলায় গামছা ফাঁস দিয়ে সিলিং পাখার সঙ্গে ঝুলছে। দরজা খুলে দিতেই মা ছুটে আসে। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে মানিকচক হাসপাতালে নিয়ে যায় মা। হাসপাতালে চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দুই ছেলে মেয়েকে নিয়ে একাই থাকতেন উর্মিলা মন্ডল। ছেলে ছোট থাকতেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। একটি নার্সিংহোমে কাজ করে সংসার চালান তিনি। জানা যায় যে পড়াশোনায় ভাল ছিল সপ্তম শ্রেণীর মঙ্গলি। রবিবার কাজে যাওয়ার আগে মেয়েকে বারংবার দরজা খুলতে বলেন উর্মিলা। তখনই মেয়ের সাড়া না পেয়েই বিপদের আঁচ করেন মা। তবে এই প্রথম নয়, এর আগেও মোবাইল গেম খেলা নিয়ে বা টিভি দেখা নিয়ে ভাই-বোনের ঝগড়ায় বা মা-বাবার বকা খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার খবর উঠে এসেছে শিরোনামে।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত ২ বছরের শিশু

দুরন্ত বার্তা, হেমতাবাদ, ২৮ মে ঃ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল দুই বছরের শিশুর। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদ থানার নওদা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিলনা গ্রামে। মৃত শিশুর নাম বৈজন্তী বর্মন ওরফে মাম্পি। দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শিশুর বাবা নারায়ণ বর্মন বলেন, গতকাল রাতে ঝড়ে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে বাড়ির পেছনের জঙ্গলে পড়েছিল। সেটা আমরা লক্ষ্য করিনি। এদিন বিকেলে খেলতে খেলতে সেই তারের সংস্পর্শে গেলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয় মেয়ে। দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দেখি, মেয়ে অজ্ঞান হয়ে বাড়ির পেছনে পড়ে। বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে মেয়েকে হেমতাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।

হাসিমারায় হতে চলেছে নতুন বিমান বন্দর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ মে ঃ দীর্ঘদিন ধরে দাবি ছিল রাজ্যের। এমনকি সেই নিয়ে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠিও লিখেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দাবি অবশেষে মেনে নিল কেন্দ্র সরকার। আর সেই সিদ্ধান্তের জেরেই নতুন বিমানবন্দর পেতে চলেছে উত্তরবঙ্গ। ২৪'র ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে উত্তরবঙ্গের বুকে গেরুয়া ভোট ব্যাঙ্ককে কিছুটা হলেও ফায়দা এনে দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নজরে আলিপুরদুয়ার জেলায় থাকা হাসিমারা বিমানবন্দর। এই বিমানবন্দর রয়েছে ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধীনে। সেখানে নিত্যদিন যুদ্ধবিমান ওঠানামার মহড়াও চলে। রাজ্য সরকার চাইছিল সেই বিমানবন্দরে যাত্রীবাহী বিমান নামতে দেওয়া হোক। সেই নিয়ে অবশ্য আপত্তি ছিল বিমানবাহিনীর। তবে সূত্রে জানা গিয়েছে, সমস্যা মেটাতে উদ্যোগী হন খোদ প্রধানমন্ত্রী। আর সেই সুবাদেই বাগডোগরা ও কোচবিহারের পরে উত্তরবঙ্গ পেতে চলেছে তৃতীয় বিমানবন্দর যেখান থেকে যাত্রীবাহী বিমান ওঠানামা করতে পারবে। ডুয়ার্সের সৌন্দর্যকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। সেই সূত্রেই

রাজ্য সরকার চাইছে ডুয়ার্সে দেশী-বিদেশী পর্যটকদের আনাগোনা বাড়ানো যাতায়াতের সূত্র ধরে হাসিমারা বিমানবন্দর দিয়ে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা চালুর অনুমতি দিক কেন্দ্র সরকার। এই প্রস্তাবে আপত্তি ছিল না কেন্দ্রেরও। কিন্তু সমস্যা ছিল নিরাপত্তার ক্ষেত্রে। চিনের খুব কাছে ও ভারত-ভূটান সীমান্ত লাগোয়া এই বিমানবন্দরে রাখা থাকে দেশের প্রথম সারির যুদ্ধবিমান। নিয়মিত তাদের উড়ানের মহড়াও চলে। তাই এই বিমানবন্দর দিয়ে যাত্রীবাহী বিমান পরিষবা চালুর অনুমতি দিতে চায়নি দেশের বিমানবাহিনী। শেষে বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগী হন খোদ প্রধানমন্ত্রী। তার জেরেই এবার এই বিমানবন্দর দিয়ে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা চালুর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছে বিমানবাহিনী। তবে এই বিমানবন্দর থেকে নিয়মিত কত যাত্রী পাওয়া যাবে তা নিয়ে প্রশ্ন থাকছেই। ভরা পর্যটনের মরশুমে অর্থাৎ অক্টোবর থেকে মার্চ পর্যন্ত হাসিমারা থেকে যাত্রী পাওয়া গেলেও বছরের বাকি সময়ে কতজন যাত্রী মিলবে তা নিয়ে বেশ সংশয়ী বেসরকারি যাত্রীবাহী বিমান সংস্থাগুলি। তবে এই সংশয় কাটাতে ঠিক করা হয়েছে, যাত্রীদের মোট আসনের ২০ শতাংশের ভাড়া কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বহন করবে। তবে সেক্ষেত্রেই কিছু নিয়মও মানতে হবে বিমান সংস্থাগুলিকে। তারা কখনই ইচ্ছামতো ভাড়া হাঁকতে পারবে না। টেন্ডারের মাধ্যমে বাছাই করা সংস্থা বিমানের রুট এবং ভাড়া স্থির করবে। টেন্ডার পরবর্তী চুক্তি অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট হারে ভাড়া নিতে বাধ্য থাকবে বেসরকারি বিমান সংস্থা। হাসিমারা দিয়ে যাত্রীবাহী বিমান পরিষেবা চালু হলে নিঃসন্দেহে সব থেকে লাভবান হবে ডুয়ার্সের পর্যটন শিল্প। কেননা এই বিমানবন্দরের ১৩ কিমি দূরেই রয়েছে জলদাপাড়া অভয়ারণ্য। দক্ষিণে ৫ কিলোমিটার গেলেই চিলাপাতা ফরেস্ট। ২৫ কিলোমিটারের মধ্যে বক্সা ফরেস্ট। উত্তরে ভুটানের ফুন্টশোলিংয়ের দূরত্ব মাত্র ১৮.৫ কিমি।

রাতের অন্ধকারে দেদার বোমাবাজি নাটাবাড়ি এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ মে ঃ তুফানগঞ্জ এক নম্বর ব্লকের অন্তর্গত নাটাবাড়ি এক নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমোর পাড়া এলাকায় বীণাপাণি ক্লাবের সামনে বোমাবাজির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকায়। আর যাকে ঘিরে উত্তেজনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বিজেপির অভিযোগ গতকাল নাটাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মাঠে বিজেপির কার্যকরণী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে কারণেই রাতের অন্ধকারে বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে এই সমস্ত কাজ করছে তৃণমূল কংগ্রেস। বেছে বেছে কয়েকটি জায়গা টার্গেট করছে তৃণমূল, যে সমস্ত জায়গায় বিজেপি কর্মীরা সব সময় থাকে। বীণাপাণি ক্লাবে সবসময় বিজেপির কর্মী- সমর্থকরা থাকে সে কারণেই তাদের টার্গেট করে এই বোম মারার পরিকল্পনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ রাতে বোমের নমুনা সংগ্রহ করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। এই বিষয়ে নাটাবাড়ি এক নং অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির সভাপতি প্রদীপ কুমার দাস বলেন আমরা প্রতিনিয়ত দেখে আসছি পরপর এরকম ঘটনা নাটাবাড়িতে ঘটেই চলেছে এবং বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতিরাই এই ঘটনাগুলো ঘটাচ্ছে। আর বিজেপি যে মিথ্যে দোষারোপ করছে তার সমস্তটাই ভিত্তিহীন, এটা ওদের নিজেদের মধ্যে কোন্দলের জেরেই হয়েছে। আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি এর আগে আমাদের পঞ্চায়েত প্রতিনিধি ও আমাদের তৃণমূল দলীয় কার্যালয়ে বোমা ছোড়া হয়েছিল। আমরা অবগত রয়েছি যে এই কর্মকাণ্ডগুলো কে ঘটাচ্ছে। পুলিশ তদন্ত করছে

সেতু চেয়ে পদযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মে ঃ চেল নদীতে সেতুর দাবীতে পদযাত্রা করে উত্তরকন্যায় পৌঁছলেন মহম্মদ নূর নবীবুল ইসলাম। গত মঙ্গলবার ২৩ মে ক্রান্তি ব্লকের চেল নদী থেকে এই পদযাত্রা শুরু করেন ক্রান্তি ব্লকের কাঠালগুড়ি এলাকার বাসিন্দা নূর নবীবুল ইসলাম। জানা গিয়েছে, মালবাজার ও ক্রান্তি এলাকার মানুষদের সেতুর দাবী নিয়ে তিনি পদযাত্রা শুরু করেছিলেন। এই পথযাত্রায় কিছুটা পথ তাঁর সঙ্গে পা মিলিয়েছিলেন পদ্মশ্রী করিমুল হক। নবীউল বাবু রাজ্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বদের বাড়িতে গিয়ে চেল নদীতে সেতুর দবীতে স্মারকলিপি জমা দেন। শনিবার সন্ধ্যায় উত্তরকন্যায় এসে পৌঁছান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে তাঁর এই দাবী তুলে ধরতেই উত্তরকন্যায় পৌঁছান তিনি। এদিন নূর নবীবুল ইসলাম জানান, ডুয়ার্সের মাল ও ক্রান্তি ব্লকের মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে চেল নদী। শীতে হাঁটু জল থাকলেও বর্ষায় নদী উত্তাল হয়ে ওঠে। ফলে চিকিৎসা, শিক্ষা, ব্যবসা সহ বিভিন্ন কাজের জন্য ক্রান্তি এলাকার মানুষদের মালবাজার শহরে আসতে হলে প্রায় ৪০ কিলোমিটার ঘুর পথে আসতে হয়। এছাড়া গ্রামে কোন অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে দমকল আসার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ইমারজেন্সি রোগীদের নিয়ে যেতে অনেক ঘুর পথে যেতে হয়। তাই কুমলাই গ্রাম এলাকায় চেল নদীর উপর সেতু তৈরি হলে মাল ও ক্রান্তির দূরত্ব অনেকটাই কমে দাঁড়াবে।

আত্মরক্ষার কৌশল

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ মে ঃ কঁচিকাচাদের শরীরচর্চা ও আত্মরক্ষার্থে দিন দিন জলপাইগুড়িতে গুরুত্ব পাচ্ছে তাইকোন্ডো। অভিভাবকরা ছেলে-মেয়েদের তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ দিতে জলপাইগুড়ি শহরের মিলন সংঘ ক্লাব ময়দানে নিয়ে যান। সেখানে তাইকোন্ডো প্রশিক্ষণ দেয় কোচ কল্যাণ তন্ত্র। তবে শুধু শরীর চর্চা ও আত্মরক্ষা নয় এই প্রশিক্ষণ শিবিরের ছেলে মেয়ের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সোনা সহ বিভিন্ন পদকও জিতছে। এতে আরও বেশী অনুপ্রাণিত হচ্ছে অভিভাবক থেকে ক্লাবের সদস্য ও কোচ। কিছুদিন আগে এই প্রশিক্ষণ শিবিরের কয়েকজন কলকাতা ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপে অংশগ্রহণ করেছিল। সেখানে থেকে জয়ী হয়ে এসেছে দুটো সোনার এবং দুটো ব্রোঞ্জ। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করছিল মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর এবং বিভিন্ন রাজ্যের থেকে আসা প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল। সম্প্রতি শিলিগুড়িতে নর্থ বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নশিপ হয়। সেখান থেকে ছয়টি সোনা এবং ৫ টি ব্রোঞ্জ লাভ করে। নর্থ বেঙ্গলে তাইকোন্ডো চ্যাম্পিয়নশিপে উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেলা এবং সিকিম থেকে অংশগ্রহণ করেছিল। খুশি অভিভাবকেরা।

উত্তর দিনাজপুর জেলার রায়গঞ্জ শহরের সুদর্শনপুর এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের জিএসটি অফিসের সামনে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান বিক্ষোভ ও অনশন। উপস্থিত তৃণমূলের কংগ্রেসের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সভাপতি শেখর দাস এবং জেলা সভাপতি কানাইলাল আগরওয়াল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক নেতৃত্বরা।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক punjab national bank

সস্ত্র, সার্কেল অফিস, হুগলী,
২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ী বাহাদুর স্ট্রিট,
পোস্ট-শ্রীরামপুর, হুগলী (প.ব.), পিন-৭১২২০১,
E-mail : cs8240@pnb.co.in

সংশোধনী

আমাদের প্রকাশিত বিজ্ঞাপন অধীন অধিগ্রহণ বিজ্ঞপ্তি ১৯.০৫.২০২৩ তারিখ প্রকাশিত হয়েছিল বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও ২৪.০৫.২০২৩ তারিখে একদিন পত্রিকায়। (ক্র.নং. ৮ গ্রাহক ঃ শ্রী পরমানন্দ ঘোষ এবং সহ-গ্রাহক ঃ শ্রীমতি তুলসী ঘোষ) জারি হয়েছে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক তরফে তা প্রত্যাহার করা হচ্ছে কিছু প্রযুক্তিগত কারণে। ত্রুটি মার্জনীয়।

তারিখ ঃ ২৯.০৫.২০২৩ — অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান ঃ শ্রীরামপুর — পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৮ মে ঃ মাটিগাড়া অঞ্চল ২-এর স্থানীয় বাসিন্দাদের বেশ কিছুদিন ধরে অভিযোগ মাটিগাড়া বিনয়কৃষ্ণ পল্লি অর্থাৎ রামঘাট ব্রিজ থেকে শুরু করে চৌরঙ্গী মোড় পর্যন্ত রাস্তা খুব বেহাল অবস্থায় রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান তাদের প্রত্যেকদিন নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রাস্তাটি ২০১৯ সালে তৈরী করা হয়েছিল। এই রাস্তা পাঁচ বছর পরই অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে। যাতায়াত করতে গেলেও অনেক ভেবে চিন্তে পার হতে দেখা যাচ্ছে সাধারণ জনগনদের। এক দু'ঘন্টার বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়ে পড়ে যার কারণে পথচলতি মানুষদের নানান অভিযোগ। ঠিক তার পাশাপাশি মাটিগাড়া অঞ্চল ২ এর সদস্য বিকাশ রায় জানান, মহকুমা পঞ্চায়েত প্রধানের নির্বাচনের পরবর্তীতে তিনি নতুন সদস্য হয়েছেন। এক বছরে দুটো ড্রেন, তিনটি রাস্তার কাজ হয়েছে। তিনি আরও জানান এই খারাপ রাস্তার কারণে বেশ কিছুদিন ধরেই অভিযোগ রয়েছে এলাকাবাসীর। এই বিষয়ে তারা এসজেডিএ এবং মহকুমাতেও কথা বলেছিলেন অনেক দিন আগেই। বিকাশ বাবু জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই এই রাস্তা বানানো হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Br.-III, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE-III/30/3/23-24/BUSTEE

Name of the Work: **Repair of bustee passage at 40A/H/10, 40B/H/2/1, 40C/H/11 etc. U. C. B. Road, 3 M. B. Lane, 223/1/17 M. M. Road and different places in Ward No.30.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 3,99,950.61.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **06.06.2023 at 12 noon.** Date and Time of Opening of Bid: **08.06.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Director General (Electrical)**, KMC invites tender online two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/CRK/LTG/01/23-24

Name of the Work: **Urgent restoration the damaged only electric cremation furnace with allied electrical works at Kashimitra Burning Ghat.** Estimated Amount: **Rs. 3,59,993.00.** Earnest Money: **Rs. 7,200.00.** Period of Completion: **6 days.**

(2) NIT No. : KMC/CRR/LTG/03/23-24

Name of the Work: **Restoration the damaged electric furnace items with allied damaged air pollution control devices at Cossipore Mahasmashan.** Estimated Amount: **Rs. 4,74,276.00.** Earnest Money: **Rs. 9,500.00.** Period of Completion: **8 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **13.06.2023 at 5 p.m. [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **02.06.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/5/23-24/R

Name of the Work: **Repairing of passage at Topsia Road, G. J. Khan Road and surroundings disturbed by CESC in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,48,645.20.** Earnest Money: **Rs. 5,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/4/23-24/D

Name of the Work: **Restoration of road and passage (disturbed by JIO) from 42, Bright Street to 31C, Shamsul Huda Road in Ward No. 65.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,03,468.49.** Earnest Money: **Rs. 4,100.00.** Period of Completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/EEC/VII/65/2/23-24/R

Name of the Work: **Restoration of road (disturbed by W/S Department) at 114, 124/A, Tiljala Road and its surrounding area in Ward No. 65.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,91,086.97.** Earnest Money: **Rs. 3,850.00.** Period of Completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EEC/VII/66/4/23-24/R

Name of the Work: **Deployment of labour for desilting of catch pit and gully pit at Topsia Road, G. J. Khan Road, P. G. Road and surroundings in Ward No. 66.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 1,99,430.00.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **10.06.2023 upto 12 noon. [For Sl. No. 1 to 4].** Tender will be opened on: **12.06.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 4].** The bid forms and other details are available on and from **27.05.2023 at (6:55 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 4].**

The **Executive Engineer (Civil), Br.-IX, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/IX/075/009/2023-2024

Name of the Work: **Maintenance of open surface drain by desilting from 14, Kabitirtha Sarani to 28, Munshigunge Road in Ward No. 75.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,30,480.43.** Earnest Money: **Rs. 4,650.00.** Period of Completion: **120 days.**

(2) NIT No. : KMC/IX/075/010/2023-2024

Name of the Work: **Maintenance of open surface drain by desilting along M. G. Road from G. R. Road to Gulabi Tea House in Ward No. 75.** Estimated Amount (Including GST & CESS): **Rs. 2,50,633.74.** Earnest Money: **Rs. 5,050.00.** Period of Completion: **120 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **08.06.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** Tender wil be opened on: **10.06.2023 at 12 noon [For Sl. No. 1 & 2].** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2023 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 & 2].**

The **Executive Engineer (E)/Ltg/Z-IV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/39/23-24

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at B.M.Road, Sukanta Sarani etc. slum areas in Ward No. 106, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,500.58.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/40/23-24

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Sabuj Pally, Charaktala etc. slum areas in Ward No. 108, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,189.64.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **20 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **05.06.2023 upto 3 p.m [For Sl. No. 1&2].** The bid forms and other details are available on and from **26.05.2023 from 2 p.m. [For Sl. No. 1&2]**

(3) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/51/23-24

Name of the Work: **Repairing of street lighting system at Jadavgarh, Sahidnagar etc. slum areas in Ward No. 105, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,129.93.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **25 days.**

(4) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/35/23-24

Name of the Work: **Repairing of street lighting arrangement at Kundu Bustee, Ghoshpara Bustee areas in Ward No. 102, Br.-XII.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,561.37.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **30 days.**

(5) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/34/23-24

Name of the Work: **Development of street lighting arrangement by energy efficient LED fittings at Hospital Link Road, Eastern Park 1st Lane, Vivekananda Sarani etc. in Ward No. 104, Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,213.67.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days**

(6) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/56/23-24

Name of the Work: **Development of street lighting arrangement by energy efficient LED light fittings at Nathpara, Santi Sarani, Vivekananda Park and other areas in Ward No. 111, Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 4,81,898.27.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **20 days**

(7) NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/75/23-24

Name of the Work: **Development of lighting arrangement by energy efficient LED light at Southend Garden and adjacent areas in Ward No. 110 under Br.-XI.** Estimated Amount: **Rs. 4,85,152.49.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **07.06.2023 upto 12 noon [For Sl. No. 5&6] and 07.06.2023 upto 2 p.m.[For Sl. No. 7].** The bid forms and other details are available on and from **30.05.2023 from 2 p.m. [For Sl. No. 5 to 7]** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7].**

The **Executive Engineer (E), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-16/23-24

Name of the Work: **Deploying of trained manpower (D.E.O) for Monitoring and instant reporting through CCTV system installed at Dhapa Check Post under KMC.** Estimated Amount: **Rs. 3,46,416.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **12 Months.** Last Date and Time of Submission of Bid: **07.06.2023 at 4 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.05.2023 at 3 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **CME (SWM), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : SWM-II/Dist-IV/01/23-24

Tender ID : 2023_KMC_534604_1

Name of the Work: **Contractual engagement of man power for operation of 1 No. Portable Compactor and 1 No. Hook Loader in 1 Station under Dist-IV, Garage/SWM-II Department for 3 months.** Estimated Amount: **Rs. 3,90,927.00.** Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **90 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **03.06.2023 upto 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **25.05.2023 (3 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** or **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

(A) **NIT No. KMC/LTG/15/55/VI/Z-II/23-24,** (B) **NIT No. KMC/LTG/16/60/VI/Z-II/23-24,** (C) **NIT No. KMC/LTG/17/62/VI/Z-II/23-24** of Ltg. Dept. Z-II published in this Newspaper **(Key No. 174/23-24) on 24.05.2023**. The estimated amount of Sl. No. 2 should be read as **Rs. 3,99,042.00** instead of Rs. 3,34,,823.00, estimated amount of Sl. No. 3 should be read as **Rs. 3,99,494.00** instead of 3,35,202.00, estimated amount of Sl. No. 4 should be read as **Rs. 3,99,008.00** instead of Rs. 3,31,438.00.

192/23-24

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তপ্ত পিংলা

দুরন্ত বার্তা, খড়্গপুর, ২৮ মে ঃ ফের বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষের অভিযোগ। এবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার পিংলার মাধবচক গ্রামে। বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষে তপ্ত হয়ে উঠল এলাকা। দুই পক্ষের মিলিয়ে অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। বিজেপির অভিযোগ, মাধবচক গ্রামে বিজেপির পার্টি অফিসে বসে যখন তারা মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনছিলেন, সেই সময় একদল দুষ্কৃতী তাদের উপর হামলা চালায়। বিজেপির বক্তব্য, দুষ্কৃতীরা তৃণমূল আশ্রিত। এদিকে আবার পাল্টা অভিযোগ রয়েছে তৃণমূল শিবিরেরও। শাসক দলের অভিযোগ, নবজোয়ার যাত্রার শেষ প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে তারা এলাকায় মিছিল করছিল। সেই মিছিল বিজেপির পার্টি অফিসের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বিজেপির আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের মিছিলের উপর এসে হামলা চালায়। দুই পক্ষের হাতাহাতি ও রাজনৈতিক গোলমালে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পরিস্থিতি। ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হয়েছেন। রক্তও ঝরেছে। বিজেপির বক্তব্য, তাদের কার্যকারিণী বৈঠক ছিল। সেই সময়েই তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাদের উপর হামলা চালায়। ঘটনায় বিজেপি শিবিরের সাতজন আহত হয়েছেন বলে দাবি এবং তাদের মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আক্রান্ত তৃণমূল কর্মীরা বলছেন, তাঁরা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচির জন্য তাঁরা রাস্তার ধারে পতাকা বাঁধছিলেন। সেই সময়েই প্রায় ২০-২৫ জন বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী তাঁদের উপর চড়াও হয়। তাদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রও ছিল বলে দাবি তৃণমূলের। হামলায় তৃণমূলের বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হয়েছেন। একজনের পাঁজরে গুরুতর চোট লেগেছে বলে অভিযোগ। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় পুলিশ। পুলিশকর্মীরা মিলে পরিস্থিতি সামাল দেন। তবে ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় বেশ উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিশেষ করে তৃণমূলে নবজোয়ার কর্মসূচিতে অভিষেকের পিংলায় আসার আগে এমন ঘটনা ঘিরে নতুন করে রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে এলাকায়।

রেললাইন সম্প্রসারণে বাস্তুহারা হচ্ছে ২৫টি পরিবার

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৮ মে ঃ বালুরঘাট-হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণের ফলে গৃহহীন হতে চলেছে প্রায় ২৫ টি পরিবার। জমির পাট্টা সংক্রান্ত কোনও কাগজ না থাকার কারণে মিলছে না সরকারি ক্ষতিপূরণ। যার ফলে রাতের ঘুম উড়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমইর চকামোদ এলাকার একটি কলোনির প্রায় ২৫ টি পরিবারের। এমতাবস্থায় সরকারি সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন অসহায় পরিবারের সদস্যরা। শুধুমাত্র বাড়ি নয়, ওই এলাকার একটি প্রাথমিক

বিদ্যালয়ও রেলের জমিতে পড়েছে। রেল লাইন সম্প্রসারণ হলে স্কুলটিও উঠে যাবে। যদিও সবরকম ভাবে ওই পরিবারদের সহযোগিতা করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা। বালুরঘাট ব্লকের অমৃতখন্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের ডুমইর চকামোদ কলোনিতে সব মিলিয়ে প্রায় ৫০টি পরিবারের বাস। দীর্ঘ প্রায় ৪০-৫০ বছর ধরে তারা ওই এলাকায় বসবাস করছেন। বেশিরভাগ পরিবারেরই আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। পুনর্বাসন না পেলে অন্যত্র গিয়ে বাড়ি করার মতোও সামর্থ নেই তাঁদের। এদিকে এই এলাকা দিয়েই হবে রেল লাইন। বালুরঘাট-হিলি রেল লাইন সম্প্রসারণের জন্য এই জায়গাই চিহ্নিত হয়েছে। এমনকি জমি চিহ্নিত এলাকায় রেলের তরফে ফলক পোঁতাও হয়েছে। এই কলোনির মধ্যে ২৫ টি বাড়ি এবং দৌল্লা প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রস্তাবিত রেললাইনের মধ্যে পড়েছে। এই স্কুল উঠে গেলে পড়ে এলাকার বাচ্চাদের পড়াশোনার ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। কিন্তু, ওই কলোনির বাসিন্দাদের কোনও জমির দলিল বা পাট্টা না থাকায়, তারা জমির মূল্য পাবেন না। এমনকি কোন ক্ষতিপূরণও পাবেন না। এটা বুঝতে পেরেই রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন গ্রামের বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি শুধুমাত্র ২৫টি পরিবারই নয়, রেললাইনের সম্প্রসারণের কাজ শুরু হলে মাটি ফেলাকে কেন্দ্র করে আরো অনেক বাড়ি উঠে যেতে বাধ্য হবে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবেই পুনর্বাসনের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। এই বিষয় নিয়ে খুব শীঘ্রই জেলা প্রশাসনের কাছে দ্বারস্থও হতে চলেছেন। একইভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও তাদের পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছে। বিজেপির পক্ষ থেকে জেলাশাসকের কাছে ওই এলাকার মানুষদের পুনর্বাসনের দাবি জানানো হবে বলে জানিয়েছেন বিজেপি জেলা সম্পাদক বাপি সরকার। পাশাপাশি এবিষয়ে বামফ্রন্টের তরফে আরএসপি রাজ্য সম্পাদক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী একই দাবি করেছেন। তৃণমূলের জেলা সহসভাপতি সুভাষ চাকি জানান, এই বিষয়ে দলীয়ভাবে এবং প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা করা হবে। অন্যদিকে এ বিষয়ে জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা বলেন, বিষয়টি শুনেছি। জেলা প্রশাসন ওদের পাশে আছে।

স্বাস্থ্য ও সচেতনতা

পেইন ম্যানেজমেন্ট

সকল প্রকার দীর্ঘস্থায়ী ব্যথা থেকে মুক্তি

ডাঃ মনীশ দে
MBBS (MCK), MD (AIIMS, New Delhi), DNB, FPM (EIPM, WBUHS)
Pain Management Specialis
Mob : 86976712581 / 99035696602

কোমরের ব্যথা ঃ
দীর্ঘদিনের হাঁটুর যন্ত্রণা কিংবা কোমরের ব্যথার সমস্যা এখন ঘরে ঘরে। মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই জীবনের কোনও না কোনও সময় এই ব্যথার শিকার হয়ে থাকেন। কয়েক বছর আগেও যন্ত্রণা সহ্য করা কিংবা সার্জারি করানো ছাড়া অন্য কোন উপায় না থাকলেও এখন পেইন ম্যানেজমেন্ট চলে আসায় বহু রোগী ব্যথাময় জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে পারছেন। জানালেন পেইন ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ডাঃ মনীশ দে।

পেইন বা ব্যথা কী?
পেইন হল একটি অস্বস্তিকর কিংবা অপ্রীতিকর সংবেদনশীল ও আবেগপ্রবণ পরিস্থিতি যা আমাদের শরীরের কিছু নির্দিষ্ট অংশের টিস্যু বা কোষের ক্ষতির সঙ্গে যুক্ত।

কারণ ঃ
-বিভিন্ন প্রকার আর্থ্রাইটিস (অস্টিও কিংবা রিউম্যাটয়েড)।
-যে কোনও প্রকার চোট-আঘাত (ট্রমা)।
-ডায়াবেটিসের নিউরোপ্যাথি।
-সম্পনিন্ডলাইটিস ও স্পাইনাল স্টেনোসিস।
-স্লিপ ডিস্ক।
-ফ্রাইব্রো মায়ালজিয়া।
-ফ্রোজেন সোল্ডার।
-সার্জারির পরবর্তী পেইন।
-কব্জীতে ব্যথা।
-স্পোর্টস ইনজুরি।
-টেনিস এলবো।
-মাইগ্রেন।
-প্ল্যান্টার ফ্যাসাইটিস।

পেইন ম্যানেজমেন্ট বলতে কী বোঝায়?
কোনও অসুখের কারণে কিংবা চোট আঘাতের জন্য দীর্ঘদিনের দীর্ঘস্থায়ী ব্যথায় ওষুধ দিয়ে কিংবা ফিজিওথেরাপি করেও সুফল না হলে ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্যথা উৎপাদনকারী নার্ভটি ব্লক করে দেওয়া হয় যা মূলত পেইন ম্যানেজমেন্ট হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও এর মধ্যে লাইফস্টাইল, এক্সারসাইজ, ওরাল এবং ইন্ট্রাভেনাস মেডিসিন পড়ছে।

অ্যাকিউট পেইনের ক্ষেত্রে এর কি ভূমিকা?
অ্যাকিউট পেইন অর্থাৎ হঠাৎ করে তীব্র যন্ত্রণা শুরু হলে মূলত মেডিসিন কিংবা সার্জারির প্রয়োজন পড়ে, সেক্ষেত্রে পেইন ম্যানেজমেন্টের কোনও ভূমিকা নেই। তবে দীর্ঘদিনের ব্যথার (ক্রনিক পেইন) ক্ষেত্রে এটি প্রযোজ্য।

ক্রনিক পেইন কি নিরাময় সম্ভব?

স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, প্রতিদিন শরীরচর্চা ব্যথা কমানোর যথাযথ চিকিৎসা এবং গুত রোগ শনাক্তকরণের মাধ্যমে এই প্রকার ব্যথা আটকানো সম্ভব।

অ্যাডভান্সড পেইন ম্যানেজমেন্টকী?
রেডিওফ্রিকোয়েন্সি নার্ভ অ্যাবলেশন- সনাক্ত করে এবং এক্ষেত্রে ব্যথা উৎপাদনকারী নার্ভগুলিকে সনাক্ত করে এবং নির্দিষ্ট হিট দিয়ে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই যথাযথভাবে অসাড় করে দেওয়া হয়।

ভার্টিব্রোপ্লাস্টি ঃ বয়স্ক রোগীদের ক্ষেত্রে কারও যদি পিঠে ফ্র্যাকচার হয়ে থাকে-সেক্ষেত্রে কাটা-ছেঁড়া না করে এই পদ্ধতিতে ব্যথা কমানো সম্ভব।

প্লেটলেট রিচ প্লাজমা ইনজেকশন ঃ এর দ্বারা ক্ষয়ে যাওয়া কার্টিলেজ এবং আংশিক চিরে যাওয়া মাংসপেশী তৈরী হয়। তবে কার্টিলেজ যদি সম্পূর্ণ ক্ষয়ে যায় বা মাংসপেশী সম্পূর্ণ ছিঁড়ে যায়, তখন সার্জারি করানোই হল আদর্শ চিকিৎসা।

ইন্ট্রাথেকাল ড্রাগ ডেলিভারী সিস্টেম ঃ সাধারণত ক্যানসার জনিত ব্যথার ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করা হয়। ব্যথা বন্ধ করার জন্য স্পাইনাল কর্ডের পেইন রিসেপটারের মধ্যে ওষুধ দেওয়া হয়।

ক্যানসার রোগীর ক্ষেত্রে ঃ সাধারণত ক্যানসার রোগীদের অসহ্য যন্ত্রণার কারণে তাদের দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হয়। এক্ষেত্রে পেইন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ব্যথা থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। যেটা প্যালিয়াটিভ ক্যানসারের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত।

পেইন ম্যানেজমেন্টের সুবিধা ঃ এটি একটি ডে-কেয়ার প্রসিডিওর। কোনও কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন নেই। খরচ খুবই কম। ব্যথার ওষুধের সাধারণত প্রয়োজন কম পড়ে। দ্রুত কর্মজীবনে ফেরা যায়।

ঘাড়ের ব্যথা থেকে মুক্তির উপায়

দুরন্ত বার্তা ঃ অনেক কারণেই ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। সারভিক্যাল স্পনডাইলোসিস, সারভিক্যাল স্পনডাইলোলিসথেসিস, সারভিক্যাল রিবস, সারভিক্যাল ক্যানেল স্টেনোসিস বা স্পাইনাল ক্যানাল সরু হলে এই ব্যথা হয়। এ ছাড়া সারভিক্যাল ডিস্ক প্রলেপস বা হারনিয়েশন ডিস্ক নার্ভের ওপর চাপ প্রয়োগ করে। অস্বাভাবিক পজিশনে শুয়ে থাকা, সামনে ঝুঁকে বা একপাশে কাত হয়ে ভারী কিছু তোলা, দীর্ঘক্ষণ ঘাড় নিচু বা উঁচু করে কাজ করলে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে। এই ব্যথার উপসর্গ হতে পারে একেক রকম, যা কাঁধ, বাহু এমনকি আঙুল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। কাঁধ, বাহু, হাত ও আঙুলে অবশ ভাব এবং ঘাড় ধরে আছে, এমন অনুভূতি হতে পারে। অনেক সময় ঘাড় নিচু করে ভারী কিছু তোলা বা অতিরিক্ত কাজের পর কিংবা হাঁচি, কাশি দিলে বা সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বেড়ে যায়। ব্যথা মাথার পেছন থেকে শুরু হয়ে মাথার সামনে আসতে পারে। ঘাড়ে ব্যথার চিকিৎসার আগে এর কারণ নির্ণয়ের জন্য রক্তের বিভিন্ন পরীক্ষা, এক্স-রে, এমআরআই, সিটি স্ক্যান ইত্যাদি দরকার হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ ঘাড়ে ব্যথার চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো, ১. ব্যথা ও অন্যান্য উপসর্গ নিরাময় করা। ২. ঘাড়ের মুভমেন্ট স্বাভাবিক করা। ব্যথার কারণ অনুসন্ধানের পর চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসার পাশাপাশি ফিজিওথেরাপি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বিভিন্ন ম্যানুয়াল বা ম্যানুপুলেশন থেরাপি, থেরাপিউটিক এক্সারসাইজ ব্যবহৃত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রিক থেরাপিউটিক যন্ত্র, যেমন ইন্টারফেরেনসিয়াল থেরাপি, অতি লোহিত রশ্মি, মাইক্রোওয়েভ ডায়াথার্মি, আলট্রাসাউন্ড থেরাপি, শর্টওয়েভ ডায়াথার্মি ও ইন্টারমিটেন্ট স্যারভাইক্যাল ট্র্যাকশন, ট্রান্সকিউটেনিয়াস ইলেকট্রিক্যাল স্টিমুলেশন ইত্যাদি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে দুই থেকে তিন সপ্তাহ সম্পূর্ণ বিশ্রামে থেকে চিকিৎসা নিতে হয়। কনজারভেটিভ বা মেডিকেল চিকিৎসায় ভালো না হলে, ব্যথা বাড়তে থাকলে, স্নায়ু সমস্যা দেখা দিলে, বাহু, হাত ও আঙুলে অবশ ভাব দেখা দিলে এবং প্রস্রাব বা পায়খানার নিয়ন্ত্রণ না থাকলে দ্রুত সার্জিক্যাল চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিকারের উপায়-
১. সামনের দিকে ঝুঁকে দীর্ঘক্ষণ কাজ করবেন না।
২. বেশি ওজন বহন করবেন না।
৩. প্রয়োজনীয় বিশ্রাম নিতে হবে।
৪. শক্ত বিছানায় ঘুমাবেন।
৫. ঘুমানোর সময় মধ্যম সাইজের বালিশ ব্যবহার করবেন, যার অর্ধেকটুকু মাথা ও অর্ধেকটুকু ঘাড়ের নিচে থাকবে।
৬. তীব্র ব্যথা কমে গেলেও ঘাড় নিচু বা উঁচু করা, মোচড়ানো বন্ধ করা।
৭. অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম বন্ধ।
৮. সেলুনে কখনোই ঘাড় ম্যাসাজ নয়।
৯. কাত হয়ে শুয়ে দীর্ঘক্ষণ পড়বেন না বা টেলিভিশন দেখবেন না।
১০. কম্পিউটারে কাজ করার সময় মনিটর চোখের লেভেলে রাখবেন।
১১. গরম প্যাড, গরম জলের বোতল দিয়ে সেঁক দিতে পারেন।
১২. ঘাড়ের পেশি নমনীয় ও শক্তিশালী হওয়ার ব্যায়াম করতে হবে।

প্রশ্নোত্তর

পাঠকদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা। আপনারাও প্রশ্ন পাঠান। আমাদের চিকিৎসকরা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন ঃ সামান্য বাতাসেই আমার গলা ব্যথা করে ও ঢোক গিলতে কষ্ট হয়। অ্যালার্জির কারণে শরীর লাল লাল হয়ে ফুলে যায় ও চুলকায়। বাইরের ধূলা-বালিতে কাশি হয়। গার্গেল করলে সমস্যা কমে, মাফলার পরলে ভালো লাগে। আগে গলা দিয়ে রক্ত আসত, মনে হচ্ছে টনসিলের সমস্যা।

উত্তর ঃ আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে এটি টনসিলের সমস্যা নয়, অ্যালার্জিজনিত সমস্যা। অ্যালার্জি দুইভাবে হতে পারে- একটি পোলেন বা পরাগরেণু দিয়ে অন্যটি ধোঁয়া, ধূলা-বালি, ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা। খাদ্যের কারণে আপনার এ ধরনের অ্যালার্জি হওয়ার আশঙ্কা নেই। প্রথম করণীয় ধূলা-বালি, ধোঁয়া, ঠাণ্ডা পরিহার করে চলতে হবে। লবণ কুসুম গরম জল দিয়ে গড়গড়া চালিয়ে যেতে হবে। একইভাবে নাকও পরিষ্কার করতে হবে। ঘর থেকে ধূলা-বালির বিভিন্ন উৎস যেমন কার্পেট, মোটা পর্দা, বইপত্র থেকে দূরে থাকতে হবে। লেপ-তোষক, কম্বল, বালিশ সপ্তাহে অন্তত দু'বার রোদে দিতে হবে। নাকের কিছু স্টেরয়েড স্প্রে বা মন্টিলুকাস্ট ট্যাবলেট বা উভয়ই চালিয়ে যাওয়া লাগতে পারে। এতেও কাজ না হলে আপনার নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে চিকিৎসা করাতে হবে।

প্রশ্ন ঃ স্নান করার সময় প্রায়ই কানে জল ঢুকে যায়। কাশি হয় এবং এই সময় কানও বন্ধ হয়ে যায়। এর থেকে কি বড় কোন সমস্যা হতে পারে?

উত্তর ঃ আপনার এই সমস্যা নাকের ও গলার অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে। যখনই আপনার সর্দি লাগে বা কাশি হয় বা সর্দি কাশি উভয়ই হয় তখন সংক্রমন নাকের পেছন দিক দিয়ে ইউস্টেসিয়ান টিউবের মাধ্যমে মধ্যকর্ণে চলে যায়। এটি অ্যালার্জি ও অ্যালার্জির ওপর সুপারইম্পোজড ইনফেকশন থেকে হতে পারে। নাকের হাড় বাঁকা বা পলিপ থেকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে টনসিল বা এডেনয়েড বড় হয়ে গিয়ে এই সমস্যা হতে পারে। আপনাকে অবশ্যই অ্যালার্জি যেমন ধূলা-বালি, ধোঁয়া, ঠাণ্ডা থেকে দূরে থাকতে হবে। নাক কান গলার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দেখিয়ে এসব অঙ্গে কোনো সমস্যা আছে কিনা জানতে হবে। প্রয়োজনে এক কোর্স এন্টিবায়োটিক ও নাকের স্টেরয়েড স্প্রে ব্যবহার করতে হবে। কানের ভেতর জমে যাওয়া জলের অপারেশন যেমন মাইরিঙ্গেটমি ও গ্রোমেট লাগানো লাগতে পারে। কানে জল জমলে কানে কম শোনা, মাথা ঘোরানো এমনকি কানের পর্দা ফুটো হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা হতে পারে। কাজেই এখন থেকেই সচেতনতা জরুরি।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ৩১। এরই মধ্যে আমার মাথায় চুল পড়ে গিয়ে টাক পড়েছে। নতুন করে চুল গজানো কি সম্ভব?

উত্তর ঃ বর্তমানে অত্যাধুনিক পিআরপি থেরাপির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়াই নতুন করে চুল গজানো সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমার দু'চোখের নিচে কালো দাগ পড়ায় আমি হতাশ। মলম ব্যবহার করেও কাজ হচ্ছে না।

উত্তর ঃ এই সমস্যাটি দূর করা অনেক সময় দুরুহ। তবে বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার মাধ্যমে এটি নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রাত জাগবেন না। অ্যালার্জিক ফুড গ্রহণ পরিহার করবেন। ফর্সাকারী কোনো ক্রিম ব্যবহার করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার কপালে বলিরেখা ও মুখে বয়সের চিহ্ন ফুটে উঠেছে। এর চিকিৎসা কী?

উত্তর ঃ বলিরেখা বা রিঙ্কলসকে মেসো থেরাপির মাধ্যমে কোনো পার্শ্বক্রিয়া ছাড়াই দূর করা সম্ভব।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ১৭। আমার মুখে অনেক অনেক বড় ব্রণ হয়েছে। আর সাথে বেশ দাগ পড়েছে। ওষুধ সেবন করে লাভ হচ্ছে না। এখন আমি কি করবো?

উত্তর ঃ চিন্তার কারণ নেই। বর্তমানে শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ রেডিও সার্জারি'র মাধ্যমে মাত্র এক সেশন চিকিৎসায় ব্রণ নির্মূল করা সম্ভব। এতে নেই কোন পার্শ্বক্রিয়া।

প্রশ্ন ঃ আমি অবিবাহিতা। বয়স ২২। আমার মনে হচ্ছে-দিনদিন আমার মাথার চুল পড়া বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে মাথায় টাক সৃষ্টি হচ্ছে। আমি এর একটি ভাল প্রতিকার চাই।

উত্তর ঃ চুল পড়া এখন কোন বড় সমস্যা নয়। কারণ নির্ণয় করে চিকিৎসা করালে বর্তমানে মাথায় সৃষ্টি টাক নির্মূল করা সম্ভব। এর জন্য আপনি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করুণ।

পিত্তথলির যত্ন

দুরন্ত বার্তা ঃ গলব্লাডার বা পিত্তথলির অবস্থান লিভারের ঠিক নিচে। পিত্তথলির মধ্যে থাকে পিত্তরস বা 'বাইল'। বাইল তৈরি করে লিভার। খাওয়ার আগে গলব্লাডার পিত্তরসে পূর্ণ থাকে। খাওয়া শেষ হলে চুপসে যায়। পিত্তরস খাবারের সঙ্গে মিশে হজমে সাহায্য করে। পিত্তরস কাজ করতে না পারলে খাবার হজমে সমস্যা হয়। আর শরীরে কোলেস্টেরল, বাইল সল্টের পরিমাণ বেড়ে গেলে তৈরি হয় গলব্লাডারে পাথর। স্নেহজাতীয় বা চর্বিজাতীয় খাবার হজমে সাহায্য করে পিত্তরস।

করণীয়
-প্রতিদিন ২ লিটার জল পান করুন, এতে পুরো দেহে সুষ্ঠুভাবে রক্ত চলাচল করবে, ফলে গলব্লাডারের পিত্তরসও কাজ করবে সঠিকভাবে।
-ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, কিডনির অসুখ, ওজন, রক্তে ইনফেকশনের মাত্রা সর্বদা নিয়ন্ত্রণে রাখুন। এই অসুখগুলো বেড়ে গেলে পিত্তথলি সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারে না।
-যেকোনো ধরনের মাদকদ্রব্য, ধূমপান, অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড, তেল, মসলা দেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। এগুলো বর্জন করুন।
-দীর্ঘদিন ধরে জন্মনিয়ন্ত্রণ পিল, যৌনক্ষমতাবর্ধক ওষুধ, যেকোনো হরমোনের ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ব্যতীত খাওয়া থেকে বিরত থাকুন। প্রচুর পরিমাণে তিতাজাতীয় খাবার ও শাকসবজি খান। আঁশজাতীয় খাবার সব মানুষের জন্য উপকারী।
-তেল-চর্বিজাতীয় খাবার পরিহার করুন। এই খাবারগুলোর বাড়তি তৈলাক্ত অংশ পিত্তথলিতে জমা হয়। বছরের পর বছর এমনভাবে তৈলাক্ত বর্জ্য বা কোলেস্টেরল জমে গলব্লাডারে পাথর জমা হয়। পিত্তরস সঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। তরল পিত্ত শক্ত পাথরে পরিণত হয়। তখন খাবার হজমে ব্যাঘাত ঘটে। পরিণামে তখন পেটে ব্যথা হয়। মারাত্মক পরিণতিতে বুকে ব্যথাও হয়।
-পিত্তথলিতে ইনফেকশন হয়ে পুঁজ জমতে পারে। ইনফেকশন হলে জ্বর জ্বর ভাব, পেটে ব্যথা হয়, বমিও হতে পারে। মাঝেমধ্যে যদি পেটের ডান পাশে ব্যথা হয় তবে অবহেলা করবেন না। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন। বছরে অন্তত একবার পুরো দেহ চেকআপ করান।
-খাবারের তালিকায় মরশুমি ফল অবশ্যই রাখুন। গলব্লাডার অপারেশনের পরে সতর্কতা অবলম্বন করুন।
-মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো খাবার বা ওষুধ খাবেন না। এই ধরনের খাবার বা ওষুধ কিডনি ও লিভারের কার্যক্ষমতা দুর্বল করে দেয়।
-অনেকের গর্ভাবস্থায় পিত্তথলিতে পাথর হয়। পিত্তথলিতে পাথর হওয়ার বংশগত বা পারিবারিক ইতিহাস থাকলেও পাথর হতে পারে। অতিরিক্ত ওজন বা যাঁরা হঠাৎ করে খুব বেশি ওজন কমিয়ে ফেলেছেন বা দীর্ঘ সময় ধরে না খেয়ে থাকেন, তাঁরাও আক্রান্ত হতে পারেন পিত্তথলির পাথরে।

ঘরোয়া পদ্ধতিতে থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা ঃ শরীরের জন্য থাইরয়েড হরমোনের একটি নির্দিষ্ট মাত্রা আছে। এর থেকে কম বা বেশি হরমোন উৎপাদিত হলেই, শরীরের উপর বিভিন্ন রকমের বিরূপ প্রভাব পড়তে শুরু করে। তবে যথাযথ খাদ্যাভাস এবং জীবনযাত্রা ঠিক রাখার মাধ্যমে থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। যারা থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন এবং নিজেকে সুস্থ রাখতে চান, তারা ঘরোয়া কিছু পদ্ধতি অনুসরণ করতে পারেন। যেমন-

১. জাঙ্ক ফুড এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে থাকুন। এগুলি স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর।

২. বর্তমান যুগে এত শারীরিক ও মানসিক সমস্যা হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ হল, অগোছালো জীবনযাপন করা। তাই নিয়মিত ব্যায়াম করা স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। এতে শরীরের অতিরিক্ত ক্যালোরি ঝরে এবং শরীর সুস্থ থাকে।

৩. খাবার খাওয়ার সময় তাড়াহুড়ো না করে, ধীরেসুস্থে ভালো করে চিবিয়ে খেতে হবে। মনোযোগ দিয়ে ভালো করে চিবিয়ে খাওয়া থাইরয়েড এবং মনের মধ্যে সংযোগ গড়ে তোলে। থাইরয়েড গ্রন্থি শরীরের বিপাক নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তাই ধীরেসুস্থে খাবার চিবিয়ে খেলে তা বিপাক ক্রিয়া বাড়াতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪. গবেষণায় দেখা গেছে, এমন কিছু শাকসবজি আছে যেগুলি কাঁচা অবস্থায় খাওয়ার ফলে, থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হয়, যেমন-বাঁধাকপি, ব্রকলি, ব্রাসেলস স্প্রাউট, ফুলকপি ইত্যাদি। এসব সবজি কাঁচা অবস্থায় খেলে থাইরয়েড গ্রন্থির ভারসাম্য নষ্ট নয়। তাই এই ধরনের সবজি কাঁচা বা স্যালাড হিসেবে না খেয়ে, রান্না করে খান।

৫. নারকেল তেলে থাকা ফ্যাটি অ্যাসিড থাইরয়েড গ্রন্থির কার্যকারিতা বাড়াতে সহায়তা করে। নারকেল তেল গরম না করে যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে তা ওজন হ্রাস করতে এবং বিপাকীয় ক্রিয়া বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। এমনকি শরীরের তাপমাত্রাও ঠিক রাখতেও সাহায্য করে এই তেল।

৬. অ্যাপেল সিডার ভিনেগার হরমোন উৎপাদনের ভারসাম্যতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এতে বিপাকের উন্নতি হয়। এছাড়াও, এটি শরীরের ফ্যাট নিয়ন্ত্রণ এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থগুলি বের করে পুষ্টি শোষণে সহায়তা করে।

৭. আদায় বিভিন্ন রকম খনিজ যেমন-পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম পাওয়া যায়। এটি থাইরয়েডের সমস্যার সঙ্গে লড়াই করতে দারুন কার্যকর। থাইরয়েডের সমস্যা কমাতে নিয়মিত আদা চা পান করুন।

৮. থাইরয়েডের ক্ষেত্রে ভিটামিন বি খুবই সহায়ক। বিশেষ করে ভিটামিন বি১২ হাইপোথাইরয়েডিজমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য খুবই উপকারী। তাই প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম, মাছ, মাংস, দুধ, বাদাম অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করুন। এগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে ভিটামিন বি সরবরাহ করবে।

৯. ভিটামিন ডি'য়ের অভাবে থাইরয়েডের সমস্যা হতে পারে। সূর্যের আলোতেই শরীর একমাত্র ভিটামিন ডি প্রস্তুত করতে পারে। তাই দিনে অন্তত পক্ষে ১৫ মিনিট সূর্যের আলোয় থাকুন। এতে শরীরে ভালোভাবে ক্যালসিয়ামের শোষণ হবে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়বে। ভিটামিন ডি সমৃদ্ধ কিছু খাবার হল-স্যালমন, ম্যাকারেল, দুগ্ধজাতীয় দ্রব্য, কমলালেবুর রস, ডিমের কুসুম ইত্যাদি। শরীরে যদি ভিটামিন ডি'র মাত্রা খুবই কম থাকে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন-ডি সাপ্লিমেন্টও নিতে পারেন।

১০. দুধ, পনির, দই এই ধরনের দুগ্ধজাতীয় খাবার থাইরয়েডের জন্য খুবই উপকারী। কারণ এই সব খাবারে আয়োডিন এবং খনিজ বিপুল পরিমাণে থাকে যা থাইরয়েডের জন্য খুবই উপকারী। আয়োডিন সাপ্লিমেন্টও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

আচমকা দাঁতে আঘাত ও ব্যথার কারণ

দুরন্ত বার্তা ঃ আপনি যদি রাগ, টেনশন বা ভয় অথবা অতিরিক্ত মনোযোগের কারণে দাঁত কিড়মিড় করেন বা ঘষাঘষি করেন স্বজ্ঞানে বা অজান্তে তবে এ ক্ষেত্রে ক্রমান্বয়ে একটা সময় পরে দাঁতে ব্যথা হতে পারে, আবার ক্ষয়ও হতে পারে। মাঝে মাঝে দাঁত লুজ হয়ে যেতে পারে। আমাদের জীবনের চলার পথে আমরা মানসিক চাপ অনুভব করি। মানসিক চাপের কারণে ঘুমের মধ্যে কেউ কেউ দাঁত কিড়মিড় করে থাকে। এটি হয়ে থাকে ঘুমের অচলাবস্থা, দাঁতের বাইট ঠিকভাবে না থাকলে, দাঁত না থাকলে বা মিসিং টুথ এর কারণে এই ধরণের অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক নাইট গার্ড এই ধরণের ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে পারে। আপনি বার বার মাউথওয়াশ ব্যবহার করলে দাঁত পরিষ্কার হতে পারে। কিন্তু এতে করে আপনার দাঁত সংবেদনশীল হতে পারে। কিছু কিছু মাউথওয়াশে এসিড বিদ্যমান যা দাঁতের ডেন্টিনকে ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে, যা আপনার দাঁতের মধ্যবর্তী লেয়ার। উপরের মাড়ির পিছনের দাঁতের ব্যথা অনেক সময় সাইনাসের সংক্রমণের কারণে হতে পারে। কারণ আপনার দাঁত ন্যাসাল প্যাসেজের খুবই নিকটে থাকে। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে জিনজিভাইটিস বা মাড়ির সংক্রমণ দেখা দিতে পারে। আপনার দাঁতের ক্যারিজ বা দন্তক্ষয়ের সম্ভাবনাও বেশি থাকে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে দাঁতের অতিরিক্ত যত্ন নিতে হবে এবং ডেন্টাল চেকআপ স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে বেশি করতে হবে। টেম্পেরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট নিচের চোয়ালকে মাথার খুলি বা স্কালের সাথে সংযুক্ত করে রাখে। যখন টেম্পেরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ইনজুরি বা আঘাত, আর্থ্রাইটিস বা অন্য কোনো কারণে স্বাভাবিক কাজ করছে না তখন চিবানোর সময় ব্যথা এবং আপনার চোয়ালেও ব্যথা হতে পারে। ট্রাইজেমিনাল নিউরালজিয়ার কারণে দাঁতে ব্যথা হতে পারে। নার্ভে ক্রনিক পেইন বা ব্যথা হতে পারে। দাঁত ব্রাশ করার সময়, খাবার সময় এবং পান করার সময় প্রায়ই ব্যথা হতে পারে। শরীরের উপরের অংশের ব্যথা হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হতে পারে। আপনি আপনার কাঁধ, চোয়াল এবং দাঁতে ডিসকমফোর্ট বা অস্বস্তি অনুভব করতে পারেন। এর সাথে পালপিটেশন, বমি বমি ভাব, বুকে ব্যথা, সর্টনেস অব ব্রেথও দেখা দিবে। দাঁত সাদা করার জন্য আমরা ব্লিচিং করে থাকি। ব্লিচিং করার দুই থেকে তিন দিন পর দাঁত শির শির করতে পারে। শুধু তাই নয় মাড়িও জ্বালাপোড়া করতে পারে। তাই এ সব বিষয়ে সাবধান হতে হবে। মাড়ি সরে যাওয়া বা গাম রিসেসনের কারণে দাঁত শির শির করতে পারে। আমরা যে খাবার খাই তা যদি বেশি অ্যাসিটিক হয় তা এনামেলের ক্ষয় করে। এ ছাড়া সুগার ক্যান্ডি, কফি, সাইট্রাস ফল দাঁতের ক্ষতি করতে পারে যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কেউ খেয়ে ফেলে। আপনি যদি পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান না করেন তাহলে আপনার দাঁতের সমস্যা দেখা দেবে। জলে ফ্লোরাইড থাকে যা আপনার দাঁতকে মজবুত ও শক্তিশালী করে। জল পান করার ফলে দাঁতের ফাকে জমে থাকা খাদ্য কনা পরিষ্কার হয়ে যায়। মাঝে মাঝে হার্টের ব্যথার কারণে আপনি আপনার দাঁতে ব্যথা অনুভব করতে পারেন। আবার দাঁতে ব্যথার কারণে বুকে ব্যথা অনুভব করতে পারেন। এ ক্ষেত্রে আপনাকে অধিক সচেতন হতে হবে। তাই দাঁতে ব্যথা করলেই সব সময় সেটি দাঁতের কারণে হবে এমন কোনো কথা নেই। উপরের দাঁতে দন্তক্ষয় থাকলে অনেক সময় নিচের দাঁতে ব্যথা হয়। আবার নিচের দাঁতে দন্তক্ষয় থাকলে উপরের দাঁতে ব্যথা হতে পারে। দাঁতে ব্যথার এই ধরণের সারপ্রাইজিং কারণ আমাদের সামনে যে কোনো সময় চলে আসতে পারে। এ সব ক্ষেত্রে সচেতন না হলে অনেক সময় ভুল দাঁতে চিকিৎসা বা অন্য কোন ভুল চিকিৎসা হতে পারে এবং এতে রোগী মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হবে।

টনসিল অপারেশন নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার দরকার নেই

দুরন্ত বার্তা ঃ টনসিল বিষয়ে সাধারণ মানুষের ভিতর এক ধরনের ভীতি কাজ করে যেমন, এখান থেকে ভবিষ্যতে ক্যান্সার হবে। আসলে এই ধারণা সম্পূর্ণ অবাস্তব। ক্যান্সার হয় ধূমপান থেকে। গলায় টনসিলে ক্যান্সার নিয়ে অনেকেই খুব দুশ্চিন্তায় ভোগেন। টনসিলাইটিস থেকে বাতজ্বর হতে পারে কিন্তু সম্ভাবনাও খুব কম। বাচ্চার হাত-পা ব্যথা হলেই সেটা বাতজ্বর নয়, বাচ্চাদের হাড় বৃদ্ধির সময় হাত পায়ে ব্যথা হয়। সামান্য গলা ব্যথা হলেই টনসিলাইটিস না হতেও পারে। টনসিলের ইনফেকশন আসলে খুবই কষ্টকর। রোগীর গলার দুই পাশে মারাত্মক ব্যথা হয়, তীব্র জ্বর থাকে। রোগী কিছু খেতে পারে না, এমনকি নিজের লালাটুকুও গিলতে পারে না। শয্যাশায়ী হয়ে স্যালাইন বা ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রয়োজন হয়। গলার ভিতর দেখলে টনসিল দুটো লাল হয়ে ফুলে যায় এবং সাদা বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা যায়। ৫-৭ দিন পর্যন্ত রোগীর কাজ, কর্মস্থল, পড়াশোনা বন্ধ রাখতে হয়। তবে সব সময় টনসিলাইটিস এত তীব্র নাও পারে। এরকম টনসিলাইটিস যদি বছরে ৫-৭ বার হয় বিগত ২-৩ বছর ধরে তাহলে টনসিল অপারেশন করা হয়। অনেক সময় একদিকেরবা দুইদিকের টনসিলের নিচে পুঁজ জমা হয়। এটি খুবই কষ্টকর। একে বলা হয় পেরিটনসিলার এ্যাবসেস, এরকম ক্ষেত্রে একবার হলেই অপারেশন করা হয় (এক থেকে দেড় মাস পর)।

অনেক রোগীর গলায় সবসময় মৃদু ইনফেকশন টনসিলের মধ্যে থেকে যায়, ফলে টনসিল দুটি সবসময় ফোলা থাকে, গলার বাইরের দুই পাশে লিম্পয়েড গ্রন্থি ফোলা থাকে এবং টনসিলের ওপর চাপ দিলে ভিতর থেকে সাদা এক প্রকার পদার্থ বেরিয়ে আসে। এক্ষেত্রে রোগীর সমস্যা তীব্র হলে অপারেশন করা হয়। বাচ্চাদের (৪-১০ বছর) ক্ষেত্রে বার বার সর্দি কাশি হলে গলার ভিতর টনসিল এবং এ্যাডিনয়েড ফুলে যায়। সাধারণত একটু ফুলে গেলে সেটা নিয়ে বিচলিত হবার কারণ নেই কিন্তু যদি সে কারণে বাচ্চার খাবার খেতে, রাতে ঘুমের ভিতর শ্বাস নিতে সমস্যা হয় তাহলে এটা বাচ্চার অনেক ক্ষতি করতে পারে। এক্ষেত্রে দ্রুত পরীক্ষা নিরীক্ষা করে, প্রয়োজন হলে অপারেশন করিয়ে নেয়া উচিত। বর্তমানে এটিই টনসিল অপারেশনের সবচেয়ে বড় কারণ। কখনও কখনও অস্বাভাবিকভাবে একদিকের টনসিল বড় হয়ে গেলে, টনসিলের গায়ে সন্দেহজনক ক্ষত দেখা গেলে অপারেশন করে বায়োপসি পরীক্ষার মাধ্যমে ক্যান্সার আছে কিনা নিশ্চিত করা হয়। যদি কোন বাচ্চার সুস্পষ্টভাবে বাতজ্বরের লক্ষণ থাকে এবং টনসিলের ইনফেকশন থাকে তাহলে অবশ্যই টনসিল অপারেশন করা প্রয়োজন।

যাদের এলার্জির সমস্যা থাকে, তাদের সামান্য ঠা বা ধুলাবালিতে গলা খুশখুশ করে, সামান্য ব্যথা হয়, আবার গরম জল দিয়ে গড়গড়া করলে ব্যথা চলে যায়। গলার ভিতর দেখলে জিহ্বার গোড়ার উল্টাদিকে লালচে দানা দানা দেখা যায়। এক্ষেত্রে টনসিল অপারেশন করে রোগীর কোন লাভ হয় না। সতর্কতার সঙ্গে চললে সমস্যার হাত থেকে মুক্ত থাকা যায়। আর একটি কথা হলো তীব্র ব্যথা, জ্বর, কাশি, সর্দি এরকম অবস্থায় টনসিল অপারেশন করা হয় না। সেক্ষেত্রে ১-২ মাস পর অপারেশন করা হয়। ইতিমধ্যে ওষুধ দিয়ে রোগী সুস্থ হয়। টনসিল অপারেশনের সময় রোগীকে সম্পূর্ণ অজ্ঞান করা হয়, বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে মুখ হাঁ করিয়ে মুখের ভিতর দিয়ে টনসিল দুটি অপারেশন করে বের করে আনা হয়। সাধারণ বিশেষ ধারণের সিজার, ফোরসোপস, ইত্যাদি যন্ত্রপাতির মাধ্যমে অপারেশন করা হয় তবে বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিও ব্যবহার করা যায়। তবে মূলত পুরনো পদ্ধতিতে অপারেশনই সর্বোত্তম বলে স্বীকৃত। নতুন পদ্ধতিগুলোতে খরচ বেশি হলেও বাড়তি সুবিধা নিতান্তই কম, বরং কিছু ঝুঁকির মাত্রা বৃদ্ধি পায়।

খাবার ঃ রোগী অপারেশনের পর অজ্ঞানের প্রভাব মুক্ত হয়ে গেলে বা ঘুম থেকে জাগার ৩-৪ ঘণ্টা পর রোগীকে চামচ দিয়ে আইসক্রিম অল্প অল্প করে খাওয়াতে হবে। তবে রোগী যদি খেতে না পারে জোর করার দরকার নেই। প্রথম ১২ ঘণ্টায় ২-৩টা আইসক্রিম খাওয়ালে চলবে। ১২ ঘণ্টা পর ঠাণ্ডা তরল খাবার যেমন-ঠাণ্ডা জুস, জল খেতে পারে। সমস্যা না হলে নরম পাউরুটি দুধে ভিজিয়ে খেতে পারে। তবে খাবার পর রোগী ঠাণ্ডা জল দিয়ে কুলি গড়গড়া করবে, যেন খাবার মুখে জমে না থাকে। ১-২ ঘণ্টা পর থেকে ১ গ্লাস জলে ২ ছিপি হাইড্রোজেন পারঅক্সাইড মিশিয়ে দৈনিক ৩-৪ বার গড়গড়া করবে যাতে গলা পরিষ্কার থাকে। এছাড়া প্রতি বার খাবার পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে গড়গড়া করবেন। ২৪-৪৮ ঘণ্টার মধ্যে রোগী নরম খাবার খাবে যেমন ফ্যানভাত, নরম খিঁচুড়ি, দুধে ভেজা নরম পাউরুটি অথবা তরল করা খাবার। ৪৮ ঘণ্টা পর রোগী স্বাভাবিক খাবার খাবে এতে রোগীর কষ্ট হলেও স্বাভাবিক খাবার খেলে রোগীর গলাব্যথা তাড়াতাড়ি কমবে এবং রোগী তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে।

শক্ত খাবার যেমন ঃ শুকনো চিড়া, মুড়ি, খৈ, টোস্ট ইত্যাদি ছাড়া সব স্বাভাবিক খাবার যেমন-ভাত, তরকারি, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, টক-ঝাল, মিষ্টি সব খাবার রোগী খেতে পারে। টক, দুধ ইত্যাদির জন্য রোগীর কোন নিষেধ নেই। ২৪ ঘণ্টা পর রোগী স্নান করতে পারবে এবং স্বাভাবিক চলাফেরা ও হাল্কা কাজকর্ম করতে পারে। অনেক রোগী গলাব্যথার জন্য ঠিকমতো খেতে পারে না। সেক্ষেত্রে খাবার আগে চিকিৎসকের নির্দেশমতো ব্যথানাশক ব্যবহার করবে। তাতে ব্যথা কমলে এরপর খাবার খাবে। এভাবে তিনবেলা খাবার পূর্বে ওষুধ ব্যবহার করলে এবং পেট ভরে খাওয়া-দাওয়া করলে এবং নির্দেশমতো গড়গড়া করলে দ্রুত ব্যথা কমবে। অনেক সময় ব্যথা কানে অনুভূত হয়। সেক্ষেত্রে এটা গলা ব্যথার থেকেই কানে ব্যথা আসে এবং ভয়ের কোন কারণ নেই। তবে, হঠাৎ বেশি রক্ত এলে, বেশি জ্বর এলে বা গলাব্যথা মারাত্মক হলে ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। যদিও বেশির ভাগ রোগী নিরাপদে অপারেশনের পর ভালভাবে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়। খুব অল্প সংখ্যক রোগীর ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা হতে পারে। সব সমস্যা একজন রোগীর ক্ষেত্রে হয় না। সম্ভাব্য সকল প্রকার সমস্যার বিষয়ে অবগত হওয়া উচিত।

অপারেশন বিষয়ক ঝুঁকিসমূহ

১. রক্তপাত ঃ এটি অপারেশনের সময় বা ২ সপ্তাহ পরে হতে পারে। অপারেশন থিয়েটার হতে বের হবার পরপরই রক্তক্ষরণ হলে তৎক্ষণিকভাবে কিছু উপায়ে তা বন্ধ হয়ে যায়। তবে কখনও কখনও রোগীকে পুনরায় অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে অজ্ঞান করে রক্ত বন্ধ করা প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে রক্ত বন্ধ করা প্রয়োজন হতে পারে। বিশেষ ক্ষেত্রে রক্ত সঞ্চালন প্রয়োজন হতে পারে। ছুটি হবার পর সাধারণত গলার ইনফেশন হতে সামান্য রক্তপাত হতে পারে যা সাধারণ চিকিৎসাতেই ভাল হয়। এক্ষেত্রে পুনরায় ভর্তি খুব কম প্রয়োজন হয়।

২. ইনফেকশন ঃ মুখের থেকে ক্রমাগত দুর্গন্ধ এলে, জ্বর হলে, গলার ব্যথা বৃদ্ধি পেলে রোগীর গলায় ইনফেকশন হচ্ছে বলে ধরে নেওয়া যায়। এক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক পরিবর্তন করা লাগতে পারে। অনেক সময় ইনফেকশন হতেও গলা থেকে রক্ত ঝরতে পারে।

৩. ব্যথা ঃ গলা ব্যথা ৫-৭ দিন পর্যন্ত থাকে যা সাধারণ ব্যথার ওষুধেই সরে যায়। তবে কারও কারও ক্ষেত্রে এই ব্যথা ২ সপ্তাহ পর্যন্ত থাকতে পারে। ব্যথা অনেক সময় কানে অনুভূত হতে পারে। স্বাভাবিক খাবার একটু খেলে ও গলা পরিষ্কার রাখলে ব্যথা দ্রুত নিরাময় হয়।

৪. দাঁত, মাড়ি, জিহ্বা ঠোঁট এসব জায়গায় অনেক সময় ছোটখাটো আঘাত লাগাতে পারে। রক্ত বন্ধ করতে ব্যবহার করা ডায়াথার্মি মেশিনের অনিচ্ছাকৃত ছোয়া লেগে অনেক সময় মুখের ভিতরপাশে খুব সামান্য জায়গা আঘাতপ্রাপ্ত হতে পারে। এগুলোর জন্য বাড়তি কোন সমস্যা হয় না।

৫. টনসিল অপারেশনের পর অনেকের ক্ষেত্রে গলার ভিতর ক্ষত স্থানটি শুকানোর সময় অতিরিক্ত টানটান হতে পারে। এতে করে কারও খাবার খেতে, মুখ হাঁ করতে কিছুটা অসুবিধা হতে পারে।

৬. প্রাপ্তবয়স্ক রোগীদের টনসিল অপারেশনের পর কারও কারও গলার ব্যথা পুরোপুরি সারে না। এমনকি খুব কম ক্ষেত্রে কোন রোগীর গলা ব্যথা বৃদ্ধিও পায়। এটি কোন মারাত্মক সমস্যা নয়। আতঙ্কিত না হয়ে নিয়মিত ওষুধ সেবনে রোগী ভাল থাকতে পারে।

নিউ কোচবিহারে থামবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ মে ঃ অবশেষে সমস্ত রাজনৈতিক জল্পনার অবসান ঘটিয়ে নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপেজ দিতে চলেছে বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। আগামীকাল গৌহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রথম অবস্থায় এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিউ কোচবিহার স্টেশনে স্টপেজ না থাকায় শুরু হয় রাজনৈতিক জল্পনা। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্টপেজের দাবিতে নিউ কোচবিহার স্টেশনে অবস্থান বিক্ষোভ থেকে শুরু করে রেল অবরোধ করা হয়। অপরদিকে তড়িঘড়ি বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করা হয় বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজ থাকছে নিউ কোচবিহার স্টেশনে। কোনভাবেই যাতে তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলনে কোনরকম মাইলেজ না পায় তাই বিজেপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন নেতৃত্বরা তড়িঘড়ি রেল দপ্তর এবং রেলমন্ত্রী সঙ্গে যোগাযোগ করে নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের স্টপেজের দাবি জানায়। রেল মন্ত্রক সেই দাবি মেনে নিউ কোচবিহার স্টেশনে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নতুন করে স্টপেজ নির্ধারণ করে। আগামীকাল বিকেল চারটে নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস নিউ কোচবিহার স্টেশনে পৌঁছবে। একদিকে যখন বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে তারাই সব করেছে। অন্যদিকে তৃণমূলের দাবি তাদের আন্দোলনের জেরে নিউ কোচবিহারে থামছে বন্দে ভারত।

সমবায়ে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৮ মে ঃ আবারও সমবায় ভোটে জয়ী তৃণমূল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক থানার শহীদ মাতঙ্গিনী ব্লকের রঘুনাথপুর ২ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলননগর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির ভোটে ১৭টি আসনের মধ্যে আগেই চারটি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিলো। আজ ১৩টি আসনে ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল দশটায়। তৃণমূল ১৩টি আসনে প্রার্থী দেয়, বিজেপি ১৩ আসনে প্রার্থী দেয় ও বামফ্রন্ট ১০টি আসনে প্রার্থী দেয়। সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ভোট শুরু হয় শান্তিপূর্ণ ভাবে। ভোট গণনার শেষে শেষ হাসি হাসে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছে একক ভাবে ১৩ টি আসন। বামফ্রন্ট পেয়েছে ৩ টি আসন আর বিজেপি পেয়েছে মাত্র ১টি আসন। তৃণমূলের দাবি বিজেপি বামফ্রন্ট অলিখিত জোট করেছিলো কিন্তু তৃনমূলের সরকারের উন্নয়নের কাছে বিরোধীরা দাড়াতে পারেনি। ভোটের ফল ঘোষনার পরেই তৃণমূল নেতা- কর্মী ও সমর্থকরা সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন। পাশাপাশি বিজয় মিছিল করেন তাঁরা।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৮ মে ঃ পথ দূর্ঘটনায় মৃত্যু এক বাইক আরোহীর। মৃত ব্যক্তি পেশায় একজন পাথর ব্যবসায়ী। নাম ডাক্তার রায় (৫০)। বাড়ি ঝাড়খণ্ডের শিকারী পাড়া থানার কলকলি গ্রামে। এলাকা সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে বীরভূমের রামপুরহাট থানার মাশড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গামার পাহাড়ি গ্রামের কাছে ওই বাইক আরোহী বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় ক্রাশার ফেরত একটি খালি ডাম্পার ওই বাইক আরোহীর সামনে চলে আসে। তারপরই বেসামাল হয়ে বাইকটি ডাম্পারের চাকার নীচে পড়ে যায়। চাকার তলে পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলে মারা যান বাইক আরোহী। গ্রামবাসীরা ডাম্পার আটকে পথ অবরোধ করেন কিছুক্ষণ। পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

রাজেশ মাহাতোকে আইনি লড়াইয়ের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি

পুলিশ সুপারকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ২৮ মে ঃ রবিবার সকালে নন্দীগ্রামে সোনাচুড়াতে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্য পুলিশকে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করলেন বিরোধী দলনেতা। লটারি প্রসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে আনলেন গুরুতর অভিযোগ। এদিন নন্দীগ্রাম থানার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, রাজ্যে শুধু লটারি চলছে। নন্দীগ্রামের মতো গ্রামীণ এলাকায় কুড়ি হাজার টাকা করে পুলিশ নিয়ে কম্পিউটার অনলাইন লটারি চালাচ্ছে। নেশার মতো গ্রামের মানুষজন লটারি খেলছে। নন্দীগ্রামে ১২-১৪ কম্পিউটার সেন্টারে কুড়ি হাজার টাকা করে নিচ্ছে। প্রত্যেক মাসে আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা তুলছে নন্দীগ্রাম থানা। এগরার ঘটনায় ক্ষমা চাইতে গেছেন কেন মুখ্যমন্ত্রী? আপনার পুলিশ তো টাকা নিত। আপনার এসপি অমরনাথ কে (পুলিশ সুপার) জানে না। ও একটা ডাকাত! কুড়িটার বেশি ট্রাফিক জায়গা থেকে মাসে দু'লক্ষ টাকা করে তুলছে। হোমগার্ড নিয়োগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দিয়ে কয়েকজনের কাছ থেকে আড়াই লক্ষ টাকা করে তুলছে। আমি সবই জানি। প্রসঙ্গত এগরা বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর তৎকালীন এগরার ওসি মৌসম চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তোলেন শুভেন্দু। বাজি কারখানা থেকে মাসে ৫০ হাজার টাকা তোলা আদায় করার অভিযোগ আনেন তিনি। এদিকে কুড়মি আন্দোলনের নেতা রাজেশ মাহাতোকে আইনি লড়াইয়ের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। এদিন মমতা সরকারকে 'লেডি কিম' সরকার বলে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আমি রাজেশ মাহাতোকে বলব খুব তাড়াতাড়ি আইনি লড়াই লড়ুন। যদি নিজে পারেন তো ঠিক আছে। তা না হলে আইনি লড়াইয়ে বিরোধী দলনেতার সাহায্যের দরকার হলে করব। বিরোধী দলনেতা মানেই রাজ্য সরকার ও শাসকদলের আক্রান্ত যে কোন কারোর পাশে দাঁড়ানো। তিনি সবার মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি। তিনি নির্দিষ্ট কিছু ভোট ব্যাঙ্কের কাছে আটকে পড়েছেন। কুড়মি আন্দোলনের নেতা রাজেশ মাহাতোর সামাজিক আন্দোলন নিয়ে কোন বক্তব্য নেই। সমস্যা তৈরি করেছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উল্লেখ্য হামলার ঘটনার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, ৪৮ ঘণ্টা সময় দেওয়া হচ্ছে কুড়মি আন্দোলনকারীদের। এই হামলার ঘটনায় তারা যুক্ত কিনা তারা তাদের অবস্থান পরিষ্কার করুক। অভিষেকের অভিযোগ ছিল, এই হামলার পেছনে বিজেপি মদত দিয়েছে। আন্দোলনকারীরা তাদের অবস্থান পরিষ্কার করার পর সরকার ব্যবস্থা নেবে বলে অভিষেকের স্পষ্ট বার্তা ছিল। প্রসঙ্গত রাজ্যের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার কনভয়ের ওপর হামলার ঘটনাতে নয়াগ্রাম থেকে কুড়মি নেতা রাজেশ মাহাতোকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শনিবার বিকেলে তাকে গ্রেফতার করা হয়। এর আগে শনিবার দুপুরে ঝাড়গ্রাম শহরে একটি বেসরকারি লজে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘাঘর ঘেরা কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় কনভয়ে হামলার ঘটনায় কুড়মিরা যুক্ত নয়। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলন হয়ে যাওয়ার পর রাজ্যর মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার অভিযোগের ভিত্তিতে রাজেশ মাহাতোকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জামিন পেলেন না রাজেশ মাহাতোরা

আন্দোলনের পথে জঙ্গলমহল

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৮ মে ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়ের গাড়িতে হামলার ঘটনায় গ্রেফতার কুড়মি আন্দোলনের নেতা রাজেশ মাহাতোর জামিনের আবেদন খারিজ করল ঝাড়গ্রাম আদালত। রাজেশবাবুসহ ৮ জনকে ১ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। সোমবার তাদের বিশেষ আদালতে পেশ করা হবে। রবিবার রাজেশবাবুসহ ৮ জনকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। রাজেশবাবুর আইনজীবী জামিনের আবেদন করলেও তা খারিজ হয়ে যায়। প্রত্যেককে ১ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন রাজেশ মাহাতোকে আদালতের পেশের আগে ব্যাপক পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা হয়। ওদিকে রাজেশ মাহাতোর গ্রেফতারির প্রতিবাদে জঙ্গলমহলে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ দেখিয়েছেন কুড়মিরা। অভিষেকের কনভয়ে হামলার ঘটনায় শনিবার রাজেশ মাহাতোকে গ্রেফতার করে পুলিশ। উল্লেখ্য, শনিবার ও রবিবার মিলিয়ে গ্রেফতার হয়েছিলেন রাজেশ মাহাতো সহ ৮ কুড়মি আন্দোলনকারী। তাঁদেরকে আদালতে পেশ করা হলে জামিনের আবেদন জানান ধৃতদের আইনজীবী। তবে বিচারক সেই আবেদন খারিজ করে দেন। নির্দেশ, ১ দিনের জেল হেফাজতের। আগামী ২৯ মে তাঁদের স্পেশ্যাল কোর্টে তোলা হবে। রাজেশ মাহাতো সহ ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তার আগে গ্রেফতার করা হয়েছিল অন্য ৪ জনকে। ওই ৪ জন ৩ দিনের পুলিশ হেফাজতে ছিলেন। সব মিলিয়ে এই ৮ জনকে এদিন আদালতে পেশ করা হয়েছিল। এদিকে নেতাদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে কুড়মিরা ফের আন্দোলনে নেমেছে। জঙ্গলমহল-সহ সমস্ত কুড়মি গ্রামে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ মিছিল। এই বিক্ষোভ-মিছিল চলবে বলে জানিয়েছেন কুড়মি সমাজ পশ্চিমবঙ্গ ঘাঘর ঘেরা কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুমন মাহাতো। তিনি বলেন, এটা যে সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং স্বৈরাচারী তা পরিষ্কার। গ্রেফতার করা হচ্ছে আমাদের নেতাদের। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া নেতাকে বদলি করে দেওয়া হচ্ছে জোর করে। আমরা তো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন করেছি। তাই গ্রেফতার ও বদলির প্রতিবাদেও শান্তিপূর্ণ আন্দোলন চলবে গ্রামে গ্রামে। শালবনির সালডহরা, ধান্যসল, সাসবেদা, কোটাল কুলি গ্রামে বিক্ষোভের ছবি ধরা পড়েছে এদিন সকালে। দাবি একটাই, মাষ্টারমশাইয়ের মুক্তি চাই। কেন তাঁকে হঠাৎ বদলি করে দেওয়া হল, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে স্লোগান উঠছে মিছিল থেকে। পুলিশের দাবি, রাজেশ মাহাতো, শিবাজি মাহাতো, রাকেশ মাহাতো ও অনুভব মাহাতো ওড়িশায় গা ঢাকা দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। পুলিশ তাঁদের মোবাইল টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে সন্ধান পায়। রবিবার তাঁদের ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের একদিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। জঙ্গলমহলের কুড়মি আন্দোলনের অন্যতম জনপ্রিয় মুখ হল রাজেশ মাহাতো। তিনি অবিভক্ত পশ্চিম মেদিনীপুরের কংগ্রেসের জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। কলেজ জীবনে ছাত্র পরিষদ করতেন। তিনি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুর গ্রামীণের একটি স্কুলের শিক্ষক। যদিও সম্প্রতি তাকে কোচবিহার জেলার একটি স্কুলে বদলি করা হয়েছে। প্রায় ২০১৪ সাল থেকে কুড়মিদের এসটি তালিকাভুক্ত করার দাবি নিয়ে আন্দোলন সংগঠিত করেন। পরপর অনেক কর্মসূচি তিনি নিয়েছিলেন। দিল্লির যন্তরমন্তরে ধরনা দিয়েছিলেন কুড়মি সংগঠনের লোকজন নিয়ে। ২০২০ সালে ডিসেম্বরে ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকের দপ্তরের বাইরে মঞ্চ বেঁধে ধরনায় বসেছিলেন। অবস্থান অনশন করেছিলেন সংগঠনের বহু মানুষকে নিয়ে। গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে খেমাশুলি জাতীয় সড়কে বিভিন্ন কুড়মি সংগঠনগুলি মিলে দাবি আদায়ে জাতীয় সড়কে প্রায় পনেরো দিন অবরোধ কর্মসূচি করেছিলো। যেখানে অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন রাজেশ।

হাতখরচ থেকে

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৮ মে ঃ বর্তমান সময়ে সিংহভাগ যুবসমাজ যেখানে মোবাইল গেম ও সোস্যাল মিডিয়ায় মত্ত সেখানে একদল ছোট ছোট স্কুল পড়ুয়া সামাজিক কাজে, মানুষের সেবায় ব্যস্ত। এমনই ব্যতিক্রমি ছবি দেখা গেল রবিবার নবদ্বীপ শহরের গানতলা মোড় এলাকায়। সেখানে একদল স্কুল পড়ুয়ার সামাজিক উদ্যোগে আয়োজিত হলো এক বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির ও ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচি। আয়োজকরা জানায় তারা প্রত্যেকেই স্কুল পড়ুয়া, কেউ ক্লাস, সেভেন, কেউ নাইন, কেউবা ক্লাস ইলেভেনের পড়ুয়া। মূলত করোনাকালে সাধারণ মানুষের জন্য কিছু করার লক্ষ্যে একটি সংগঠন তৈরী করে ও তারপর থেকে বিভিন্ন সময়ে সাধ্য মতো নিজেদের হাতখরচের টাকা বাঁচিয়ে বিভিন্ন সামাজিক কাজ করে আসছে। বর্তমানে তীব্র দাবদাহে সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন করতে আয়োজন করে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। জানা যায় এদিন প্রায় শতাধিক সাধারণ মানুষ এই স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবিরের মাধ্যমে পরিষেবা নেন। সব মিলিয়ে স্কুল পড়ুয়া এহেন মানবিক চেতনা ও উদ্যোগে খুশি সকলে।

মূর্তি উন্মোচন

দুরন্ত বার্তা, লাটাগুড়ি, ২৮ মে ঃ রবিবার মনীষী ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার সুউচ্চ মূর্তি উন্মোচন হল লাটাগুড়িতে। লাটাগুড়ি পঞ্চানন সড়ক সমিতির উদ্যোগে ও লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় এই মূর্তি উন্মোচন হয়। জানা গিয়েছে, প্রায় সাত ফুটের এই মূর্তিটি তৈরি করেছেন শীতলকুচির শিল্পী পরেশচন্দ্র বর্মন। এদিন এই মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রা গোটা লাটাগুড়ি পরিক্রমা করে। রাজ্যের অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক এদিন এই মূর্তির উন্মোচন করেন। মূর্তির উন্মোচন উপলক্ষ্যে সারাদিন বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যেমন বৈরাগী নৃত্য ভাওয়াইয়া সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। পাশাপাশি মনীষীর জীবনে নিয়ে আলোচনা, বসে আঁকো প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় বলে জানান লাটাগুড়ি পঞ্চানন স্মারক সমিতির সম্পাদক অবিনাশ রায়।

বিজেপি ধর্মান্ধতার পথে ভারতকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে

ভারত বাঁচবে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে। ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, বোলপুর, ২৮ মে ঃ রবিবার বোলপুরে এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে ফিরহাদ বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই, তাঁর প্রয়াসের জন্য। ধন্যবাদ জানাই বিরোধী দলগুলোকে। ভারতবর্ষ বাঁচবে ধর্মনিরপেক্ষতার পথে। বিজেপি ধর্মান্ধতার পথে ভারতকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তাই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ মানুষের আওয়াজ, বিজেপিকে ছুঁড়ে ফেল। দেশকে বাঁচাও। এভাবেই বোলপুর দলীয় কার্যালয়ে পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় কোর কমিটির বৈঠকের পর সাংবাদিকের এক প্রশ্নের উত্তরে জবাব দিলেন রাজ্যের পুর নগর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ফিরহাদ প্রশ্ন তোলেন, ভোটের রাজনীতি করতেই দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী করেছিলেন মোদি? সেটাই গর্বের হতো যদি সংসদ ভবনের গায়ে ভবনের উদ্বোধক হিসেবে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দ্রৌপদী মুর্মুর নাম খোদিত থাকতো। এটা তিনি আদিবাসী সমাজ এবং দেশের রাষ্ট্রপতিকে অপমান করা হলো। আমার প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতি একজন আদিবাসী মহিলা বলেই কি তিনি উদ্বোধক হতে পারলেন না? তাঁকে নিয়ে কি শুধু ভোট রাজনীতি করলেন মোদি? এটা অন্যায়। এটা পাপ। রবিবার কোর কমিটির বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ী বিধায়ক বিকাশ রায় চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিৎ সিনহা, বীরভূম সাংসদ শতাব্দী রায় প্রমুখ। কোর কমিটির বৈঠক শেষে ফিরহাদ জানান, এখন সিউড়ী পুরসভা নিয়ে বা কোনো পুরসভা নিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথামতো ঐক্যবদ্ধ তৃণমূল কংগ্রেস পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে এগিয়ে চলবে। কোনো কোনো ব্লকে সংযোজন হয়েছে। জানা গেছে, দুবরাজপুর ব্লকের প্রেসিডেন্ট ভোলা মিত্রর মাথায় একটি পনেরোজনের নির্বাচন কমিটি বসানো হয়েছে। আহ্বায়ক করা হয়েছে স্বপন মণ্ডল এবং রফিক খাঁকে। ফিরহাদ বলেন, একটি রিলেশন বিল্ডিং প্রয়াসের কথা বলেছি। অঞ্চল সভাপতিরা ব্লক সভাপতিকে নিয়ে বসবে। তিরিশ তারিখ ব্লকের মিটিং হবে। সেখানে সাংসদ ও বিধায়করা বসবেন। এদিন জেলাজুড়ে বোমা উদ্ধার প্রসঙ্গে ফিরহাদ বলেন, বোমাগুলো উদ্ধার করছে রাজ্য পুলিশ। তারা তদন্ত করছে। আমার প্রশ্ন, গান ও সেল ফ্যাক্টরিগুলো কার অধীনে? সে তো বিজেপি সরকারের অধীন। তাহলে ষড়যন্ত্র কার? কেন ওখান থেকে বোমার মশলা পাচার করা হচ্ছে? এদের শাস্তি হওয়া উচিৎ। কুড়মি আন্দোলনে গ্রেফতার প্রসঙ্গে ফিরহাদ এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, এখানে কুড়মি সমাজের ব্যাপার নেই। মালেগাঁও বিস্ফোরণে একজন ব্যক্তি অভিযুক্ত। কিন্তু তারজন্য সেই সমাজকে দায়ী করা ঠিক নয়। দাউদ ইব্রাহিম কিন্তু মুসলিম সমাজের প্রতিনিধি নয়। যে অন্যায় করবে তার শাস্তি পেতে হবে। তুমি প্ররোচিত করবে ইঁট ছুঁড়তে, পুলিশ গ্রেফতার করবে না?

বীরবাহার উপর হামলার প্রতিবাদে ৮ জুন রাজ্যে ধর্মঘট আদিবাসীদের

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৮ মে ঃ মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদার উপর হামলার ঘটনার প্রতিবাদে আগামী ৮ জুন রাজ্যজুড়ে ২৪ ঘণ্টা ধর্মঘটের ডাক দিল ভারত জাকাত মাঝি পারগনা মহল। 'মারধর, হামলা গণতন্ত্রে চলতে পারে না', বললেন ধর্মঘটীরা। ঘটনার সূত্রপাত শুক্রবার। ওইদিন বিকেলে গড় শালবনি এলাকায় অবরোধ শুরু করেন কুড়মি সম্প্রদায়ের মানুষজন। সন্ধে সাড়ে সাতটা নাগাদ ওই এলাকা দিয়ে যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনভয়। অভিষেকের গাড়ির পরে ছিল মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা, বিনপুরের বিধায়কের দেবনাথ হাঁসদার গাড়ি। অভিযোগ, বীরবাহা এবং দেবনাথের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট ছোঁড়া হয়। বীরবাহার গাড়ির কাচ ভেঙে যায়। পুলিশের গাড়ি লক্ষ্য করেও পাথর বৃষ্টি হয়। বাইকে থাকা তৃণমূল কর্মীদের উপরেও লাঠি, বাঁশ হাতে হামলা চালানো হয় বলেও অভিযোগ। ঘটনার জল গড়ায় অনেকদূর। ঝাড়গ্রাম জেলা পরগণার ডাংরা হাঁসদা বলেন, আন্দোলন করার অধিকার সবার রয়েছে। কিন্তু কোনও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এভাবে মারধর, হামলার ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। এরই প্রতিবাদে আমরা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছি। যদিও এই ঘটনা নিয়ে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক শোরগোল তৈরি হয়েছে। হামলার দায়ে ৮ কুড়মি আন্দোলনকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। শাসক দলের অভিযোগ ঘটনার পেছনে বিজেপির ইন্ধনও রয়েছে।

প্রকাশ্যে মাটি পাচার

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ মে, ২৮ মে ঃ প্রকাশ্য দিবালোকে ফুলাহার নদীর মাটি কেটে পাচার করছিলো মাটি মাফিয়ার। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মহকুমা শাসকের নির্দেশে হরিশ্চন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামায়ণপুর এলাকার ফুলাহার নদীতে অবৈধ মাটি কাটার ৭টি ট্র্যাক্টর ও দু'জনকে আটক করেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ। উল্লেখ্য নদী ভাঙ্গন মালদায় প্রতি বছরের সমস্যা। বর্ষাকালে ভাঙ্গনের তীব্রতা বাড়ায় নদীগর্ভে তলিয়ে যায় বিঘার পর বিঘা জমি, বাড়ি, বাগান সর্বস্ব। জেলার প্রধান তিনটি নদীর মধ্যে গঙ্গা এবং ফুলাহার এই দুটি নদীর ভাঙন প্রতি বছর সর্বস্বান্ত করে বহু মানুষকে। আর সেই ফুলহার নদী থেকে বেআইনিভাবে মাটি কেটে পাচারের অভিযোগ উঠেছে মাফিয়াদের বিরুদ্ধে। এভাবে মাটি কাটা হলে বর্ষাকালে ভয়াবহ ভাঙ্গন দেখা দেবে ফুলহার নদীতে আশঙ্কা স্থানীয়দের। শাসকের মদতেই চলছে মাটি পাচারের কাজ অভিযোগ বিজেপির। বেআইনি কাজ হলে প্রশাসন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে প্রতিক্রিয়া তৃণমূলের। আর প্রকাশ্য দিবালোকে এইভাবে মাটিকাটা নিয়ে তৃণমূল এবং বিজেপির শুরু হয়েছে চাপানউতোর। বিজেপির উত্তর মালদার সাংগঠনিক কমিটির সদস্য কিষাণ কেডিয়া বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ও স্থানীয় প্রশাসনের যৌথ মদতে প্রকাশ্য দিবালোকে এই ধরনের কাজ চলছে। অবৈধ কর্মকাণ্ডের জন্য সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোটের মাধ্যমে যোগ্য জবাব দিবে। যদিও তৃণমূল কংগ্রেসের হরিশ্চন্দ্রপুর দু নম্বর ব্লকের সভাপতি তবারক হোসেন বলেন, অবৈধ মাটি কাটাকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রশ্রয় দেয় না। আইন আইনের পথে চলবে, আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে। চাঁচল মহকুমার মহকুমা শাসক কল্লোল রায় বলেন, বিডিও ও বিএলআরওকে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা হবে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে বুদবুদ বাজারে নতুন করে নিকাশী নালা নির্মান কাজ শুরু

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৮ মে ঃ জনবসতি বৃদ্ধি হয়েছে। নতুন করে সংস্কার হয়নি। যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাবহার। তার ওপর প্রায় দেড় বছর ধরে বন্ধ এক'শ দিনের কাজ। সেভাবে সাফাই হয়নি। আর তার জেরে মুখ থুবড়ে পড়েছে বাজারের নিকাশী ব্যবস্থা। দুয়ারে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে ক্ষোভে ফুঁসছিল এলাকাবাসী। অবশেষে দীর্ঘ জল্পনার অবসান। পূর্ব বর্ধমানের ঐতিহ্যবাহী বুদবুদ বাজারে নতুন করে নিকাশি নালা তৈরীর কাজ শুরু হল। বর্ষার আগে নিকাশী নালা তৈরীতে খুশী বাজারের ব্যাবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, বুদবুদ বাজার বহু পুরোনো ও ঐতিহ্য বাহী। একটা সময় মহকুমা সদর ছিল বুদবুদ। পুরোনো জিটি রোড বাইপাস হওয়ার পর যানবাহনের চাপ অনেকটাই কমেছে। তবে বাজারে নোংরা-আবর্জনা যত্রতত্র পড়ে থাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ হয়ে উঠেছে। তার ওপর দেদার প্লাস্টিকের ব্যাবহারে মজে গেছে নিকাশী। বছর দুয়েক আগে বাজারকে স্বচ্ছ রাখতে উদ্যোগী হয় বুদবুদ গ্রাম পঞ্চায়েত। গোটা বুদবুদ বাজারে বসানো হয় ১০০টি ডাস্টবিন। বুদবুদ বাজার, মানকর রোড, অ্যামুনিশেন রোড সহ সব জায়গায় বসানো হয়েছে ডাস্টবিন। প্রতিদিন নিয়ম করে সাফাই করার কাজের জন্য নোংরা ফেলার গাড়ীর ব্যাবস্থা হয়। ভর্তি হওয়া ডাস্টবিনের নোংরা ডাম্পিং গ্রউন্ডে ফেলার জন্য দুটো গাড়ীর সঙ্গে দু'জন লোকও রাখা হয়। গোটা বাজার পরিচ্ছন্নতার সাধারন মানুষের নজর কেড়েছিল। মাস পাঁচেক সবই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু তারপর আচমকায় মুখ থুবড়ে পড়ে সাফাই কাজ। আর তাতেই ঘটে বিপত্তি। ডাস্টবিন থেকে উপচে পড়ে নোংরা জঞ্জাল। রাস্তার ওপর ছড়িয়ে পড়ছে আবর্জনা। আর ওই আবর্জনা পড়ে মজে গিয়েছে নিকাশী। এছাড়াও তৈরী হওয়ার পর বিগত প্রায় ৪০ বছরে নতুন করে সংস্কারও না হওয়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে জল নিকাশী। ফলে সামন্য বৃষ্টি হলে, নিকাশীর জল উপচে পড়ত রাস্তার ওপর। ভারী বর্ষা হলে নিকাশী জল বাজারের দোকানে ঢুকত। বর্ষার ৩-৪ মাস ব্যাবসায়ীদের অবস্থা ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে উঠত। অতীতে ১০০ দিনের কাজে নিকাশী সাফাই হলেও, বছর দেড়েক যাবৎ সেটাও বন্ধ। ফলে পথচলতি সাধারন মানুষ থেকে ব্যাবসায়ীরা নোংরা নিকাশীর জল যন্ত্রনায় ভুগতে শুরু করে। সামনেই আরও একটা পঞ্চায়েত নির্বাচন। তার আগে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয় এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে গলসী-১নং ব্লকে দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে জেরবার শাসকদল তৃণমূল। তার ওপর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে বামফ্রন্ট। একসময়ের লাল দূর্গ বলে পরিচিত গলসীর বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে সংগঠিত হয়েছে সিপিএম। ইতিমধ্যে গ্রামে গ্রামে জনসম্পর্ক। মিটিং, মিছিলও শুরু করেছে। তাতে সাধারন মানুষের ভিড়ও জমতে শুরু করেছে। সব মিলিয়ে চরম অস্বস্তিতে থাকা শাসক উন্নয়নে জোর দিয়েছে। কার্যত প্রায় ৩৪ বছর পর বুদবুদ বাজারে নতুন করে নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়েছে। মাস কয়েক আগে গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা ব্যায়ে প্রায় ২০০ মিটার ঢাকনা দেওয়া কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী করে। কিন্তু তাতে গোটা বাজার সম্পুর্ন হয়নি। সম্প্রতি বর্ষার আগে প্রায় পূর্ত দফতর প্রায় ১ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। জানা গেছে, তাতে গোটা বুদবুদ বাজারের নিকাশী নালা তৈরী করা হবে। গত কয়েকদিন ধরে ওই নিকাশী নালা তৈরীর কাজ শুরু হয়। রাস্তার পাশে ফুটপাথ দখল করে ব্যাবসায়ীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। তারপর পুরোনো নিকাশী নালার মাটি তুলে নতুন করে কংক্রিটের নিকাশী নালা তৈরী শুরু হয়। গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি অনুপ চ্যাটার্জী জানান, গত প্রায় দেড় বছর থেকে কেন্দ্র সরকার ১০০ দিনের কাজের অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। ১০০ দিনের কাজে নিকাশী ও জঞ্জাল পরিস্কার করা হত। ফলে সেসব থমকে পড়েছে। আলাদা করে এসব পরিস্কারের জন্য টাকা নেই। আর্থিক সঙ্কট রয়েছে। জনবসতি বেড়েছে। বাজারে নতুন দোকানও তৈরী হয়েছে। তার ওপর যথেচ্ছ প্লাস্টিকের ব্যাবহারে নিকাশী মজে গিয়েছিল। আমরা প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম। সেই মত মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং উদ্যোগী হয়েছেন। বিগত বাম জামানায় ৩৪ বছরে বুদবুদ বাজারের নিকাশী তৈরীর কোন কাজ হয়নি। বাজারের ব্যবসায়ী ও সাধারন মানুষের স্বার্থে সেটা আমরা করতে পেরেছি। তিনি আরও বলেন, মানুষকে সচেতন হতে হবে। মশা-মাছিবাহিত রোগ থেকে বাঁচতে সাধারন মানুষের কাছে আবেদন প্লাস্টিক ব্যাবহার বর্জন করতে হবে। নিকাশী নালায় প্লাস্টিক সহ নোংরা আবর্জনা ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে। যদিও নতুন করে নিকাশী নালা তৈরী হওয়ায় খুশী সাধারন মানুষ থেকে বুদবুদ বাজারের ব্যবসায়ীরা।

গণস্বাক্ষর সংগ্রহ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ মে ঃ রাজ্যের সার্বিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজ্যব্যাপী এক কোটি মানুষের সই সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে সিপিএম রাজ্য কমিটির আহ্বানে প্রতিদিন জলপাইগুড়ি জেলার প্রতিটি বুথে এই স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান চলছে। জলপাইগুড়ি সদর পূর্ব এরিয়া কমিটির এই সই সংগ্রহ অভিযানকে সামনে রেখে ব্যাপক প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করছে। এলাকার বাড়ি বাড়ি যাওয়ার সাথে সাথে জনবহুল বাজারে পার্টির সদস্যদের পাশাপাশি সাধারণ পার্টির সমর্থক তারাও এই প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণ করছে ব্যাপক হারে। জলপাইগুড়ি সদর পূর্ব এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিপুল সান্যাল জানান এরিয়া কমিটির অন্তর্ভুক্ত ২১ টি ওয়ার্ডেই সই সংগ্রহে ব্যাপক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিদিন পার্টির কর্মী-সমর্থকরা এই সই সংগ্রহ করছেন। আগামী ৩০মে পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুর হাতে সই সংগ্রহ সম্মলিত কাগজ তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। যা রাজ্যের সাথে যুক্ত হয়ে এক কোটি মানুষের সই দেশের দেশের প্রধান বিচারপতি কাছে পাঠানো হবে বলে জানা জানা গেছে।

জনসংযোগে জেলায় জেলায় সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৮ মে ঃ সিপিএমের জনজোয়ারে তৃণমূলে এমন ভাটা পড়েছে যে সমুদ্রের তলার বালি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, জনসংযোগ যাত্রায় এসে তৃণমূলের দুর্নীতির খতিয়ান তুলে ধরে কড়া ভাষায় তৃণমূলকে দুর্নীতির তীরে বিদ্ধ করলেন বাম নেতা সেখ খলিল। জানা যায়, সারা রাজ্যজুড়ে তৃনমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসাক্ষর ও জনসংযোগ যাত্রা শুরু করেছে সিপিএম। রবিবার হরিশ্চন্দ্রপুর-২নং ব্লকের সুলতাননগর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছত্রক গ্রামে গণস্বাক্ষর ও জনসংযোগ যাত্রায় নামেন সিপিএমের নেতা- কর্মীরা। হাতে দলীয় পতাকা ও তৃণমূলের দুর্নীতির খতিয়ান নিয়ে মাঠ থেকে ঘাট, চায়ের দোকান সর্বত্রই গিয়ে তারা গণস্বাক্ষর করেন। জনসংযোগ যাত্রায় এলাকার মানুষের উচ্ছাস পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যালট বাক্সে পড়বে বলে জানান বাম নেতা-কর্মীরা। তৃণমূলকে রাজ্য থেকে উৎখাত করতে সাধারণ ভোটারই যথেষ্ট বলে দাবি সিপিএমের। এদিন জনসংযোগ যাত্রায় উপস্থিত ছিলেন বাম নেতা সেখ খলিল ও আসমাউল হক সহ স্থানীয় বাম নেতৃত্বরা। বাম নেতা সেখ খলিল বলেন, সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃনমূলকে ধরাশায়ী করবে সিপিএম। চাকরি চুরি ও দুর্নীতির দায়ে তৃণমূলের নেতা- মন্ত্রীরা আজ জেল খাটছে। যোগ্য প্রার্থীরা চাকরির জন্য কলকাতায় ধরনা দিয়েছে। অপরদিকে অযোগ্যরা চাকরি হারিয়ে কান্নাকাটি শুরু করেছে। পঞ্চায়েত ভোটে তৃণমূল ১৫-২০ শতাংশ ভোট পাবে না। তাই তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সারা রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও জন সংযোগ অভিযান।

পরিযায়ী শ্রমিকের সন্তানের স্বপ্ন ডাক্তার হওয়ার

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৮ মে ঃ নজরকাড়া সাফল্যেও দুশ্চিন্তার ছাপ অভাবী মেধাবীর পরিবারে। সাফল্যের আলোতেও যেন অন্ধকার গ্রাস করছে পরিবারের স্বপ্নে। উচ্চ মাধ্যমিকে ফলাফল ভালো হলেও কার্যত ঘুম উড়েছে পরিবারের। একমাত্র ছেলের স্বপ্নপূরণ কিভাবে হবে! ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছেন না বাবা- মা। মালদার চাঁচল-১ নং ব্লকের মতিহার পুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কৃষ্ণপুরের বাসিন্দা জহিরুদ্দিন আহমেদ, পেশায় পরিযায়ী শ্রমিক। তার একমাত্র পুত্র সরফরাজ আলম এবছর বিজ্ঞান বিভাগে উচ্চমাধ্যমিকে ৪৫২ নম্বর পেয়ে তাক লাগিয়েছে এলাকায়। বাড়িতে অভাব থাকলেও ভিনরাজ্যে লেবারের কাজ করেও ছেলের পড়ার খরচ জুগিয়েছেন বাবা। আল আমিন মিশন পাশে দাঁড়িয়েছিল ছেলের পড়াশুনার জন্য। উচ্চ মাধ্যমিকের পর ছেলেকে চিকিৎসক রুপেই দেখতে চান বাবা ও মা। তাদের ইচ্ছে গ্রামের গরিব মানুষের পাশে থেকে ছেলে চিকিৎসা পরিষেবা দেবে। আর ওই স্বপ্নপূরণের জন্য দরকার বিপুল অর্থের। দুই শতক বসত ভিটা আর পাঁচ কাঠা জমি ও একটি মাত্র থাকার মাথায় টিনের চালা দেওয়া কোঠাঘর। আর পরিবারে রোজগার বলতে দিনমজুরি। এই পেশার দাগিতে কখনও বাবাকে গ্রামে আবার কখনও দিল্লী বা পাঞ্জাবে ছুটতে হয়। চিকিৎসক হওয়ার জন্য সর্বভারতীয় পরীক্ষায় সাফল্য পেতে হলে প্রয়োজন প্রস্তুতির। তার পাশাপাশি প্রয়োজন ভালো প্রশিক্ষণের। কিন্তু প্রশিক্ষণ নিতে গেলে লাগবে বিপুল পরিমাণে অর্থ। আর সেখানেই স্বপ্নপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে পরিবারের দুরাবস্থা। কোথা থেকে জোগাড় করবেন টাকা। ছেলেকে ডাক্তারি পড়ানোর খরচ আসবে কোথা থেকে। অনিশ্চিতয়তার অতল আঁধারে কোনো কিনারা খুঁজে পাচ্ছেন না সরফরাজের বাবা জহিরুদ্দিন ও মা লুৎফা বিবি। ছোটো থেকেই বরাবরই মেধাবী সরফরাজ। গ্রামের স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা নেওয়ার পর আল আমিন নজরে পড়ে ওই ছাত্রটি। আল আমিন মিশনের সহযোগিতা নিয়েই মাধ্যমিক পাশ করে দক্ষিণ দিনাজপুরের শাখা থেকে। তারপর ওই স্কুলের শাখা থেকে তাদের সহযোগিতায় এবার পূর্ব বর্ধমান থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে। সবমিলিয়ে পেয়েছে সর্বমোট ৪৫২ নম্বর। বাংলা ৯৩, ইংরেজি ৯৫, অঙ্কে ৮৬, ফিজিক্সে ৭০, কেমিস্ট্রিতে ৮১ ও বায়োলোজিতে পেয়েছে ৯৭ নম্বর। এই সাফল্য পেয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছে এই মেধাবী ছাত্রটি। তার স্বপ্ন চিকিৎসক হওয়ার। কিন্তু এই চিকিৎসক হওয়ার জন্য প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের খরচ কোথা থেকে জোগাড় হবে। দুশ্চিন্তায় রয়েছে ছাত্রটিও। ছেলের ফলাফল শুনে ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ছুটে এসেছেন বাবা জহিরুদ্দিন আহমেদ। মা লুৎফা বিবি বলেন, ছেলে ভালো ফল করেছে। তার চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। কিন্তু কোথা থেকে টাকা জোগাড় হবে। ভেবে পাচ্ছি না।

Name Change

I, NEEKLAM KHAITAN alias NILU KHEMKA(old name) W/o VISHAL KHAITAN resident of 203D, Block-B, Lake Town, PS-Lake Town, Bidhannagar, (N)24Pgs-700089 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) NEELAM KHAITAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 27/05/2023. NEEKLAM KHAITAN, NILU KHEMKA and NEELAM KHAITAN all are same and one identical person.

Name Change

I RABIA BIBI DOB- 18/07/1965 W/O MOHORAM MONDAL R/O SARAPUL, SWARUPNAGAR, N24 PGS-743286 SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUBIYA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/05/2023.

KOL RMS/422/2023-2025 RNI No. 64730/95

Azadi Ka Amrit Mahotsav | G20

সুপারফাস্ট ও সুবিধাজনক নতুন যুগের সূচনা
উত্তর-পূর্ব ভারতের রেল যোগাযোগ

শুভ উদ্বোধন

গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস

- আসামে প্রথম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস
- কামরার মধ্যে সিসিটিভি এবং ৩৬০ ডিগ্রি ঘোরানো আসন
- মোট ভ্রমণসময় ৫ঘন্টা ৩০ মিনিট এবং ১ ঘন্টারও বেশি সাশ্রয়
- কবচ দ্বারা সজ্জিত (ট্রেন সংঘর্ষ বিরোধী ব্যবস্থা)
- বিমান যাত্রার ন্যায় সুরক্ষিত ও আরামদায়ক অভিজ্ঞতা
- উত্তর-পূর্ব ভারতের, বিশেষ করে আসামের পর্যটন ও তীর্থস্থানের সাথে দ্রুত ও সুন্দর সংযোগ
- স্পর্শবিহীন সুবিধার সাথে বায়ো ভ্যাকুম শৌচালয়
- দিব্যাঙ্গদের সুবিধাজনক ওয়াশরুম, আসন হাতল এবং ব্রেইল হরফে আসন সংখ্যা
- প্রতিটি কামরায় যাত্রী সূচনা এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবস্থা

জাতির প্রতি উৎসর্গীকৃত

বৈদ্যুতীকরণ
নিউ বঙ্গাইগাঁও-দুধনোই-মেন্দিপাথর সেকশানে

-১৯৯ কিমি রেলপথে বৈদ্যুতীকরণ মেঘালয় এবং আসামে
-মেঘালয়ের মানুষদের জন্য সবুজ পর্যটন ও বিরামহীন সংযোগের সুবিধা
-দেশের যে কোন প্রান্ত থেকে মেঘালয়ে বৈদ্যুতিক ট্রেনের প্রবেশ

বৈদ্যুতীকরণ
গুয়াহাটি-ছাপারমুখ সেকশানে

-২৩৮ কিমি রেলপথে বৈদ্যুতীকরণ গর্বিত রাজধানী পথে
-দূষণমুক্ত পরিবহণ, উচ্চগতির ট্রেন, ট্রেনের যাত্রাসময় হ্রাস এবং ট্রেন চলাচলের ব্যয় হ্রাস।
-উত্তর-পূর্বের রাজ্যের পর্যটনে গতি
-মরিগাঁও ও নগাঁও বাসীদের জন্য যাত্রাসময় হ্রাসের সুবিধা
-বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন ট্রেন এখন চলাচল করবে সিলঘাট টাউন থেকে অন্যান্য রাজ্যে

লামডিংয়ে ডেমু এবং মেমু শেড

-৪০০ মিটার লম্বা পিট লাইনে সজ্জিত
-স্বয়ংক্রিয় কামরা ধোওয়ার প্ল্যান্ট, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণের প্ল্যান্ট এবং আরও অনেক অত্যাধুনিক সুবিধা
-এই অঞ্চলে ডেমু রেক রক্ষণাবেক্ষণের সুবিধাযুক্ত
-উন্নত পরিচালনা সুবিধা এবং যাত্রী সুবিধা

দ্বারা

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

(ভিডিও কনফারেন্সিং মাধ্যমে)

২৯ মে, ২০২৩ | ১০.০০ ঘটিকা | গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন

গৌরবময় উপস্থিতি

গুলাব চাঁদ কাটারিয়া
রাজ্যপাল, আসাম

ড. হিমন্ত বিশ্বশর্মা
মুখ্যমন্ত্রী, আসাম

সর্বানন্দ সোনোয়াল
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ এবং আয়ুশ

অশ্বিনী বৈষ্ণব
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রেলপথ, যোগাযোগ এবং বৈদ্যুতিন ও তথ্যপ্রযুক্তি

২২২২৮ গুয়াহাটি-নিউ জলপাইগুড়ি বন্দেভারত এক্সপ্রেস		স্টেশান	২২২২৭ নিউ জলপাইগুড়ি-গুয়াহাটি বন্দেভারত এক্সপ্রেস	
পৌঁছাবে	ছাড়বে		পৌঁছাবে	ছাড়বে
--	১৬.৩০	গুয়াহাটি	১১.৪০	--
২২.০০	---	নিউ জলপাইগুড়ি	--	০৬.১০

থামবে ঃ নিউ কোচবিহার, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোকরাঝাড়, নিউ বঙ্গাইগাঁও, কামাখ্যা
-সপ্তাহে ৬ দিন(মঙ্গলবার ছাড়া)

DD NEWS ডিডি নিউজে দেখুন সরাসরি

ভারতীয় রেলওয়ে

www.indianrailways.gov.in

/RailMinIndia